



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
March 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - অনন্ত এই ড্রামার আদি মধ্য এবং অন্তকে বুঝতে হবে, যা অতীত হয়ে গিয়েছিল তাই আবার বর্তমান হতে চলেছে, এখন সঙ্গম যুগ হলো প্রেজেন্ট, পুনরায় সত্যযুগ আসবে"

*প্রশ্নঃ - শ্রীমৎ অনুযায়ী, কোন্ বিধি পালন করলে নিজেকে পারফেক্ট (উপযুক্ত) করে তোলা যায়?

*উত্তরঃ - নিজেকে পারফেক্ট করে তোলার জন্য বিচার সাগর মন্ডন করো। নিজের সাথে নিজে কথা বলো। বাবা! তুমি কত মিষ্টি মধুর, আমরাও তোমার মতই মধুর হবো। আমরাও তোমার মতনই মাস্টার জ্ঞানসাগর হয়ে সকলকে জ্ঞান প্রদান করবো। কাউকে অখুশি করবো না। শান্তি আমাদের স্বধর্ম, আমরা সর্বদা শান্ত থাকবো। আমরা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করবো - এমনভাবে নিজের সাথে কথা বলে নিজেকে পারফেক্ট করে তুলতে হবে।

*গীতঃ- ওগো মা, আমার জীবনদায়িনী মা...

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ। ভগবানুবাচ - শুধুমাত্র এই কথা বললে মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। যিনি বলছেন তাঁর নাম অবশ্যই নিতে হয়। যারা গীতা পাঠ করে শোনান, তারা বলেন যে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। কিন্তু তিনি তো অতীত কালে ছিলেন। মানুষ ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণ এসে গীতা শুনিয়েছিলেন এবং রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। যা অতীতে ঘটে গেছে তা পুনরায় অবশ্যই হবে, যা এখন বর্তমান তাও একসময় অতীত হয়ে যাবে। যা ঘটে গেছে তাকে বলা হয় অতীত। এখন শিববাবা এসেছেন অর্থাৎ অতীতে নিশ্চয়ই তিনি একসময় এসেছিলেন। শিব ভগবানুবাচ - যিনি সকলের ওপরে তিনিই সকলের পিতা, যাকে সর্বশক্তিমান বলা হয়, তিনি এসে একথা বুঝিয়ে দেন। বাচ্চারা, তোমরা হলে তাঁরই সন্তান - শিবশক্তি। তোমরা শিবশক্তির মহিমা গান শুনেছো। শিবশক্তি জগদম্বা - যিনি একসময় অতীতে এখানেই ছিলেন, তার স্মরণিক রয়েছে। একসময় তারা এখানেই ছিলেন সুতরাং অবশ্যই আবার এখানেই আসবেন। ঠিক যেমনভাবে সত্যযুগ অতীতে ছিল, এখন কলিযুগ চলছে, পুনরায় সত্যযুগ আবার আসতে চলেছে। এখন পুরাতন দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গমযুগ চলছে। অবশ্যই এই জগৎ যা একসময় নতুন ছিল তা অতীত হয়ে গেছে, তাই এখন এ হলো পুরাতন জগৎ। যে সত্যযুগ এখন অতীত, তা ভবিষ্যতে পুনরায় আসবে। এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। জ্ঞান, অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝার বিষয়। আগে ছিল ভক্তি, এখন এ হলো জ্ঞান। সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হতে থাকে, তা বুঝতে হবে। সেসব না বুঝলে, মানুষ অন্য কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না। ড্রামার আদি মধ্য এবং অন্তকে ভালো করে বুঝতে হবে। সীমাবদ্ধ জগতের ড্রামার আদি মধ্যকে তো তোমরা জানো। কিন্তু এ হলো অনন্তের ড্রামা - সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারে না। বাবা, যিনি এই অনন্তের মালিক, তিনি নিজে এসে আমাদের বুঝিয়ে দেন। শিব ভগবানুবাচ, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ নয়। কৃষ্ণকে শ্রী বলা হয়, কারণ তাকে শিববাবাই শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। বেচারী ভারতবাসীরা জানেনা যে, কৃষ্ণই পরবর্তীকালে নারায়ণ হন। এখন আমরা বলি যে - ওরা বেচারী অবুঝ, সকলেই গরিব দুঃখী এবং পতিত। এক সময় আমরাও ওইরকমই ছিলাম কিন্তু এখন আমরা পবিত্র হয়ে উঠছি। এখন আমরা পতিত-পাবন বাবাকে পেয়েছি। কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয় না। নতুন পবিত্র দুনিয়ার রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা - যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা সর্বশক্তিমান বলা হয়ে থাকে। তিনিই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলছেন, পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে তুলছেন। এখন সমগ্র সৃষ্টি পতিত হয়ে গেছে, রাবণ এই সৃষ্টিকে পতিত করে দিয়েছে। একমাত্র ঈশ্বরই হলেন পতিত পাবন। মানুষ কোনো অবস্থাতেই কাউকে পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে পারে না। আর এ তো সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র করার কথা হচ্ছে। যদি মনে করা হয় যে ১-২ কোটি সন্ন্যাসীরা সকলেই পবিত্র, তবুও বাকি ৫০০-৬০০ কোটি পতিত তো দুনিয়াতে রয়েছে। সেই কারণেই এই দুনিয়াকে পতিত দুনিয়া বলা হয়। বাস্তবে শিব ভগবানুবাচ - পতিত দুনিয়াতে একজন পবিত্রও থাকতে পারে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে পবিত্র করে তোলার জন্য, আমি সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র করে তুলি। পতিত-পাবন কথার অর্থই হলো সমগ্র বিশ্বকে যিনি পবিত্র করে তোলেন। শিব বাবা, নিজেই বলেন যে - আমি পতিত থেকে পবিত্র করে তুলছি। তোমাদেরকেই এই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। নতুন দুনিয়াতে হবে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। কিন্তু এ'কথাও কেউ জানে না। আর শিববাবাকেও কেউ জানে না। তোমরা সকলকে এ কথা জিজ্ঞাসা করো যে - তারা যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিবজয়ন্তী পালন করছে, তিনি কখন এসেছেন? যিনি নিরাকার তিনি কীভাবে আসতে পারেন? যিনি নিরাকার তাঁকে অবশ্যই দেহ ধারণ করে আসতে হবে তবেই তো তিনি কোনো কর্ম করতে পারবেন। শরীর ব্যতীত আত্মা কি করে কর্ম করবে? পরমাত্মা এসে অবশ্যই অনেক উচ্চস্তরের কর্ম করবেন। সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করে

তোলা, তা শুধুমাত্র একজনেরই হাতে আছে। মানুষ তো দুঃখী হয়েই রয়েছে। ভক্তরা যখন ভগবানকে আহ্বান করে তাহলে অতি অবশ্যই ভগবান এক হওয়া উচিত। পৃথিবীতে ভক্তের সংখ্যা অনেক। শিব ভগবানুবাচ - আমি শিব ভগবান এসে বাম্বারা তোমাদেরকে রাজযোগ এবং সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান বুঝিয়ে দিই অর্থাৎ এখন আত্মারা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান রয়েছে। ঠিক যেমনভাবে আমি তোমাদের পিতা, আমার মধ্যে এই সৃষ্টি চক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, তাই আমি এসেছি তোমাদেরকে তা শিখিয়ে দিতে। সৃষ্টি চক্র তো অবশ্যই আবর্তিত হতে হবে। পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। এই কাজে কেউ তো নিমিত্ত হবে, তাই না। ৫ বিকাররূপী কয়েদখানা থেকে মুক্ত করতে আমি আসি। আমি শিব, এখন এই দেহে অবস্থান করছি। তোমরা বলো যে - আমি আত্মা, এই শরীরে এখন বসে আছি, আমার শরীরের নাম অমুক। শিববাবা বলেন - আমার নিরাকারী শরীর তো নেই। আমি পরমপিতা, আমার নামই হলো শিব। আমি পরমপিতা পরমাত্মা, একটা স্টারের মতো। আমার একটিই নাম - শিব। তোমরাই হলে শালগ্রাম। কিন্তু ৮৪ জন্মে তোমাদের নাম পালটাতে থাকে। আমার তো কেবলমাত্র একটিই নাম, আমি কখনো পুনর্জন্ম গ্রহণ করি না। গীতাতে যার নাম বলা হয়েছে তিনি তো পুরোপুরি ৮৪ টি জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে গীতা শুনিয়েছেন - এ কথা সঠিক নয়। এ'কথা খুব ভালোভাবে বোঝার বিষয়। মানুষের হাতে কিছুই নেই, যা কিছু করেন তা পরমপিতা পরমাত্মাই করেন। মানুষকে সুখ শান্তি প্রদান করা - এটাই বাবার কাজ। সর্বদা এক বাবারই মহিমা করতে হবে, কারণ আর কারোরই মহিমা নেই। লক্ষ্মীনারায়ণের ও মহিমা নেই। কিন্তু যেহেতু তাঁরা এখানে রাজত্ব করে গেছেন, তাই মানুষ ভাবে যে তাঁরা স্বর্গের মালিক ছিলেন। আশ্চর্য্য এটাই যে সে'গুলো হলো জড় চিত্র আর তোমরা এখানে চৈতন্য স্বরূপে বসে আছো। শিব ভগবানুবাচ - তোমরা রাজার রাজা হয়ে পূজনীয় হয়ে ওঠো, পরে আবার তোমরা পূজারীতে পরিণত হবে। পূজনীয় লক্ষ্মীনারায়ণ পরবর্তীকালে নিজেরাই পূজারীতে পরিণত হবে। যারা একসময় অতীতে ছিলেন, এখন তাঁদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করা হয়। এ'কথা প্রমাণিত করে বলতে হবে। এমন নয় যে ঈশ্বর নিজেই পূজনীয় থেকে আবার নিজেরাই পূজারী হয়ে যায় - না, তা নয়। মানুষ তো এটাও জানে না যে, আমি অর্থাৎ পরমাত্মা কোথায় নিবাস করি। আমার যে বাম্বারা শালগ্রাম, তারাও এটা জানে না যে আমি কোথাকার বাসিন্দা। পরমাত্মা এবং সকল আত্মাদের একটি ঘর আর তা হল সুইট হোম, কিন্তু তাকে কেবল সুইট ফাদার'স হোম বলা হয় না। এখন তোমরা জানো যে নির্বাণধাম হলো আমাদেরও ঘর, ওখানে আমাদের পিতা থাকেন। শুধু ঘরকে স্মরণ করলে তাহলে ব্রহ্মতত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হয়ে যাবে, এর ফলে কোনো প্রকারের বিকর্ম বিনাশ হবে না। যদি কেউ ব্রহ্মযোগী, তত্ত্বযোগীও থাকে কিন্তু তাদের বিকর্ম বিনাশ হওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ মনের শুদ্ধ ভাবের দ্বারা স্বল্পকালের সুখ অবশ্য প্রাপ্ত হয়। যত স্মরণ করবে তত শান্তি পাবে। এখন বাবা বলেন যে, ওদের এই যোগ পদ্ধতি ভুল। তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে শুধুমাত্র এক বাবাকে। বাবা বলেন যে - আমাকে স্মরণ করলে তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। শ্রীকৃষ্ণ তা বলতে পারেন না, তিনি তো বৈকুণ্ঠের মালিক। তিনি কখনোই বলবেন না যে - অশরীরী হয়ে শিববাবাকে স্মরণ করো অথবা আমাকে স্মরণ করো। সব কিছুই নির্ভর করছে গীতা গ্রন্থকে কারেক্ট করার ওপরে। গীতা খন্ডিত হয়ে যাওয়ার জন্যই ভগবানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই কারণেই বলে দিয়েছে যে ঈশ্বরের কোন নাম রূপ নেই। নাম, রূপ, কাল - এ সকল তো আত্মারও থাকে। আত্মার নাম তো আত্মাই আর তিনি তো পরম পিতা পরমাত্মা। পরম অর্থাৎ সুপ্রিম, সর্বোচ্চ। তিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত, অবতার ধারণ করেন। ড্রামাতে যার পার্ট রয়েছে তাঁর দেহে প্রবেশ করেন আর তাঁর নামকরণ করেন - ব্রহ্মা। ব্রহ্মা - এই নাম কখনোই পরিবর্তিত হয় না। ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনার কার্য তিনি করে থাকেন। সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহে কখনোই আসবেন না। যদি তিনি অন্য দেহে আসেন তাহলে তার নাম ব্রহ্মা রাখতে হবে। মানুষ জিজ্ঞাসা করে যে - অন্য কারোর দেহে কেন তিনি আসেন না? আরে তিনি আর কার দেহে আসবেন? তিনি তো আসেনই এখানে জ্ঞান প্রদান করার জন্য। যত দিন যাবে ক্রমে মানুষ এ'কথা বুঝতে পারবে। তোমাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। তবে তোমাদের স্থিতি অত্যন্ত উচ্চ স্টেজের হওয়ার প্রয়োজন। ঠিক যেমন ভাবে ড্রামার অভিনেতা অভিনেত্রীদের সর্বদাই এটা মনে থাকে যে, আমরা নিজেদের বাড়ি থেকে এসেছি এই স্টেজের ওপরে পার্ট প্লে করার জন্য। ঠিক তেমনভাবেই আমরা আত্মারা এই শরীররূপী বস্ত্র পরিধান করে নিজের নিজের পার্ট প্লে করে চলেছি। শেষে পুনরায় ফিরে যেতে হবে, এই শরীর এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। এই কথায় তোমাদের অপার খুশি হওয়া উচিত, ভয় পাওয়া উচিত নয়। তোমরা অনেক উপার্জন করছো। যখন শরীর ত্যাগ করার সময় আসে তখন তারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে তারা কতটা উপার্জন করতে পেরেছে। তোমরা বুঝতে পারো যে যারা শরীর ত্যাগ করে চলে গেছে তাদের অনেক উচ্চ স্থিতি ছিল, অনেক সেবা করে তারা এখন হয়তো অন্য দেহ ধারণ করেছে। তারা আগেই চলে গেছে, তাদের শুধুমাত্র ততটুকুই ভূমিকা এখানে ছিল। তবুও কিছু না কিছু জ্ঞান নেওয়ার জন্য হয়তো তাঁরা এসেছেন - তাও হতে পারে। বাবার উত্তরাধিকারী তো হয়েই গেছে। কারো সাথে হিসাব-নিকাশ মেটানোর ছিল, তা মেটাতে গেছে। আত্মার মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার তো রয়েছে, সংস্কার আত্মাতেই থাকে, তা কখনো লুপ্ত হতে পারে না। হয়তো কোনো ভালো জায়গায় সেবা করছে। নলেজের সংস্কার নিয়ে থাকলে কিছু না কিছু সেবা অবশ্যই করবে।

এমন নয় যে সকলেই এইভাবে যেতে থাকবে, না। তবে হ্যাঁ, যোগযুক্ত হয়ে থাকলে অবশ্যই আয়ু বৃদ্ধি হয়। তাদের ব্যবহারও অত্যন্ত ভালো হওয়া উচিত। তারা বলে যে - বাবা তুমি কত মিষ্টি মধুর, আমরাও তোমারই মত মধুর হবো। আমরাও জ্ঞানের সাগর হয়ে উঠবো। বাবা বলেন - নিজেকে দেখো যে, আমি মাস্টার জ্ঞান সাগর হতে পেরেছি কি? মাতা পিতার মতো অন্যদেরকে জ্ঞান প্রদান করি কি? আমাদের ওপরে কেউ অখুশি নয় তো? শান্তিকে ধারণ করেছো কি? আমাদের সধর্মই তো হলো শান্তি। নিজেকে দেখো যে - আমার মধ্যে কোনো বিকার অবশিষ্ট নেই তো? যদি কোনো রকমের বিকার থেকে থাকে তাহলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। এইভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। এ হল শ্রীমতের সাহায্যে, বিচার সাগর মন্বন করে নিজেকে পারফেক্ট করে তোলা। বাকি সকলেই আসুরিক মতের পথে চলে আন-পারফেক্ট (un-perfect) হয়ে যায়। আমরাও কতটা অনুপযুক্ত (un-perfect) ছিলাম, কোনো গুণই ছিল না। গায়ন রয়েছে যে আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। গানের কথাগুলি খুব ভালো। একমাত্র মহিমা সেই পরম পিতা পরমাত্মার রয়েছে। গুরু নানকও তাঁর মহিমা কীর্তন করতেন। অতএব মানুষকেও তা বোঝাতে হবে।

বাচ্চারা এটাও জানে যে - পূর্বকল্পে যাদের মধ্যে এই জ্ঞানের স্যাপলিং (চারারোপণ) হয়েছিল তারাই পুনরায় আসবে এবং এই জ্ঞানকে ধারণ করবে। তা না হলে তারা এখানে আসবে আবার বুঝতে না পেরে চলেও যাবে। এখন তোমরা জানো যে, আমাদেরকে নলেজফুল বাবা এসে যে নলেজ দিয়েছেন তা আর কারোর মধ্যে নেই। আমরা সকলে গুপ্ত ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে রয়েছি। পুনরায় আমরা ভবিষ্যতে স্বর্গের মালিক হবো। কর্ম তো সকলেই করছে কিন্তু এখন মানুষের সকল কর্মই বিকর্ম। কারণ তারা সেই কর্ম রাখণের মত অনুযায়ী করে। আমরা কর্ম করি শ্রীমৎ অনুযায়ী। শ্রীমৎ দাতা হলেন বাবা।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা হলে স্যালভেশন আর্মি (উদ্ধারকারী সেনা)। স্যালভেশন আর্মি তাদেরকে বলা হয় যারা কারোর ডুবন্ত নৌকাকে পাড়ে নিয়ে আসে, দুঃখীকে সুখী করে। এখন তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে সকলের তরী পার করছো। সকল কৃতিত্ব তো একমাত্র শিব বাবারই। আমরা তো মূর্খ ছিলাম। বাবার মত পেয়ে আমরা অন্য সকলকে এই মত প্রদান করি। বাবা সম্মুখে এসে এই শ্রীমৎ দেন। রাখণ কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু নয় যে আসবে। মায়া আমাদেরকে বিকারের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে। যেমন ভাবে স্কুলে টিচার (ছাত্র-ছাত্রীদের) পড়ান, ঠিক তেমনভাবেই এখন এখানে বাবা আমাদের শ্রীমৎ প্রদান করেন। রাখণ কোনো ব্যক্তি নয় যে সে আমাদেরকে উল্টো কিছু পড়াবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। রাখণকে জ্ঞানের সাগর অথবা নলেজফুল কখনোই বলা যায় না। তোমরা এখন শ্রীমৎ এর পথে চলছো। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে এই যজ্ঞের সেবা করছো, তোমাদেরকে এখন রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে হবে। লৌকিকে যখন কোনো যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় তখন তার সাথে শাস্ত্র ইত্যাদিও রাখা হয়। রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় কিন্তু রুদ্র কোথায় তা কেউ জানে না। এখানে তো রুদ্র শিব বাবা প্র্যাকটিক্যাল করেছেন। বর্তমানে এখন রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞই রচিত হয়েছে। যা অতীত ছিল তা এখন বর্তমান। মানুষ অতীতকেই স্মরণ করতে থাকে আর তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যাল উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে। যা অতীত ছিল, তা এখন বর্তমান, পরে তাও অতীত হয়ে যাবে। এইভাবে চক্র ঘুরতেই থাকে। কলিযুগও পাস্ট হয়ে পুনরায় সত্যযুগের আসা উচিত। বর্তমানে এখন হলো সঙ্গম যুগ। যা অতীত হয়ে গেছে এখন তার স্মরণ-চিহ্ন রয়েছে। যাদের জড় চিত্র গুলিকে স্মরণ করা হয় এখন তারা বর্তমানে চৈতন্য স্বরূপে রয়েছে। যারা উচ্চপদ প্রাপ্ত করেন, তাদেরকে নিয়েই মালা তৈরি হয়। এ হলো রুদ্রমালা। এ সকল হল জড়ো চিত্র। নিশ্চয়ই তাঁরা কোন কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, তবেই তো তাদের মালাকে রুদ্রমালা বলা হয়। তোমরা চৈতন্য স্বরূপে শিববাবার মালায় ক্রম অনুযায়ী স্থান গ্রহণ করছো। যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে তত তাঁর সমীপে গিয়ে রুদ্রের গলার হার হয়ে যাবে। এখন আমরা সঙ্গম যুগে রয়েছি - এই ভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। তোমাদের তো জ্ঞান হয়েছে তোমাদের অন্তরে এই জ্ঞানের অনুরণন যেন সদাই বাজতে থাকে যে - আমরা প্রকৃতপক্ষে শিববাবার সন্তান। আমরা বিশ্বের মালিক হবো, তারপর এই চক্রে আসবো। একে স্বদর্শন চক্র বলা হয়। অনেকেই বলে যে - তোমরা অন্যদের নিন্দা কেন করো। তখন তাদেরকে বলো যে, ভগবানুবাচ লেখা হয়ে রয়েছে, আমরা তাই মানি, এছাড়া আমরা কারোর নিন্দা করি না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে প্রতিটি কর্মই শ্রেষ্ঠ করতে হবে। সকলের ডুবন্ত নৌকাকে শ্রীমৎ অনুসারে পাড়ে নিয়ে আসতে হবে।

দুঃখীদের সুখ দিতে হবে।

২) মনে মনে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকতে হবে আর রুদ্রমালাতে বাবার সমীপে আসার জন্য তাঁর স্মরণে থাকতে হবে।
জ্ঞানের মন্ত্রন করতে হবে, নিজের সাথে নিজে অবশ্যই কথা বলতে হবে।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা আনন্দ বা মনোরঞ্জনের অনুভবকারী সৌভাগ্যশালী ভব
সৌভাগ্যশালী (খুশীর ভাগ্যশালী) বাচ্চারা সর্বদাই খুশীর দোলনায় দুলতে থাকে। আর ব্রাহ্মণ জীবনে
আনন্দ বা মনোরঞ্জনের অনুভব করে। যখন স্মরণ এবং সেবার দুই দিকের দড়ি শক্তভাবে বাঁধা থাকবে,
তখনই এই খুশীর দোলনা সর্বদা একরস স্থিতিতে থাকতে পারবে। একদিকের দড়ি যদি আলাগা থাকে
তাহলে দোলনা নড়তে থাকবে আর যে দোলনায় বসেছিল সে পড়ে যাবে। সেই কারণেই, যদি দুইদিকের
দড়ি মজবুত ভাবে থাকে তবেই মনোরঞ্জনের অনুভব করতে পারবে। সর্বশক্তিমান যদি তোমাদের সাথী
হয়ে থাকে আর খুশীর দোলনায় তোমরা দুলতে থাকো তাহলে এর থেকে বড় সৌভাগ্য (খুশীর কথা) আর
কি হতে পারে।

স্নোগান:- সকলের প্রতি যার দয়াভাব আর কৃপা দৃষ্টি থাকে, তিনিই হলেন মহান আত্মা।

এই মাসের সকল মুরলী (ঐশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমপিতা শিব, ব্রহ্মা মুখকমল দ্বারা নিজের ব্রহ্মা বংশ্যদের
অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের সম্মুখে ১৮-১-১৯৬৯ এর পূর্বে উচ্চারণ করেছিলেন। এ'গুলি কেবল
ব্রহ্মাকুমারিজ এর অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি. কে. বিদ্যার্থীদেরকেই শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium
Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent
1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent
1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent
2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent
2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent
2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent
3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent
4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent
4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent
4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent
4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium
Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent
5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent
6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent
6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent
6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent
6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book

Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার যখন হয়েছে তখন ফাস্ট নম্বরে আসার পুরুষার্থ করো, মাম্মা - বাবাকে ফলো করলে, পড়াতে মনোযোগ দিলে ফাস্ট নম্বরে এসে যাবে"

*প্রশ্নঃ - মনমতে কৃত কর্মের রেজাল্ট আর শ্রীমতে কৃত কর্মের রেজাল্টের মধ্যে অন্তর কি?

*উত্তরঃ - যারা নিজের মতে কর্ম করে, তাদের ভবিষ্যতে কর্মের জন্য অনুতাপ করতে হয়, তারা দুঃখী হতে থাকে। মনমত অর্থাৎ মায়ার মতে কেউ দেউলিয়া হয়ে যায়, কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, কারোর আবার অকাল মৃত্যুও হয়... এ সবই হলো কর্ম ভোগ। শ্রীমতে তোমরা বাচ্চারা এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করো, যাতে অর্ধেক কল্প কোনো কর্মের ভোগ (অনুতাপ) করতে হবে না।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সমগ্র জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম শান্তি। বাচ্চারা তোমরা এই গানের দুই লাইন শুনলে। আমরা যেহেতু অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছি, তাই এই অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে আমরা সমস্ত বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করছি। এ তো সম্পূর্ণ সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারা যায় যে, ভারতে যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। লক্ষ্মী - নারায়ণেরই ঘরানা ছিলো। যেমন এডওয়ার্ড দ্য ফাস্ট, সেকেন্ড, এমন এমন রাজত্বের পরম্পরা চলে, তাই না। সে হলো ইউনাইটেড কিংডমে। ভারতে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, তখন সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরই তাদের রাজত্ব ছিলো। এ'কথা মানুষ ভুলে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবাকে পেয়ে গেছো, তাহলে যেন বিশ্বের রাজত্বই পেয়ে গেছো। বাবা নিজে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ভুলে গেছো। এই ভারতে যখন দেবী - দেবতার রাজত্ব ছিলো, সত্যযুগ যখন ছিলো, তখন তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলে। পার্টিশন ইত্যাদি কিছুই ছিলো না। লক্ষ্মী - নারায়ণ ডবল মুকুটধারী ছিলেন। বড় বড় রাজারাও পূজা করার জন্য নিজের মহলে লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাম - সীতার মন্দির নির্মাণ করে। ওরাও ভারতের রাজাই ছিলেন আর এরাও ভারতেরই রাজা, কিন্তু ওরা সত্য আর ত্রেতা যুগের রাজা ছিলেন আর এরা দ্বাপর আর কলিযুগের রাজা। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে লক্ষ্মী - নারায়ণ আর রাম - সীতার রাজত্ব ছিলো, তারপর পরে হয় বিকারী রাজাদের রাজত্ব। রাজারা বিকারী কীভাবে হন? এই কথা শিব বাবা এনার দ্বারা বসে বোঝান। এমন গায়নও আছে যে, পূজ্য - পূজারী। তোমাদের সতোগ্রহান থেকে অবশ্যই তমোগ্রহান হতে হবে। তিনি বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা প্রথমে সত্যযুগে সতোগ্রহী মহারাজা - মহারানী ছিলে আর সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলে। তোমরা বাচ্চারা এখন এই কথা জানো। অবশ্যই আমরাই সেই পূজ্য ছিলাম, এখন আর নেই, আবার পুরুষার্থের দ্বারা আমরা সেই পদ অর্জন করছি। মায়া তোমাদের পূজারী বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা এই যে শিক্ষা পাচ্ছে, তা ধারণ করতে হবে। কলেজে যে শিক্ষা পায়, তাও তো ছাত্রদের বুদ্ধিতে থাকে, তাই না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা ভারতবাসীরাই সেই দেবতা ছিলাম, পূর্ব কল্পেই বাবা এসে আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। মুখ্য হলো গীতার কথা। কারো সাথে দেখা হলে, জিজ্ঞেস করো, গীতা কখনো শুনেছো বা পড়েছো? সেখানে লেখা আছে -- ভগবানউবাচঃ। তাহলে তিনি কীভাবে শোনাবেন? কখনো শুনেছো যে, ভগবান পড়ান? একমাত্র গীতাতেই ভগবানুবাচ রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাবো। ওরা আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ তো ছিলেন সত্যযুগের প্রিন্স। শ্রীকৃষ্ণ এই পদ পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে। শ্রীকৃষ্ণ কেবল একা পান নি। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী ছিলো, যা আবার নতুন করে স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চারা, তাই তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আসা উচিত। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও ভগবান এই পড়াই পড়িয়েছিলেন। ভগবান হলেন নলেজফুল, রিসফুল। শ্রীকৃষ্ণকে নলেজফুল, রিসফুল এইসব টাইটেল দেওয়া হবে না। বাবা সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে তত্ত্ব সহিত সবকিছুর উপর রিস করেন। এ তো পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই করতে পারেন না। রিস অর্থাৎ দয়া। এখানে তো দেখো তত্ত্ব ইত্যাদি সব তমোগ্রহান। অতি বৃষ্টি হলে সব ক্ষতি করে দেয়। তুফান হতে থাকে। এসব অনিয়ম হলো, তাই না। সত্যযুগে কোনো অনিয়ম ইত্যাদি হয় না, যাতে ক্ষতি হয়ে যাবে। ফসলও সময়মতো তৈরী হবে। সময়মতো জল পাওয়া যাবে। ওখানে কোনো উপদ্রব হয় না। এখানে হলো মায়ার উপদ্রব, যা তোমাদের দুঃখী করে। মায়ার অর্থও মানুষ জানে না। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, বাবাকেই বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা। এমন সঠিকভাবেই বলা উচিত।

বাবা বলেন, আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যে, তোমাদের কর্মের জন্য অনুতাপ করতে হবে না। মনমতে চললে

প্রত্যেক মানুষই কর্মের ভোগ অর্থাৎ অনুভূতি করে, তাই না। স্বর, কাশি, এ সবও কর্মের ভোগ। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, এও কর্মের ভোগ। বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখান। যে যতটা শিখবে, স্বর্গে ততটাই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। নাটকে যেমন কারোর স্পেশাল রিজার্ভ সীট থাকে। তারপর ক্রমানুসারে সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস হয়। বড় - বড় মানুষ সামনের আসনে বসে। তো পড়াশোনাতেও নম্বরের ক্রমানুসার হয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদের মালিক বানাতে এসেছি, যে যেমন পড়বে, সেইভাবে। এই পড়া খুবই সাধারণ। যিনি পড়ান, তিনি নিরাকার। তাঁর নাম ব্যাস (দেব) বা শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি নয়। তাঁদের সকলের তো চিত্র আছে। ব্রহ্মারও চিত্র আছে, শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্র আছে। স্থূল বা সূক্ষ্ম চিত্র যাদের আছে তাদের ভগবান বলা যায় না। ভগবান হলেন একজনই, যাঁকে শিব বলা হয়। যত মন্দিরই থাকুক না কেন, কিন্তু নাম প্রকৃতপক্ষে একটাই, তার কখনোই পরিবর্তন হতে পারে না। তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। একথা কে বলেছে? নিরাকার আত্মা বলে যে, পরমপিতা পরম আত্মা পরমধামে থাকেন। আমরা আত্মারা তাঁর সন্তান। আমরাও ওখান থেকে পার্ট প্লে করতে এসেছি। এখন এক একজন অ্যাক্টরের বায়োগ্রাফি তো আর বলবেন না। মুখ্য অভিনেতাদেরই বলা হয়। এখানেও বড় বড় ব্যক্তিদের বায়োগ্রাফি বলা হয়ে থাকে, তাই না। এখন এই সম্পূর্ণ অসীম জগতের সৃষ্টিতে উঁচুর থেকেও উঁচু মানুষ কে? ড্রামাতে সবথেকে বড় পার্ট কার? এও বোঝা উচিত। আমাদের মতো অভিনেতাদের বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন। ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর হলেন বাবাই। শিববাবা ব্রহ্মাকে নির্দেশ দেন যে তোমাকে দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে হবে। স্থাপনা করে তারপর তোমাকে গিয়ে পালন করতে হবে। আমি করবো না। তোমাদের শেখান, নির্দেশ দেন, তাই না। তিনি তো করনকরাবনহার, তাই না। নিজে করেনও। নলেজ শোনান আর তোমাদের দিয়ে করানও, তাই না। তোমরা শ্রীমৎ পাও যে, এই করো। ড্রামা অনুসারে ব্রহ্মা এই স্থাপনা করে তারপর রাজত্ব করবেন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীরাও রাজত্ব করবে।

বাবা তাই বোঝান, আমি হলাম নিরাকার, একজনই, আর সবাই সাকারী। এখন সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আত্মাদের মত প্রদান করছেন। আত্মা এই কানের দ্বারা শোনে আর মুখের দ্বারা বলে। তাই সবথেকে মুখ্য হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সূক্ষ্মবতনবাসী, তারপর সঙ্গমযুগে হলেন জগদম্বা সরস্বতী আর জগৎপিতা ব্রহ্মা। এরা তো বড়র থেকেও বড় হলেন, তাই না। এদের দ্বারাই রচনা হয়। তোমরা সবাই মিলে ভারতকে স্বর্গ বানাও, বাবার সাহায্যে তোমরা মানুষকে দেবতা বানাও। সত্যযুগে থাকে দৈবী সম্প্রদায়। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই, যে কর্ম তোমাদের কখনো দুঃখ দেবে না। এখন সবকিছুই তোমাদের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করছে, সে বাবার হয়ে এক নম্বর টিকিট নিয়ে সূর্যবংশীই হও অথবা চন্দ্রবংশীই হও। এ তো তোমরা জানোই যে, তোমাদের মা - বাবা সবথেকে বেশী পুরুষার্থ করেন। তারা সার্ভিসও করেন। তারা তো মহারানী - মহারাজা হবেন। তোমরা তাদের অনুসরণ করবে, না হলে ফেল করে যাবে। জগদম্বার কতো নাম। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার পুত্রী। তাই দুইয়েরই মন্দির পৃথক - পৃথক করা হয়েছে। আজমীরে ব্রহ্মার বড় মন্দির আছে। তিনি হলেন জগৎ পিতা। আর ইনি জগৎ মাতা। জগতের রচয়িতা।

মুখ্য ধর্ম হলো চার, এরপর অনেক ছোটো - ছোটো মঠ ইত্যাদি তৈরী হতে থাকে। তারাও নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে, কেননা অনেক পার্টিশন (ভাগাভাগি) হয়ে যায়। যেখানে সেখানে ঝগড়া লেগেই থাকে। সত্যযুগে তো আর এমন হয় না। বাবা তাই বোঝান - মিষ্টি অতি প্রিয় বাচ্চারা, তোমাদের এই ড্রামাকে বুঝতে হবে। তোমরা এ তো জানো যে, আমরা আত্মারা পরমধাম থেকে আসি, গর্ভে দেহ ধারণ করে আমরা পার্ট প্লে করি। এখন এই পার্ট আমাদের সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এরপর এই শরীর ত্যাগ করে আমাদের অশরীরী হয়ে যেতে হবে। বাবা এসেছেন, শিব জয়ন্তীও আছে। অবশ্যই তাহলে শিববাবা এসে অবতার ধারণ করেছিলেন। তাঁর জয়ন্তী কবে, কীভাবে হয়েছিলো, শিব বাবা কীভাবে, কার মধ্যে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন - এ'কথা কেউই জানে না। অবশ্যই তিনি ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন। বাবা না এলে বাচ্চাদের কে শেখাবে! আর সকলের মত হলো কলিযুগী আসুরী মত। সেই মতে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। এখন আমি তোমাদের সুমত দান করছি। তোমরা আর কারোর মতে চলো না। আমি শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ, তাহলে অবশ্যই তোমাদের উদ্ধ বানাবো। তাই ওই শ্রীমৎ অনুসরণ করা উচিত, আর কারোর মত গ্রহণ করলে ধোকা খেয়ে যাবে। তোমরা যদি প্রতি পদে শ্রীমৎ গ্রহণ করো তাহলে লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো তৈরী হবে। তাঁদের মহিমাই হলো -- স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব। আমি বাবা, টিচার এবং সংগুরুর রূপে তোমাদের মত দান করি, যার দ্বারা তোমরা এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ তুল্য হও। এই স্তান তোমাদের মধ্যে থাকলেই তোমরা বোঝাতে পারো। নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই। তোমরা জানো যে, মাঝমা খুবই রিফ্রেশ করে দিতেন। বাবাও রিফ্রেশ করেন। তাই বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন অনুসরণ করতে হবে। বাবা, আমরা তোমার কাছ থেকে শুনে অন্যদেরও শোনাবো। এ খুবই সহজ। বলা - ভগবান উবাচঃ লেখা

আছে । ভগবান তো হলেন নিরাকার । তোমরা জানো যে, ড্রামাতে এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সবই পূর্ব হতেই তৈরী হয়ে আছে । শাস্ত্রে যা কিছুই আছে, তা যেমন আছে, আবার তেমনই তৈরী হবে । এ কতো গুহ্য কথা । বাবা গুহ্যর থেকেও গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন, যাতে বাচ্চারা তা বুঝে আবার অন্যদেরও বোঝাতে পারে । ব্যাস তো লিখেছেন এমন মানুষ হবেন, তাই না । ভগবান কাকে বলা হয় । তিনি তো সকলের বাবা । শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নন । শ্রীকৃষ্ণের হিষ্টি - জিওগ্রাফিকেও তোমরা বাচ্চারা জানো । ভগবান তো সৃষ্টির রচয়িতা । রাজযোগ তো ভগবান শিখিয়েছেন, নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা এই রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতের প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো । যারা ব্যারিস্টারী পড়ে, তাদেরও নেশা থাকে । তারা মনে করে, পরীক্ষায় পাস করে চেয়ারে বসে ব্যারিস্টার হবো । তোমরা জানো যে, মৃত্যু তো সকলেরই হবে । বাবা এখন বলছেন, মৃত্যুর পূর্বে পুরুষার্থ করো । এই সময় তোমাদের প্রীতি কেবল আমার সঙ্গে । কৌরবদের বিপরীত বুদ্ধি ছিলো আর পাণ্ডবদের ছিলো প্রীত বুদ্ধি । তাই প্রীত বুদ্ধির যারা তাদের স্থাপনা আর বিপরীত বুদ্ধি যাদের, তাদের বিনাশ হয়েছিলো । এ হলো ঈশ্বরীয় পড়া । প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা চাই যে, বাবা আমাদের রাজার রাজা বানানোর জন্য এই পড়া পড়াচ্ছেন । আমি পাঁচ হাজার বছর পরে তোমাদের পড়াতে আসি । এই ড্রামাতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না ।

তোমরা জানো যে, এক বাবাই সত্য বলেন । বাকি যারা ঈশ্বরের জন্য পথ বলে দেয়, আর তার রচনার জন্য যা বলে, সে সবই হলো মিথ্যা । মানুষ বুঝতেও পারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর প্রভাব আসার সময় হয় নি তাই দেরী হবে । ট্রেন তো নিজের সময় মতো পৌঁছাবে, তাই না । ৮ টার পরিবর্তে ২ টার সময় তো আর পৌঁছাবে না । আমরা এই পুরুষার্থ করতে করতে বুঝতে পারি যে, এখন শীঘ্র স্বর্গে চলে যাবো, কিন্তু বাবা স্টেশন মাস্টার বলেন যে, ক্ল্যাগ ডাউন বা সিগন্যাল নেই, এখনো দেরী আছে । রাজস্ব যখন স্থাপন হবে, তখনই তো যাবে, তাই না । অনেক বাচ্চারা বলে - বাবা, এখানে থেকে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি । বাবা বলেন যে, এ তো তোমাদের এক নম্বর জন্ম, এই জন্মে তোমাদের বিরক্ত হলে চলবে না । বন্দে মাতরম্ এমন গায়ন আছে । তোমাদেরকে যোগবলের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র বানাতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই বিনাশ কালে এক বাবার প্রতি সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে । সদা এই নেশাতে থাকতে হবে যে, আমরা রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতে প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো ।

২) যোগবলের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে । এই নম্বর ওয়ান জন্মে কখনোই বিরক্ত হবে না ।

বরদানঃ:- স্নেহ আর পবিত্র ভাবনার বন্ধনে ভগবানকে বেঁধে গায়ন যোগ্য ভব
ভক্তিমার্গে গায়ন আছে যে, গোপিনীরা ভগবানকেও বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিলেন । এ হলো স্নেহ এবং পবিত্র ভাবনার বন্ধন, যা চরিত্র রূপে গাওয়া হয় । তোমরা বাচ্চারা এই সময় অসীম জগতের কল্প বৃক্ষে স্নেহ এবং পবিত্র ভাবনার রশ্মির দ্বারা বাবাকেও বেঁধে ফেলো, এর গায়নই ভক্তি মার্গে চলতে থাকে । বাবা এর পরিবর্তে স্নেহ এবং ভাবনা এই দুইয়ের রশিকে হৃদয় সিংহাসনের আসনে দোলা বানিয়ে বাচ্চাদের দিয়ে দেন, এই দোলাতে সদা দুলতে থাকো ।

স্নোগানঃ:- নিজেকে যে কোনো পরিস্থিতিতে মোল্ড করতে পারাই হলো প্রকৃত গোল্ড হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যখন স্বচ্ছ গাছের উপর ৫ বিকারের নোংরা লাগে তখন ব্রষ্টাচার বৃদ্ধি হতে থাকে, এখন তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে এবং অন্যদেরকে বানাতেও হবে”

*প্রশ্নঃ - শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রী শ্রী শিব বাবার কোন্ শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য বাবার শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয় - বাচ্চারা, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা আমার সার্ভিসে থাকো, ৮ ঘন্টা লৌকিক গভর্নমেন্টের সার্ভিস করতে হলে করো, কিন্তু ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ করো বা স্বদর্শন চক্রে ঘোরাও। সাথে সাথে শঙ্খ ধ্বনি করো, সবাইকে বলো যে ঘর-গৃহস্থ থেকে কমল ফুলের মতো থেকে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো।

*গীতঃ- কে এই সব খেলা রচনা করেছে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এই গীত শুনলো। বাচ্চারা প্রথম দিকে অত্যন্ত সত্যযুগের সুখ ভোগ করেছিল, অত্যন্ত আনন্দে ছিল। সেই সময় খুশী আর খুশী ছিল। তখন কেবলমাত্র ভারতই ছিল, আর অন্য কোনো থণ্ড ছিল না। ভারতবাসী যথা রাজা-রানী তথা প্রজা - সবাই খুব আনন্দে ছিল, খুশীতে ছিল। কখনো কোনো ব্রষ্টাচার হতো না। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন, দ্বাপর থেকে তাঁদেরই মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে! মহিমা যথা রাজা-রানী তথা প্রজা - সকলেরই গাওয়া হয়। পুনরায় মায়া এসে আক্রমণ করে। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে, যাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এটা বাবা ব্যতিত অন্য কেউ বোঝাতে পারে না। বাবা-ই ভারত আর বিশ্বকে সদা সুখী, শান্তময় বানিয়ে, সব কিছু করে নিজে গুপ্ত হয়ে যান। এটা কার মহিমা? পরমপিতা পরমাত্মার। ভারতে যখন স্বর্গ ছিল তখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, সতোপ্রধান ছিল, দুঃখের নাম-নিশানা ছিলোনা। পুনরায় অর্ধেক কল্প পর রাবণ রাজ্য শুরু হয়। সত্যযুগের দেবতাদের জন্য গাওয়া হয় - সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম। সেখানে তো কখনো ব্রষ্টাচার হতে পারে না। সেখানে তো সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। যে গাছ স্বচ্ছ ছিল, তার উপরে ৫ বিকারের ময়লা লেগে যাওয়ার কারণে ব্রষ্টাচার হতে-হতে এখন সম্পূর্ণ ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। রাজা-রানী তথা প্রজা, যারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তারা সবাই এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। গাইতেও থাকে, আমার নির্গুণ শরীরে কোনো গুণ নেই। তুমি দয়া করো, ও গড ফাদার, করুণা প্রার্থনা করে। দেবী-দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে, আমাকে এইরকম তৈরী করো। ড্রামাকে তো তারা জানেনা যে পুনরায় এইরকম কবে হবে? তো তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, ব্রষ্টাচারের নাম ছিল না। এই সময় সকল মানুষ ব্রষ্ট হয়ে পড়েছে। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা, এখন ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী কীভাবে হবে - এটা কেউ জানে না। এটা হলোই পতিত দুনিয়া। ব্রষ্টাচার হবেই। এখন বাবা বলছেন - যা কিছু বুঝেছ সেটা অন্যদেরকেও বোঝাও।

বাবার মহিমা গাইতে থাকে - নিজে সবকিছু করে নিজেকে গুপ্ত রাখেন। নিরাকার ভগবানকে অবশ্যই আসতে হয়। শিব জয়ন্তী পালন করা হয় । তিনি কীভাবে আসেন - বাচ্চারা এখন তোমরা তা জানো। শিব হলেন পতিত-পাবন, তাঁকে তখনই আসতে হয়, যখন সমগ্র সৃষ্টি পতিত হয়ে যায়, তাঁকে এসে পবিত্র বানাতে হয়। দু-চার জনকে তো পবিত্র বানাবেন না, তাই না। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা পবিত্র ছিল পুনরায় এখন যথা রাজা-রানী তথা প্রজা পতিত হয়ে গেছে। এখন তো রাজা-রানী নেই। সবাই জানে যে একসময় রাজারা ছিল, এখন তাদের রাজত্ব নেই। যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন ধনী-জমিদারেরা তাদের ধন দিত। কেউ কেউ ২০-৩০ হাজার দিত তো উপাধি পেয়ে যেত। বাবার এই বিষয়ে অনুভব রয়েছে তাই না। শিব বাবাও অনুভবী রথ নিয়েছেন তাই না। কোনো সাধারণ রথ খোড়াই নেবেন। বড়-বড় রাজাদের ঘোড়া অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ মানের হত। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যেও কিছু কিছু খুব ভালো হয়ে থাকে। যেরকম কিছু উট খুব ভাল হয়, সেই সব উটের উপর সওয়ারী হলে মনে হবে এরোস্পেন চলছে। আবার এমনও কিছু হয় যাদের লাঠি দিয়ে আঘাত করতে হয়। তো অবশ্যই এই ভারত ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। এটা তো সবাই জানে । খ্রীষ্টানরাও বলে যে যীশু খ্রিষ্টের থেকে ৩ হাজার বছর পূর্বে এই ভারত স্বর্গ ছিল। তো অবশ্যই কল্প ৫ হাজার বছরেরই হয়ে গেল। নিজেরাই কল্পের আয়ু বলে আবার সত্যযুগকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। এইরকম পয়েন্টস বাবা বোঝাচ্ছেন, যেটা ধারণ করে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে, কিন্তু বাচ্চারা বোঝায় না।

বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, সেইসময় আমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলাম। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সবাই শ্রেষ্ঠ ছিল।

বাঘের গরুতে এক সাথে জল খেতো। সেখানে কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি কিছুই ছিল না। হিরণ্যকশিপু ইত্যাদিদেরকে আর শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখিয়ে দিয়েছে। রাবণকে ত্রেতাতে নিয়ে গেছে। সব অসুরদের আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে। কুম্ভকর্ণ ইত্যাদিও হল সব অসুরের নাম। এখন হল আসুরিক সম্প্রদায় অর্থাৎ সবাই আসুরিক মতে চলে। এখন বাবা এসে শ্রীমত দিচ্ছেন, যার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছ। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা আর ঋত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন। দ্বিতীয় কোনও ধর্ম সেখানে থাকেনা। সত্যযুগ ত্রেতাতে তো অন্য কোনো ধর্ম স্থাপন হয় না। দুটো যুগের বয়স তো একই - ১২৫০ বছর। সত্যযুগে দৈবী রাজ্য, ত্রেতাতে ঋত্রিয় রাজ্য... সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী। এই সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজধানী কে স্থাপন করেছেন? এইরকম বলবে কি - চন্দ্রবংশী রাজধানী রাম স্থাপন করেছে? সূর্যবংশী রাজধানী লক্ষ্মী-নারায়ণ স্থাপন করেছে? না, এই দুই রাজধানী স্থাপন করেছেন পরমপিতা পরমাত্মা। স্বর্গের রচয়িতা হলেন বাবা। সত্যযুগ ত্রেতার রাজত্ব রচনা করেছেন। গাওয়াও হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা আর ঋত্রিয় ধর্ম রচনা করেছেন। বাবা বলছেন - এই যে জ্ঞান আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি, এটা পুনরায় প্রায়ঃলোপ হয়ে যাবে। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা যারা ধর্ম স্থাপন করে গেছে, তাদের নাম রূপ দেশ কাল ইত্যাদি তো কেউ ভোলে না। তাদেরকে তো সবাই জানে তাই না। এই দেবতা ধর্ম আমি কিভাবে স্থাপন করি - এই জ্ঞান সবাই ভুলে যাবে। দ্বাপরে আবার অনেক ধর্ম স্থাপন হয়ে যায়। একই ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম অনেক আলাদা আলাদা দল হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করতে থাকে! এখন তোমরা জানো যে বাবা কিভাবে সবকিছু করে নিজে গুপ্ত হয়ে যান। স্বর্গে যে সমস্ত দেবী-দেবতারা ছিলেন, তাদেরকেই মায়া আক্রমণ করে। পুরোপুরি ভাবে গুণহীন হয়ে গেছে। গাইতেও থাকে - আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই, তবেই তো গুণবান দেবতাদের পূজা করে। বড় বড় রাজাদের রাজমহলের অন্দরে মন্দির থাকতো। তারা পূজা করতো। এমন কোনো রাজা ছিল না যাদের কাছে মন্দির ছিল না।

এখন বাচ্চারা জেনে গেছে যে শিববাবার শ্রীমতে চলতে হবে। প্রতি কদমে শ্রীমৎ নিতে হবে, তবেই তোমরা দেবী-দেবতা হতে পারবে। কিন্তু শ্রীমতেও অনেকে চলে না। বাবা বলছেন - কোনো কথ্যে যদি বিভ্রান্ত হয়ে থাকো তাহলে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করতে পারো। বাবাকে স্মরণ করো। মায়া এমনই যে, স্বর্গের স্থাপন কর্তা পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে দেয় না। বাবা জানেন যে তুফান অনেক আসবে। কিন্তু চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে এই অবস্থাতে কি করবো? বাচ্চার বিবাহ আছে - এই অবস্থাতে আমি কি করবো? কেউ মারা গেছে - কি করবো? মত নিতে হবে। শ্রেষ্ঠ হতে হলে শ্রীমতে চলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের মত তো হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পতিত দুনিয়াতে কীভাবে আসতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের আত্মা নিজে অস্তিত্ব জন্মে রাজযোগ শিখছে। কেবল শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই আছে কি? যারা দেবী-দেবতা পরিবারের ছিল তারাই ব্রাহ্মণ হয়েছে। প্রতি কদমে শ্রীমতে চলতে হবে। বাবা বলছেন যে যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। মাথার উপর তোমাদের পাপের বোঝা অনেক আছে। হয়তো কোনো সরকারী চাকরি করছো তাহলে ৮ ঘন্টা সেই সরকারী চাকরী করো, বাদবাকি যে সময় থাকবে তখন বাবাকে স্মরণ করো। কমপক্ষে ৮ ঘন্টা আমার সার্ভিস করো, বাবাকে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্র ঘোরাও, শঙ্খধ্বনি করো। কীসের? সবাইকে বলো - গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতো হয়ে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। বাবা স্বর্গ রচনা করেন তো স্বর্গের উত্তরাধিকার তো প্রাপ্ত হওয়া চাই। ভারতই স্বর্গের মালিক হয়। এখন তো হল নরকের মালিক। নরকে দুঃখ পেলে তখন বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু জানেনা যে বাবা কি প্রদান করেন! বাবার জন্য বলে দেয় - তিনি হলেন সর্বব্যাপী, নুড়ি-কাঁকড়ের মধ্যেও আছেন। বাবা বলছেন - তোমরা কত ভুল করেছিলে। কিন্তু এটাও ড্রামাতে পূর্বনির্ধারিত আছে। এখন এর থেকে বেরিয়ে এসো। এই ভক্তি ইত্যাদি করতে করতে তোমরা নগ্ন হয়ে গেছো। এখন ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে গেছে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাই শ্রীমতে চলতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যায়। মায়া রাবণের রাজ্য কীভাবে চলছে - এটাও কেউ জানেনা। রাবণের কুশপুতলিকা দহন করতে থাকে। পরবর্তী কালে এইসব রেওয়াজ বেরিয়েছে। রাবণকে দহন করতে থাকে কিন্তু প্রতি বছর রাবণের কুশপুতলিকা পরিমাপে বড় হতে থাকে। আগে ১০ ফুটের বানাতো, তারপর ১৫ ফুটের বানায়, তারপর ৫০ ফুটের... একদম ছাদের সমান লম্বা বানায়। বৌদ্ধেরও অনেক বড় মূর্তি বানায়। এত বড় মানুষ তো হয় না, অধিকতম ৬ ফুট মানুষ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণও এইরকমই হবেন। এমন নয় যে সেখানে আয়ু বেশি হবে তো লম্বাতেও অনেক বড় হয়ে যাবে। না, মানুষ, মানুষই থাকবে। যেরকম এখন দেখতে পাও, বিভিন্ন রকমের। কেউ কালো, কেউ অন্যরকম। ভারতে সুন্দর ছিল, এখন শ্যাম হয়ে গেছে। সুন্দর তৈরী করেন বাবা। তিনি হলেন হাসিন (সব চেয়ে সুন্দর) মুসাফির, তিনি তোমাদের সাথে কথা বলছেন। তাঁকে ভুলে যেও না। এনাকে (সাকারকে) যদি ভুলেও যাও কিন্তু সর্বদা মনে রাখবে বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ তাঁর সজ্ঞীদেরকে অতি সুন্দর পরী তৈরী করছেন। কথিত আছে - একটা সরোবর আছে, যেখানে ডুব দিলে মানুষ থেকে পরী হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে জ্ঞান সাগরের দ্বারা জ্ঞানের পরী হয়ে যাবে। এখন তো

নরকের পরী হয়ে আছে। যে যতই ফ্যাশন করুক, পাউডার ইত্যাদি লাগাক তথাপি তো নরকেই আছে তাই না। যেকাউকেই জিজ্ঞাসা করো - এটা স্বর্গ না নরক? বলে দেবে ধনীদের জন্য স্বর্গ। স্বর্গ-নরকেও জানেনা। তাই শ্রীমতে চলতে হবে। তারা শ্রীমতকেই জানেনা, যিনি এতো শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন, তাঁর নাম-রূপ গুপ্ত করে দিয়েছে। গাইতে থাকে - তুমি মাতা-পিতা, আমি বালক তোমার...। এখন মাতা কাকে বলা যায় - এটা তোমরা জানো। অবশ্যই যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করে রচনা রচিত করেন, তাকে মাতা বলা হয়। এখানে তোমরা জানো যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। শিব বাবার নাতি-নাতনি। তো বাবারও নাম আছে। মধ্যস্থ দালাল হিসেবে বাবাকে অবশ্যই চাই, তোমরা যারা নিজেদেরকে নাতি-নাতনি ভাবছো, তোমরা ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। তো ইনি হলেন দালাল, এনার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না। ইনিও শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। শিব বাবার মতানুসারে চলতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের শিব বাবার সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বাবা বলছেন যে তোমরা এনাকেও ভুলে যাও। শিব বাবার থেকে তোমাদের শ্রীমৎ নিতে হবে। শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু কিছুই জানে না। স্বর্গের রচয়িতা বাবার স্মরণিক গুপ্ত করে দিয়েছে। নরকের রচয়িতার স্মরণিক রেখে দিয়েছে। দিন-প্রতিদিন ব্রষ্টাচার বৃদ্ধি হতে থাকছে। কারো যদি ক্রোধ আসে তো বুমতে হবে যে আমার মধ্যে এই ভূত আছে, তখন আমরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী কিভাবে বলতে পারি। তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার স্মরণ আর জ্ঞান সাগরের জ্ঞানের দ্বারা সুন্দর জ্ঞানপরী হতে হবে। প্রতি কদমে অবশ্যই শিব বাবার মত নিতে হবে।

২) শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য নিজের মধ্যে থাকা ভূত গুলিকে বের করে দিতে হবে। ব্রষ্ট বানাতে পারে এমন কোনও কাজ করবে না।

বরদানঃ:- সমস্যারূপী পাহাড়কে উড়ন্ত কলার দ্বারা সেকেণ্ডে পার করে সহজ পুরুষার্থী ভব
হিমালয় পর্বতের মত সমস্যাকেও পার করার জন্য উড়ন্ত কলার বিধি ধারণ করো। সর্বদা নিজের সামনে সকল প্রাপ্তি গুলিকে উদ্ভাসিত (ইমার্জ) করে রাখো আর উড়ন্ত কলাতে উড়তে থাকো তাহলে সমস্যারূপী পাহাড়কে সেকেণ্ডে পার করে নিতে পারবে। কেবল বর্তমান আর ভবিষ্যতের প্রালঙ্কার অনুভাবী হও। যেরকম স্থূল নেত্র দ্বারা স্থূল বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়, এইরকম বুদ্ধির নেত্র দ্বারা প্রালঙ্ক স্পষ্ট দেখা যাবে, প্রত্যেক কদমে পদমের উপার্জন জমা করতে থাকো।

স্নোগানঃ:- যে সকলকে আদর আপ্যায়ন করে সে-ই আদর্শ মূর্তি হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আত্মিক (রুহানী) যাত্রায় রয়েছো, তোমাদেরকে দেহের বোধ আর পুরানো দুনিয়াকে ভুলে ঘরে (পরমধাম) ফিরে যেতে হবে, একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে”

*প্রশ্নঃ - সাক্ষী হয়ে প্রত্যেককে কোন্ কথাটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে?

*উত্তরঃ - যেমন বাবা সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক বাচ্চার অবস্থা বা স্থিতি দেখেন যে এদের অবস্থা কেমন? বাবাকে পেয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে, নাকি করে না? এমন নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা নিজেকে কতখানি সৌভাগ্য শালী মনে করি? কতখানি খুশীতে থাকি? বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত করেছি? উত্তরাধিকারী তৈরি করেছি? যোগবলের দ্বারা পাপ ভস্ম করে পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়েছি?

*গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হযো না....

ওম্ শান্তি । এই কথাটি বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, যেমন আত্মা হল শান্ত স্বরূপ তেমনই পরম পিতা পরমাত্মাও হলেন শান্ত স্বরূপ। ওম্ এর অর্থও বোঝানো হয়েছে যে ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা, মম মায়া। সন্ন্যাসীরা বলে অহম্ ব্রহ্মস্মি। তারা ব্রহ্মকে ঈশ্বর মনে করে। রচনাকে মায়া বলে দেয়। অহম্ ব্রহ্মস্মির এই অর্থ বলে দেয়। কিন্তু সবই হল ভুল। মানুষ যা করে সব মানুষের মুখে শোনা। যে যা বুঝিয়ে দেয়, যে রীতি রেওয়াজ প্রচলন করে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে তাদের চলতে হয়। (যে প্রচলন করল) তার নাম হয়ে যায়। এই সব কিছুও ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। এখন বাবা বলেন হে পথিক... কোথাকার পথিক? পরমধামের পথিক। এ'হল আত্মিক যাত্রা আত্মাদের জন্য। আত্মাদের ফিরে যাওয়ার যাত্রা। গাইড তো অবশ্যই চাই। বিদেশ থেকেও কেউ এলে তারাও গাইড পায়, মুখ্য স্থান গুলি দেখানোর জন্য। পরম পিতা পরমাত্মাকেও গাইড বলা হয়, পাণ্ডাদেরও গাইড বলা হয়। অতএব বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন আমি এসেছি, বাচ্চারা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কত ফার্স্টক্লাস এই যাত্রা। যার জন্য ভক্তরা অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করে এসেছে। তারা বলে - এসো, আমাদেরকে নিজ পরমধামে নিয়ে চলো। ওইসব হলো দৈহিক জগতের বিভিন্ন রকমের যাত্রা। দেহ জগতের ভিন্ন ভিন্ন পান্ডা! আত্মিক পান্ডা একজনই। তারা আবার পান্ডব সেনা, শক্তি সেনা দেখিয়েছে। যুদ্ধের কোনো কথাই নেই। বাবা বসে বোঝান - হে মিষ্টি বাচ্চারা। প্রথমে তো এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে অবশ্যই উনি হলেন পিতা। তোমাদের বুদ্ধিযোগ পিতার প্রতি থাকা উচিত। বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এখানে এ'হল দুঃখ ধাম, পতিত দুনিয়া হল নরক। হেল নাম তো আছে, তাইনা। গানও করে লেক্ট ফর হেভেনলি অবোড... অবশ্যই কোনও নতুন কিছু। মানুষ জানেনা শুধু বলে দেয়। রীতি রেওয়াজ যা চলে আসছে সেই অনুসারে বলে দেয়, অমুক জ্যোতি জ্যোতিতে বিলীন হয়েছে অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা হয়েছে। এই কথা জানেনা যে এ'হল ড্রামা। আত্মা হল ইন্সটার্টাল (অবিনাশী)। সেই অবিনাশী আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। পরম আত্মার মধ্যেও পার্ট ভরা আছে। একেই বলা হয় ড্রামার প্রকৃতি। পরমাত্মার চেয়েও তোমরা পার্টধারীদের বিশেষ এবং বেশিরভাগ পার্ট রয়েছে। উনি তো হলেন ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর। তোমরা যারা দেবী-দেবতা হও তাদের পার্ট সবচেয়ে বেশি। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের পার্ট আছে। সত্যযুগ ত্রেতায়ও (শিব) বাবার পার্ট নেই। সেখানে বাবাকে কিছু করতে হয় না। এই সময় আমি অনেক সার্ভিস করি। বাচ্চারা, তোমাদেরও এবং ভক্তদেরও খুশী (রাজি) করতে হয়। ভক্তদের সাক্ষাৎকার হয় তখন তারা বোঝে আমরা ঈশ্বরকে পেয়েছি। ভক্তদেরও তো কতো নাম। ওটা হল ভক্ত মালা আর এ'হল রুদ্র মালা। গুণের মালাতে ভক্তি নেই। তারা তো গুণের সাগরের কাছ থেকে গুণ ধারণ করে ভক্তদের উদ্ধার করে। তখন তাদের রুদ্র মালা তৈরি হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো আমরা রুহানী যাত্রায় আছি। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে স্মরণ বাড়তে হবে। বাবা হলেন কতো সুইট। বাবা রচয়িতাও, বাচ্চাদের ক্রিয়েট করেন। ব্রহ্মা মুখবংশী বানান। তোমরা সবাই বলো যে, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তখন তখন মুখ্য ডাইরেকশন দেন যে, মন্বনাভব। আমি এসেছি তোমাদের পড়াতে। হুবহু ৫ হাজার বছর পূর্বে আমি এই রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। আমি নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলি। তোমরা নিজেদের কর্মেন্দ্রিয়ের আধার নাও। আমি এনার (ব্রহ্মার দেহের) কর্মেন্দ্রিয়ের আধার নিয়ে থাকি। এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে তাই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে, একেই সন্ন্যাস বলা হয়। সর্ব প্রথমে তো নিশ্চয় করতে হবে - আমি আত্মা, দেহ নই। এই দেহের বোধ ভুলে যেতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে হবে। এখন আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি তাই আমার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ইত্যাদি ভুলে যাও। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

পরিশ্রম ব্যতীত কোনও বাদশাহী প্রাপ্ত হয় না। বিশ্বের মালিক হতে হবে। যে নলেজ আমার মধ্যে ছিল সেসব এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে। তোমাদেরকে সংক্ষেপে এবং ডিটেলেও বোঝানো হয়। বীজ থেকে এমন বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তারপরে বৃক্ষের ডিটেল দেখলে তো অনেক বিস্তার আছে। বাবা বলেন এখন এই পুরানো বৃক্ষকে ভুলে যাও। এখন শুধু আমাকে স্মরণ করো। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ এবং রচনার নলেজ প্রদান করি। এই রচনা কীভাবে করি, কীভাবে বুদ্ধি পায়। এ'হল ড্রামাকে বুঝতে পারা। সে জ্ঞান তো মানুষই জানবে। ভগবান পড়াবেনও মানুষদের। মুখ্য হল গীতা। গীতার নাম আছে। গীতায় আছে ভগবানুবাচ। এমন নয় ব্যাস ভগবানুবাচ... বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতা শুনিয়েছেন, ব্যাস (দেব) লিখেছেন। তা তো পরে লিখেছে তাইনা। এই সময় লিখলে তো সবই বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা এইসব দুই চার হাজার বানাবে। ওই গীতা তো সংখ্যায় লক্ষ কোটিতে আছে। তবুও এই পুরানো শাস্ত্র বের হয় যার থেকে কপি করে, যা ওই গীতায় রয়েছে সেসব অক্ষর বাই অক্ষর একইরকম বেরোবে। ড্রামায় এমনটাই নির্দিষ্ট আছে। যে সময় শাস্ত্র লেখা হয়েছে সেই সময়েই লেখা হবে, অবশ্যই। লক্ষ্মী-নারায়ণ তারাই হতে চলেছেন। সেইরকম মহল ইত্যাদি তৈরি হবে।

এই সময় বাবা কল্প বৃক্ষের এবং ড্রামার জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি বলেন তোমরা এখন মিলিত হয়েছো, কল্প-কল্প এমনভাবেই মিলিত হবে। ভগবানুবাচও লেখা আছে, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। ভগবান নতুন সৃষ্টি রচনা করেন নিশ্চয়ই তাদের রাজা বানাবেন। দ্বাপরের তো বানাবেন না, তাইনা। উনি বলেন কল্প-কল্প আমি সঙ্গমেই আসি। গাইড তো শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে। দুনিয়ায় জাগতিক গুরুর মৃত্যু হয় তারপরে তাদের সিংহাসন (গদি) চলতে থাকে। বাবা বলেন আমাকে তো তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি আমার যথার্থ সময়ে আসি। এই কথা গুলি অন্য কেউ বোঝাতে পারে না। মন্মনাভব শব্দটি গীতায়ও আদি এবং অন্তে আছে। এই কথাই বলেন আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাকে বিশ্বের মালিক এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সম বানিয়ে দেব। রাজার রাজা বানাবো। সেই সূর্য বংশী চন্দ্র বংশী কুলে তোমরা পুনর্জন্ম নেবে। এখন তোমরা কলিযুগে আছো, কলিযুগ থেকে তোমাদেরকে সত্যযুগে নিয়ে যাবছি।

আমি কল্প-কল্প এসে স্থাপনা করি। এই সময়েই আসবো। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের অবস্থা দেখি যে এর অবস্থা কেমন আছে? অসীম জগতের পিতাকে পেয়ে অতীন্দ্রিয় সুখ পেয়েছে কি না? প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা নিজেদের কতখানি সৌভাগ্যশালী ভাবি? বাবার সন্তান হয়ে বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়েছি? এমন নয় বাবা সবাইকে লক্ষ্মী-নারায়ণ বানাবেন। এ'হল পড়াশোনা, যে যত পুরুষার্থ করবে। স্কুলে যখন পড়াশোনা করা হয় তখন মুখ্য লক্ষ্য তো থাকে, তাইনা। তোমরা জানো আমাদের ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন হুবহু বাবা এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র দেবতা বানাই। গড পড়াচ্ছেন তো অবশ্যই গড-গডেজ বানাবেন, তাইনা। যেমন ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টার বানান। ভক্তিমার্গে ভগবতী ভগবান বলে কিন্তু তারা হলেন দেবী-দেবতা। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়।

তোমরা জানো কীভাবে বাবা এসে আমাদেরকে পড়ান। মুখ্য এইম অবজেক্টও বুদ্ধিতে আছে। চক্র তো বুদ্ধিতে ঘোরাতে হবে। গৃহস্থ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্র না থাকলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে কীভাবে? ড্রামার এই রহস্য অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এই চিত্র ইত্যাদিও বাবা বানিয়েছেন। বাবা তো আর্টিস্ট ছিলেন না। এমন জিনিস অন্য কেউ তৈরি করতে পারবে না। এই হল ম্যাপ। এ'হল বৃক্ষ, বীজ উপরে আছে। কল্প বৃক্ষের তলায় জগদম্বা বসে আছেন, উনি সকলের সুখের কামনা পূর্ণ করেন। সত্যযুগে দুঃখের নাম থাকে না। তোমরা বলবে আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে চলেছি। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই... শিখ ধর্মের মানুষ এমন স্তুতি গান করে তাঁরই মহিমা করে। দেবী-দেবতা ই স্বর্গের মালিক ছিলেন। তারা এখন অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে পরে বেরিয়ে আসবে। আমরাও পূর্বে লিখতাম হিন্দু ধর্ম। এখন আমরা বলি ব্রাহ্মণ ধর্মের আমরা। যদিও আমরা ব্রাহ্মণ ধর্ম লিখি তারা তবুও হিন্দু ধর্মই ভাবে কারণ তাদের কাছে ব্রাহ্মণ ধর্মের বিষয়ে কোনও নলেজই নেই। আমরা দেবী-দেবতা বলবো তাও বদল করে হিন্দু লিখে দেবে কারণ ব্রাহ্মণ অথবা দেবী-দেবতা ধর্মের নামই লুপ্ত প্রায়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সেই দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। সেখানে যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সকলেরই ড্রেস লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনই থাকে। পীতাম্বর অর্থাৎ হলুদ বস্ত্রধারী - এ'হল সত্যযুগী সূর্যবংশীর ড্রেস। ত্রেতায় রাম রাজ্যে হয় অন্য ড্রেস। রীতি রেওয়াজ সব আলাদা থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে সবসময় পীতাম্বরধারী বলে।

তো এখন নিশ্চয় করতে হবে যে, বাবা আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এই মৃত্যুলোক শেষ হবে। যখন তোমরা নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তখন সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে। সেই যোগবলের দ্বারা পাপ কেটে যাবে, পুণ্য

আল্লায় পরিণত হয়ে যাবে। তোমরা বাবার কাছে স্যারেন্ডার হও, অর্থাৎ পুণ্য কর। তখন স্মরণের দ্বারা আল্লা পবিত্র হতে থাকে। কাউকে বোঝানো খুব সহজ। ভগবানুবাচ কখনও শুনেছো? স্বর্গের স্থাপনা করেন উনি, ফাদার বা পিতা। পিতা এবং বর্সাকে (স্বর্গের অধিকার) স্মরণ করতে হবে। মহারাজা হতে চাও তো বলো তোমরা কতজন প্রজা বানিয়েছো? এমন অনেকেই লেখে যে অমুক আল্লা আমাকে দৃষ্টি দিয়েছে, জ্ঞান বাণ লেগেছে। প্রজা বানানোর, উত্তরাধিকারী বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। প্রজা তো খুব সহজে তৈরি হয়, কিন্তু সিংহাসনে কে বসবে? তাকে তো পরিশ্রম করে বানাতে হবে। মায়াজিত, জগৎজিত হতে হবে। মায়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করাই হলো পরাজিত হওয়া। বাবার কাছে শক্তি অর্জন করতে হবে। এই পরিশ্রম বাচ্চারা, তোমাদের করতে হবে। কোনও কথায় কনফিউজ থাকলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকো। বাবা পড়ান তাই এতে কোনও সংশয় আসা উচিত নয়, তাইনা। অনেক রকমের সংকল্পের ঝড় আসবে। বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। ঝড় উঠবে, মায়া খুব হয়রানি করবে। তখন বলবে এই মাথা তো একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। যে অসুখ ইত্যাদি কখনও হয়নি সেসব হতে থাকবে। বিঘ্ন অনেক আসবে, এতে দুর্বল হবে না। আচ্ছা!

বাপদাদা মিষ্টি - মিষ্টি মাশ্কার হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) বাবা যে ফার্স্টক্লাস যাত্রা শিখিয়েছেন, সেই আত্মিক যাত্রায় থাকতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে দেহ সহ সব কিছু ভুলতে হবে।

২) কখনও মায়ার ঝড় ঝঞ্ঝায় দুর্বল বা সংশয় বুদ্ধি হবে না। কোনও কথায় কনফিউজ হবে না।

বরদানঃ:- সदा ভরপুরতার অনুভূতির দ্বারা বাঁকা পথকে সোজা করতে সক্ষম শক্তি অবতার ভব
সদা শক্তির, গুণের, জ্ঞানের, খুশীর খাজানায় ভরপুর থাকো তো ভরপুরতার নেশায় বাঁকা পথও সোজা হয়ে যাবে। যদি খালি থাকবে তো গর্ত তৈরি হয়ে যাবে এবং সেই গর্তে পড়ে গেলে আঘাত লাগবে। যারা দুর্বল এবং খালি হয় তাদের সঙ্কল্পের দ্বারা আঘাত লাগে। শক্তি অবতার অর্থাৎ বাঁকাকে সোজা করার কন্ড্র্যাক্ট নেয় যারা। এমন কন্ড্র্যাক্ট যারা নেয় তারা কখনও এমন বলে না যে পথটি বাঁকা। যদি কেউ পড়ে যায় তার অর্থ হল অ্যাটেনশন কম আছে বা বুদ্ধি ভরপুর নয়।

স্নোগানঃ:- যে রুহাবকে ধারণ করে, সে-ই হল রুহানী গোলাপ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পয়েন্ট" এই একটি শব্দকে তিন ভাবে স্মৃতিতে এনে তার স্বরূপ হওয়া - এটাই হলো সেক্টির সাধন"

বিশ্ব কল্যাণকারী বাপদাদা নিজের সব মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী বাচ্চাকে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার এই ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য অতি শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকে নম্বর ওয়ান পুরুষার্থ করার লক্ষ্য নিয়ে নিরন্তর সামনে উড়ে চলেছে। সবার লক্ষ্য নম্বর ওয়ানের, কিন্তু লক্ষণ নম্বরক্রমে। তো লক্ষ্য আর লক্ষণ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কেন রয়েছে? জ্ঞানদাতা বাবাও এক, যোগের বিধিও এক, দিব্য গুণ ধারণ করার সহজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাকার ব্রহ্মা বাবাও এক, সেবার সাধন আর সেবার বিধি যিনি শিখিয়ে দেন তিনিও এক। মুখ্য বিষয় হলো - পড়ানো আর লালনপালন - এই দুটোই যিনি দেন তিনি এক এবং একনম্বর, তবুও প্রত্যক্ষ জীবনে লক্ষণ নম্বরক্রমে কেন? এ' তো তোমরা নিজেদের সবাই ভালো করেই জানো যে, লক্ষণ ধারণ করার ক্ষেত্রে আমি কত নম্বরে আছি ! নম্বরক্রমে হওয়ার বিশেষ আধার একই শব্দ 'পয়েন্ট'। পয়েন্ট স্বরূপকে অনুভব করা। দ্বিতীয়তঃ, যে কোনো সঙ্কল্প, বোল অথবা কর্ম যদি ব্যর্থ হয় তা'তে পয়েন্ট লাগানো অর্থাৎ বিন্দু লাগানো। তৃতীয়তঃ, জ্ঞানের কিংবা ধারণার অনেক পয়েন্টস্ মনন করে নিজের জন্য অথবা সেবার জন্য সঠিক সময় কার্যে প্রয়োগ করা। সুতরাং শব্দ একটাই - পয়েন্ট, কিন্তু তিন স্বরূপের পয়েন্টকে স্মৃতিতে রেখে সময়মতো এর স্বরূপ হওয়ার ক্ষেত্রেই নম্বরক্রমে হয়ে যায়। প্রায়শঃ, বাপদাদা দেখেন যে, স্মৃতি বজায় রাখতে বাচ্চারা সবাই খুব সমঝদার। তারা ভাবতেও থাকে, এমন হওয়া উচিত, এটা রাইট, এটা রং এই জ্ঞানও ইমার্জ হয়। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ আর নলেজ ইজ লাইট, নলেজ ইজ মাইট বলা হয়ে থাকে, সুতরাং যেখানে লাইটও আছে, মাইটও আছে সেখানে এটা হওয়া উচিত, অথচ হয় না। কি ভাবো তোমরা, বাপদাদাও তো এটা বলেন, তোমাদের হতে তো হবে, এই জ্ঞান তোমাদের আছে, কিন্তু সেই সময় তোমাদের মধ্যে কী হয়, ওটা এমন হওয়া উচিত, তেমন হওয়া উচিত-এর মধ্যে থেকে যায়। এর অর্থ, জ্ঞানকে লাইট আর মাইটের রূপে সঠিক সময়ে প্রয়োগ করতে তোমরা অপারগ। একে বলা হয়ে থাকে স্মৃতিতে আছে, কিন্তু স্বরূপে নিয়ে আসার শক্তি কম। যখন লাইট আছে অর্থাৎ যখন এটা রং, এটা রাইট; এটা অন্ধকার, এটা আলো; এটা ব্যর্থ, এটা সমর্থ - এই জ্ঞানালোক আছে তখন অন্ধকার বুঝেও অন্ধকারে থাকা, একে জ্ঞানী বা সমঝদার বলবে? যদি জ্ঞানী নও, তাহলে তোমরা কী? ভক্ত নাকি অর্ধ-জ্ঞানী? রং বুঝেও রং কর্মের কিংবা সঙ্কল্পের অথবা স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত যদি হয়ে যাও তবে তাকে কী বলা যাবে? তার টাইটেল কী হওয়া উচিত? বাপদাদা সময়ের গতিকে লক্ষ্য করে সব বাচ্চার বারবার অ্যাটেনশন আকর্ষণ করেন।

'অ্যাটেনশন' শব্দকেও ডবল আন্ডারলাইন করাচ্ছেন যে, এই প্রকৃতির তমঃ গুণী শক্তি আর মায়ার সূক্ষ্ম রয়্যাল বিচারবুদ্ধির শক্তি তাদের কার্য তীব্রগতিতে করতে থাকবে। প্রকৃতির ভয়ংকর রূপকে জানা সহজ, কিন্তু বিভিন্ন রকমের ভয়ংকর উখালপাখাল অবস্থায় অনড় থাকতে আরও অ্যাটেনশন প্রয়োজন। মায়ার অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ জানার ক্ষেত্রেও তোমরা ঠকে যাও। মায়া এমন রয়্যাল রূপ উপস্থিত করে যাতে রং বিষয়কেও রাইট অনুভব করায় তোমাদের। হয়তো সম্পূর্ণভাবে রং কিন্তু বুদ্ধিকে এমন পরিবর্তন করে দেয় যে, রিয়েল বোধকে, অনুভবের শক্তি উধাও করে দেয়। যেমন কেউ জাদুমন্ত্র যদি করে তো পরবশ হয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই অনুভবের শক্তি উধাও করার রয়্যাল মায়া রিয়েলকে বুঝতে দেয় না। পুরোপুরি রং হবে কিন্তু মায়ার ছায়ার বশীভূত হওয়ার কারণে রং-কে রাইট মনে করো আর প্রমাণ করতে গিয়ে মায়ার সুপ্রিম কোর্টের উকিল হয়ে যাও। তো উকিল কি করে? মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রে তারা খুব চতুর হয়। সত্যকে সত্য প্রমাণ করতেও চতুর হয়, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তারা সিদ্ধহস্ত, দুটো ক্ষেত্রেই তারা দক্ষ। সেইজন্য বাপদাদা 'অ্যাটেনশনে' ডবল আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। সূক্ষ্ম স্বরূপের মায়ার ছায়া থেকে সদা নিজেকে সেফ রাখো, যা তোমাদের অনুভবের শক্তিকে পরিবর্তন করে দেয়। কারণ মায়া বিশেষভাবে এই স্বরূপে তার নিজের কাজ করছে। বুঝেছ? এখন তাহলে কী করবে? কেয়ারফুল থাকতে হবে। যদি কোনো বিশেষ আত্মা সঙ্কেত দেয় তাহলে ভালো করে মায়ার এই ছায়া থেকে বেরিয়ে বাবার ছত্রছায়ায় নিজেকে, বিশেষভাবে মন-বুদ্ধিকে এই ছত্রছায়ায় সুরক্ষিত করো, কেননা, মনে নেগেটিভ ভাব আর ভাবনা উৎপন্নকারী মায়ার বিশেষ প্রভাব চলছে এবং বুদ্ধিতে যথার্থ অনুভবকে সমাপ্ত করার বিশেষ কার্য চলছে মায়ার। কোনো কোনো সীজন এমন হয় তো না যে, সেই সীজন থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ অ্যাটেনশন রাখতে হয়, যেমন, বৃষ্টি আসলে তোমাদের কীসে অ্যাটেনশন দিতে হবে? ছাতা, রেন-কোট ইত্যাদি তোমাদের কাছে রাখবে, শীতের জন্য গরম জামা-কাপড় রাখবে, এসবের দিকে অ্যাটেনশন দেবে, তাই না? সুতরাং মন আর বুদ্ধির উপরে যাতে প্রভাব না পড়ে তার জন্য আগে থাকতেই সেফটির সাধন বিশেষভাবে ধারণ করো। সেই বিশেষ সাধন খুব

সহজ, আগেই তোমাদের বলা হয়েছে - একটাই শব্দ 'পয়েন্ট'। সহজ তো না। লম্বা-চওড়া (জটিল) তো শোনানো হয়নি, তাই না? তোমরা নিরন্তর বলতে থাকো - হ্যাঁ, আমি আত্মা বিন্দু, জ্যোতিরূপ, কিন্তু সেই রূপে তোমরা স্থির হতে পারো না। তোমরা চেষ্টা করো পয়েন্ট দিতে কিন্তু হয়ে যায় কোশ্চেন মার্ক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। পয়েন্ট লাগানো সহজ নাকি আশ্চর্যের চিহ্ন বা কোশ্চেন মার্কের চিহ্ন? কোনটা সহজ? বিন্দু লাগানো সহজ হয়, হয় তো না। তাহলে কেন তোমরা কোশ্চেন আর আশ্চর্যের চিহ্নে জড়িয়ে যাও? এই বিধিকে গ্রহণ করো। এই সীজন হলো সত্য মিথ্যা প্রমাণ করার এবং মিথ্যা সত্যের থেকেও স্পষ্ট আর আকর্ষণীয় হবে। আজকালকার ফ্যাশন যেমন হয় নকল জিনিস কত আকর্ষণীয় হয়, তার সামনে সত্যের ভ্যালু কম হয়ে যায়। রিয়েল সিলভার দেখ আর হোয়াইট সিলভার দেখ, কী সুন্দর লাগে? রিয়েল সিলভার কালো হয়ে যাবে আর হোয়াইট সিলভার সবসময় চকমক করতে থাকবে। তাহলে হোয়াইট আকর্ষণ করবে নাকি রিয়েল করবে? অতএব, সীজনকে চেনো, মায়ার স্বরূপকে চেনো, প্রকৃতির তমঃ গুণের ভিন্ন ভিন্ন খেলাকে চেনো। এক হলো জানা, আরেক হলো চেনা। জানো বেশি, কিন্তু কখনো কখনো চিনতে ভুল করো, কখনো তোমরা রাইট। এখন কী করবে? সেফ থাকবে তো না। পরে এটা ব'লো না যে, আমি তো বুঝতে পারিনি, এরকমও হয় নাকি ! এই 'কী' 'কেন' চলবে না। এখন তো তবুও বাবা অল্প অল্প দয়া করেন, মাত্র কিছু পদক্ষেপ নেন। কিন্তু এরপরে 'কেন' 'কী' কেউ শুনবে না। এরকম নয়, সেরকম... এই ওকালতি চলবে না। জজ হও, মায়ার উকিল হয়ো না। তোমরা যখন ওকালতি করো তোমাদের নিজেদের খুব আনন্দ হয়। তোমরা সবাই অনুভাবী তো না, অনুভব হয়, হয় না? শুনে শুনে সাক্ষী হয়ে উৎফুল্ল হতে থাকো। স্পষ্টভাবে বুঝেছ? পান্ডবরা, শক্তির তোমরা বুঝেছ, টিচার্স বুঝেছ? সবাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ বলছ। হ্যাঁ-এর ফটো তোলা হচ্ছে।

তৃতীয় সীজন হলো বিশেষ দুর্বলতার স্বভাব-সংস্কার, সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসা, এর বিস্তারও অনেক বড়। এই বিষয়ে বাবা আজ বলবেন না। অনেক বাচ্চা বলে, কী করবো, আগে তো ছিলো না, এখন জানি না কী হয় ! এই সংস্কার আমার মধ্যে ছিলই না, এখন ইমার্জ হয়েছে, এর কারণ আর এর বিধির বিস্তার বাবা অন্য কোনো সময়ে বলবেন। আচ্ছা !

চতুর্দিকে, বাপদাদার মহাবাক্য যারা শোনে এবং ধারণ করে সেই চাত্রক (চাতক) বাচ্চাদের, সব সাবজেক্ট স্মৃতিতে থাকে এবং সেইসঙ্গে সেসবের স্বরূপ হওয়া সমীপ আত্মাদের, সদা সব বিষয়কে লাইট আর মাইটের স্বরূপে কার্যে প্রয়োগ করে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, লক্ষ্য আর লক্ষণ সদা সমান বানানো বাবার 'স্ত্রানী তু আত্মা' বাচ্চাদের, যারা, সদা বাবার ছত্রছায়ায় থাকে, মায়ার ছায়া থেকে সেফ থাকে, জানা এবং চেনা এই দুইয়ের বিশেষত্ব তাদের বাস্তব জীবনে নিয়ে আসে, সেরকম বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদিদের সাথে সাক্ষাৎকার : - শক্তি সেনা তীব্রগতিতে চলেছ, তাই না। বাপদাদার সাথে সাথে তোমরা নিমিত্ত আত্মারাও সেনাদের অগ্রচালিত করতে দায়িত্বশীল। বাবা তো সদা সাথে আছেন আর সদাই থাকবেন। তা' সত্ত্বেও তোমরাই বাপদাদার শ্রেষ্ঠ ভূজসকল তো না। বাবা শক্তি দেন, বাবা মাইট রূপ কিন্তু অন্যকে বোঝানোর জন্য দায়িত্বশীল মাইক তো তোমরা নিমিত্ত। কত আনন্দদায়ক বিষয় তোমরা শোনো। খেলা মনে হয়, তাই না। খেলা তো না। খেলতে খেলতে বিজয়ী হয়ে সবাইকে মায়াজিত বিজয়ী বানাতেই হয়, এই গ্যারান্টি তো আছেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাদের এই খেলা দেখতে হবে। তো ক্লান্ত হয়ে যাও না তো? হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে সবকিছু অতিক্রম করে এবং অন্যকে অতিক্রম করিয়ে চলো। যখন এমন কোনও কিছু শোনো তো হৃদয় থেকে কী বের হয়? বাহ্ ড্রামা বাহ্ ! হায় ড্রামা হায় বের হয় না। বাঃ ড্রামা ! বাঃ বাঃ করতে করতে সবাইকে বাঃ বাঃ হতে হবে। এই সব তোমাদের অতিক্রম করতাই হবে। আচ্ছা !

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার -

"বিজয় আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার, এই নিশ্চয় আর নেশার সাথে নির্বিঘ্ন স্থিতির অনুভব করো"

যেমন বাবা সর্বোচ্চ তেমনই আমরা আত্মারাও সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ আত্মা — এই অনুভবে অগ্রচালিত হচ্ছে? কারণ দুনিয়ার লোকের জন্য তো সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ বাবার পরে দেবতারা। কিন্তু দেবতাদের থেকেও উঁচু তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মা, তোমরা ফরিস্তা এই দুনিয়ার লোকে জানে না। দেবতা পদকে এই ব্রাহ্মণ জীবন থেকে উঁচু বলা হবে না। এখনকার ব্রাহ্মণ জীবন উঁচু। দেবতাদের থেকেও তোমরা উঁচু কেন, তা' তোমরা ভালো করে জানো তো না। দেবতা রূপে বাবার স্তান ইমার্জ হবে না। পরমাত্মা-মিলনের অনুভব এই ব্রাহ্মণ জীবনে করে থাক, দৈবী জীবনে নয়। ব্রাহ্মণই দেবতা হয়, কিন্তু এই সময় দৈবী জীবন থেকেও উঁচু তোমাদের জীবন, তো এত নেশা যেন সদা থাকে, কখনো কখনো নয় কেননা, বাবা

অবিনাশী। আর অবিনাশী বাবা যে জ্ঞান দেন সেটাও অবিনাশী, যে স্মৃতি তিনি জাগিয়ে দেন সেটাও অবিনাশী, কখনো কখনো নয়। সুতরাং এটা চেক করো যে, সদা এই নেশা থাকে নাকি কখনো কখনো থাকে? মজা তো তখন হবে যখন সদা থাকবে। যদি কখনো থাকে আর কখনো না থাকে তবে কখনো মজায় থাকবে, কখনো বিভ্রান্তিতে থাকবে। সুতরাং এই মুহূর্তে মজা, আর পরমুহূর্তে বিভ্রান্তি নয়, যেন সদা থাকে। যেমন, এই শ্বাস সদাই চলে, চলে তো না। যদি এক সেকেন্ডও শ্বাস আটকে যায়, অথবা কখনো কখনো চলে তবে তাকে জীবন বলবে? তো এই ব্রাহ্মণ জীবনে নিরন্তর অনন্দানুভবে আছে? যদি মজা না থাকে তবে অবশ্যই বিভ্রান্ত হবে। তো মাতা-রা সদা আনন্দে থাকো? তোমরা শক্তি তো না, সাধারণ তো নও, নাকি যখন গৃহে ফিরে যাও তখন সাধারণ মাতা হয়ে যাও? না, সদা এটা যেন স্বরূপে থাকে আমরা শক্তি। সীমিত পরিসরের নও, অসীম বিশ্বের কল্যাণকারী। শক্তি অর্থাৎ যারা অসুরের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে। শক্তিকে বলাই হয় অসুর সংহারিণী অর্থাৎ আসুরিক সংস্কারকে সংহার করে। তো তোমরা শক্তির সবাই এমন বাহাদুর হয়েছ? আর পাণ্ডব অর্থাৎ বিজয়ী। পাণ্ডব কখনো এটা বলতে পারে না যে, চাই না তবুও হার হয়ে যায়, কারণ অর্ধকল্প হার হয়েছিল, এখন বিজয় প্রাপ্ত করার সময়। তাহলে, বিজয়ের সময়ও যদি পরাজয় হয়, তবে বিজয়ী কবে হবে? সেইজন্য এই সময় সদা বিজয়ী। বিজয় জন্মসিদ্ধ অধিকার। অধিকার কেউ ছাড়ে না, লড়াই-ঝগড়া করেও আদায় করে নেয় আর এখানে তো সহজেই প্রাপ্ত হয়। বিজয় নিজের জন্মসিদ্ধ অধিকার। অধিকারের নেশা বা খুশি থাকে তো না? সীমিত অধিকারেরও কত নেশা থাকে ! প্রাইম মিনিস্টার কী ভুলে যাবেন তিনি প্রাইম মিনিস্টার? যখন তিনি ঘুমাবেন, খাবেন তখন কী ভুলবেন যে তিনি প্রাইম মিনিস্টার? সুতরাং সসীম অধিকার আর অসীম অধিকার যতই ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হোক কেউ ভুলতে পারে না। মায়ার কাজ হলো ভুলানো আর তোমাদের কাজ হলো বিজয়ী হওয়া, কেননা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো বিজয় কী আর পরাজয় কী ! তোমরা পরাজয়েরও অনুভাবী আর বিজয়েরও অনুভাবী। তো পরাজয় হওয়ায় কী হয়েছে আর বিজয় প্রাপ্ত করায় কী হয়েছে - দুইয়ের ফারাক তোমরা জানো, সেইজন্য তোমরা সদা বিজয়ী আর সদা থাকবে, কারণ অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী প্রাপ্তির অধিকারী তোমরা আত্মারা, এটা যেন সদা ইমার্জ রূপে থাকে। যদি তা' না হয় তাহলে? আমরা তো হয়েছি, জানি তো আমরা ! এমন হতে দিও না। প্র্যাকটিক্যাল রূপে হতে হবে। যারা এটা জানে তারাই নিশ্চয় করে চলে। সুতরাং প্রতিটা কর্মে যেন বিজয়ের নিশ্চয় আর নেশা থাকে। নেশার আধারই নিশ্চয়। নিশ্চয় কম তো নেশা কম, সেইজন্য বলা হয় নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী। তাহলে, ফাউন্ডেশন কী? নিশ্চয়। নিশ্চয়ের ক্ষেত্রে কখনো-কখনোর হয়ো না। নয়তো অন্তে রেজাল্টের সময়ও প্রাপ্তি কখনো-কখনোর হবে, তারপরে অনুতাপ করতে হবে। এখন প্রাপ্তি, নয়তো পরে অনুতাপ হবে। সুতরাং প্রাপ্তির সময়ে প্রাপ্তি করো, অনুতাপ করার সময় প্রাপ্তিলাভ করতে পারবে না। করে নেবো, হয়ে যাবে ! না, করতেই হবে এই নিশ্চয় হোক। করে নেবো... এই ভরসায় চলতে যেয়ো না। করছি তো না... আর কী হবে... হয়েই যাবে... না, এটা এখন হতে হবে। বে-বে নয়, বরং হওয়ানো। যখন অন্যদের তোমরা চ্যালেঞ্জ করো যে, শ্বাসের উপরে কোনো ভরসা নেই, অন্যদের জ্ঞান দাও তো, আগে নিজেকে জ্ঞান দাও। যারা কখনো করবে, তোমরা কি তাদের মধ্যে, নাকি এখনই যারা করে তাদের মধ্যে? তোমরা সদা বিজয়ের অধিকারী আত্মা। বিজয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, এই স্মৃতির সাথে উড়ে চলো। যা কিছু হয়ে যাক, এটা স্মৃতিতে নিয়ে এসো কি আমি সদা বিজয়ী। কি হবে সেটা কোনও ব্যাপার নয়, যদি তোমাদের নিশ্চয় অটল হয় তাহলে কেউ টলাতে পারবে না। আচ্ছা, এখন সবাই এমন বিস্ময় করে দেখাও যে সব স্থান বিজয়ী অর্থাৎ নির্বিঘ্ন হবে, কোনও বিঘ্ন যেন না আসে। বিঘ্ন আসতে পারে, কিন্তু হার মানা উচিত নয়। সুতরাং, যেখানে বিজয়, সেখানে বিঘ্ন সরে যাবে তো নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে। সদা বিঘ্নমুক্ত এই চমৎকার করে দেখাও। যে কোনো গীতা পার্থশালা হোক, উপ-সেবাকেন্দ্র হোক, কেন্দ্র হোক কিন্তু নিজে নির্বিঘ্ন হও আর অন্যদেরও নির্বিঘ্ন বানাও। এমন বিস্ময় দেখাও। করতেই হবে। করবে, দেখবে! না। বে বে বলা মানে নিশ্চয়ে পার্সেন্টেজ আছে। সবাই যেন এই খুশির সংবাদ শুনতে পায় যে, ছোট বড় সব সেন্টার বিঘ্নমুক্ত। কোনো রকমের বিঘ্ন আসতেই পারে না। অন্যদের বিঘ্নকেও আমরা সরাব, আর বিজয়ী হবো। এমন বার্তা আসতে দাও। কোথাও থেকে, কোনও বিঘ্ন-বার্তা যেন না আসে। এরকম বলবে না যে আমি তো ঠিক আছি কিন্তু অন্য কেউ করলে আমি কি করতে পারি! তিন মাস বিজয়ী হয়ে দেখাও। তিন মাসেই সব জানা হয়ে যাবে। যদি সবাই তোমরা 'হ্যাঁ' বলো তো এই চমৎকার করে দেখাও। আচ্ছা।

বরদান:-

এক বাবার লাভ-এ লাভলীন হয়ে সব বিষয় থেকে সেফ থাকা মায়াক্রম ভব

যে বাচ্চারা এক বাবার লাভ-এ লাভলীন থাকে তারা সহজেই চারদিকের ভাইব্রেশন থেকে, বায়ুমন্ডল থেকে দূরে থাকে, কারণ লীন থাকা অর্থাৎ বাবা সমান শক্তিশালী সব বিষয়ে সেফ থাকা। লীন হয়ে থাকা অর্থাৎ সমাহিত হয়ে থাকা, যে সমাহিত হয়ে আছে সেই মায়াক্রম। এটাই সহজ পুরুষার্থ, কিন্তু সহজ পুরুষার্থের নামে অগোছালো হয়ো না। অগোছালো পুরুষার্থীর মন ভিতর থেকে দংশন করে আর বাইরে তারা নিজের মহিমার গীত গায়।

স্লোগান:- পূর্বজ বোধের পজিশনে যদি স্থিত থাকো তবে মায়া আর প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান দিয়ে থাকেন, যার ফলে সূর্যবংশী ঘরানা স্থাপিত হয়, তোমরা এখন সেই ঘরানার মালিক হতে চলেছো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ কথায় নিশ্চয় পাক্ষা হলে তখন সহজেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারা যায় ?

*উত্তরঃ - সর্বপ্রথমে এই নিশ্চয় যদি হয়ে যায় যে অসীম জগতের সেই বাবা স্বর্গ রচনা করতে এসেছেন। কাজকারবার করতে-করতেও এ'কথা যেন স্মরণে থাকে যে আমরা হলাম সেই বাবার সন্তান, আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবো, তখন অপার খুশি থাকবে আর সহজেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যাবো। পাক্ষা নিশ্চয়বুদ্ধি-সম্পন্নদের অপার খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী থাকে। যদি খুশি না থাকে তাহলে বোঝা উচিত যে আমার পাই-পয়সারও নিশ্চয় নেই।

*গীতঃ- যেদিন থেকে মিলিত হয়েছি তুমি আমি....

ওম্ শান্তি । এই মহিমা কার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে ? পরমপিতা পরমাত্মার। ওঁনাকে বলাই হয়ে থাকে পরমধামে বসবাসকারী পরমপ্রিয় পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা হলে অনুভাবী সন্তান, যাদের পরমপিতা পরমাত্মা আপন করে নিয়েছেন আর বাচ্চারা তোমরাও পরমপিতা পরমাত্মাকে আপন করে নিয়েছো। পরম অর্থাৎ উপরের থেকেও উপরে। এখন আত্মার বুদ্ধিতে আসে যে আমরা বাস্তবে পরমধামে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে বসবাস করি। দুনিয়ায় আর কারোর এই নলেজ নেই। ওরা তো নিজেকেই পরমাত্মার রূপ মনে করে নেয়, তাহলে কোন নলেজই থাকল না। সেই পরমপিতা পরমাত্মা এসে যখন মিলিত হন তখন নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা শোনান। নতুন দুনিয়ায় হলো নতুন দিন নতুন রাত। পুরানো দুনিয়ায় রয়েছে পুরানো দিন পুরানো রাত আর রয়েছে অনেক প্রকারের প্রচুর দুঃখ। মেজোরিটিই দুঃখী। রাতে কাম কাটারি চালায় আর দিনেও পাপ করতে থাকে। নতুন দুনিয়ায় সর্বদাই সুখই সুখ থাকে। এ তো অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকবে। নতুন দুনিয়ায় সূর্যবংশীয় লক্ষী-নারায়ণের রাজধানী রয়েছে। এমন বলা হয় না যে প্রিন্স-প্রিন্সেসের রাজধানী রয়েছে। রাজা-রানীরই রাজধানী বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই সত্যযুগে লক্ষী-নারায়ণের ঘরানা রয়েছে। স্বর্গ হওয়ার কারণে অত্যন্ত সুখ রয়েছে। সেই সুখের জন্যই তোমরা পুরুষার্থ করছো, ওটা হলো পবিত্র রাজধানী। বাবা তোমাদের ওই দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দেন। ওইসময় বিশ্বে আর কোনো ঘরানা বা ধর্ম থাকে না। যখন কাউকে বোঝাও তখন লিখিয়ে নাও যে হ্যাঁ, এ হলো যথার্থ কথা। প্রতিমুহূর্তে রিভাইজ করলে নিশ্চয় হবে -- নতুন পবিত্র দুনিয়ায় অবশ্যই যথা রাজারানী তথা প্রজা, পবিত্রই হয়ে থাকে। সদা সুখী থাকে। এখন তো সর্বদাই দুঃখী। সঙ্গম যুগে তুলনা করা হয়ে থাকে -- কলিযুগের অন্তে কি হবে আর সত্যযুগের আদিতে কি হবে? আজ কেমন? কাল কেমন হবে? এখন অসীমের রাত সম্পূর্ণ হতে চলেছে। তারপর কাল অর্থাৎ দিনে রাজত্ব করবে। আজ হলো অপবিত্র দুনিয়া, কাল পবিত্র দুনিয়া হবে। সাধু-সন্তাদিরা সকলেই গায় পতিত পাবন সীতারাম...। যখন দেখো এ'রকম গায়, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তোমরা পতিত-পাবন কাকে মনে করে স্মরণ করো? পতিত কে? পবিত্রকারী কে? পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়া কেমন? অবশ্যই পতিতদের পবিত্র করেন যিনি, তিনি আসবেন তখন পবিত্র বানিয়ে অবশ্যই পবিত্র দুনিয়াতেই নিয়ে যাবেন। কলিযুগের অন্ত হলো পতিত দুনিয়া, সত্যযুগের আদিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। তাকেই সকলে স্মরণ করে। পবিত্র দুনিয়া হলোই স্বর্গ। তাহলে অবশ্যই স্বর্গ স্থাপনকারী হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই। পবিত্র দুনিয়া, স্বর্গের রচয়িতা হলেনই পরমপিতা পরমাত্মা। নরকের রচয়িতার (রাবণ) মহিমা হয় না। তাকে জ্বালাতেই থাকে। মানুষ জানে না, নাম রেখে দিয়েছে রাবণ। এর মতন কোনো মানুষ হতেই পারেনা। মানুষ তো পুনর্জন্ম নেয়। নাম-রূপ পরিবর্তন হতে থাকে। রাবণের নাম রূপ কখনো বদলায় না। সেই দশ মাথাই চলে আসছে। দিন দিন আধ ফুট আধ ফুট করে লম্বা বড় বানাতেই থাকে, কারণ রাবণ এখন বড় (অতি বিকার) হয়ে যাচ্ছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে আর তাকে জ্বালাতেই থাকে। এখন তোমরা বোঝো যে পতিত কে বানায়? এই ৫ বিকারকেই রাবণ বলা হয়ে থাকে। এ-ই দুঃখ দেয়, পতিত বানায়। তাহলে এই বিকারগুলিকে ত্যাগ করা উচিত, তাই না ! সাধু-সন্তাদিরা এইসমস্ত বিকারগুলিকে দান হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। বলে থাকেন -- আচ্ছা, মিথ্যা বলা আমাকে দিয়ে দাও। অধিকতর ক্ষেত্রে কাম-বিকারের উদ্দেশ্যে বলে থাকে যে মাসে এক-দুইবার যাও। কিন্তু এখানে তো ৫ বিকারেরই কথা। কেবল একজন চোরকে ধরলে তখন আবার অন্য চোরেরা চুরি করতে থাকবে। তো এ'কথা অন্য কাউকে বোঝানোও অতি সহজ। অপবিত্র আত্মা, মহান আত্মা বলা হয়ে থাকে। অপবিত্র পরমাত্মা, মহান পরমাত্মা বলবে না। তাহলে পবিত্র কে বানাবে? অবশ্যই ভগবানের দিকেই ইশারা করবে।

উপরেই নজর যাবে। তাহলে তিনি কবে আসবেন? ঔনার নাম কি? ভারতে তো শিবজয়ন্তী প্রসিদ্ধ। ঔনার নামই হলো শিব, আর কোনো নাম দেওয়া হয় না। বুদ্ধিতে লিপ্সুকৃতিই আসবে। সোমনাথ বললেও বুদ্ধিতে লিপ্সুই আসবে।

এখন তোমরা আত্মারা জানো যে পরমাত্মা হলেন আমাদেরই মতন স্টার। এই যে নক্ষত্ররা রয়েছে, তাদের নক্ষত্র দেবতা বলা হয়ে থাকে। নক্ষত্র ভগবান নয়। তোমরাও নক্ষত্র সদৃশ্য। তোমাদেরকে ভগবান বলা হবে না, পরমাত্মা হলেন বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু পূজা করবে কীভাবে? সেইজন্য ভক্তিমাগে লোকেরা লিঙ্গরূপ নির্মাণ করেছে। এত বড় জিনিস নয়। আত্মা তো ছোট বড় হয় না। সেইজন্য তাকে বড় বানানোও রং(ভুল) হয়ে যায়। কোনো মানুষের কাছে পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান নেই। এ হলো অতি সূক্ষ্ম কথা। বলেও থাকে যে সম্পূর্ণ বিন্দুস্বরূপ, তাকে স্মরণ কীভাবে করবো? আরে, আত্মার তো নিজের বাবাকে স্মরণ করা অতি সহজ। কেবল বাবার মহিমাই আলাদা। আত্মা তো একইরকমের হয়। আত্মাতেই ভালো বা মন্দ, উচ্চ-নিচ সংস্কার থাকে। আত্মাতেই নলেজ রয়েছে। আত্মা কতো ছোট ! মানুষ গরিব বা ধনী হয় সেও আত্মার সংস্কার অনুসারে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত এই জ্ঞান রয়েছে। মানুষ পরমাত্মাকে জানে না, সেই কারণে আত্মারও জ্ঞান নেই। উল্টে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে করে নিয়েছে। আত্মাই এই সবকিছু ধারণ করে। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করে সংস্কার অনুসারে। এই আত্মাই কথা বলে। মানুষ নিজেকে মানুষ(জীবাত্মা) মনে করে কথা বলে থাকে। এখানে নিজেকে আত্মা মনে করার প্র্যাকটিস করতে হয়। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়িয়ে থাকেন। মানুষ তো বলে দেয় যে আত্মা অলিপ্ত। যদি অলিপ্ত হয় তাহলে সংস্কার কিসে ভরে। অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান বাবাকেই দিতে হবে। পুরানো দুনিয়ায় বসবাসকারী মানুষ দিতে পারেনা। তাহলে বাবাকে জানা উচিত, তাই না ! ভক্তদের ভগবানের থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। ভক্তিও চলে আসছে। পাথর-মাটির টুকরো মধ্যে পরমাত্মাকে খুঁজতে থাকে। মনে করে সবই পরমাত্মার রূপ। বাস্তবে সকলেই হলো ভাই-ভাই। লক্ষ্মীনারায়ণ থেকে নিয়ে যত মনুষ্য মাত্র রয়েছে সকলেই হলো ভাই-ভাই বা ভাই-বোন কারণ তারা হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। যদি শিবের সন্তান বলা হয় তাহলে তারা হলো নিরাকার আত্মারা। ব্রহ্মার সন্তান ভাই-বোন শরীরের হয়ে যায়। কিন্তু আবার গৃহস্থ জীবনে চলে এলে ভাই-বোন বোধ ভুলে যায়। যদি সেই জ্ঞান থাকে তাহলে তো বিকারেও যাবে না। এখন পুনরায় বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে তোমরা বিকারে যেও না। তোমরা এক পিতার সন্তান ভাই-বোন হও। এখন ব্রহ্মা সামনে বসে রয়েছেন। তোমরা ঔনার বাচ্চারা হলে বি.কে.। এই যুক্তি হলো গৃহস্থী জীবনে থেকে পবিত্র হওয়ার। জনকের উদাহরণও রয়েছে, তাই না ! প্রথমে কেবল এক একটি কথায় নিশ্চয় হয়ে যাক যে বাবা এসেছেন স্বর্গ রচনা করতে। ব্যস, এই তীর লেগে গেলে তখন তৎক্ষণাৎ বাবার হয়ে যাবে।

বাবা বলেন, তোমরা আমার হয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবো। নিশ্চয় রয়েছে ইনি হলেন সেই অসীম জগতের পিতা। আমরা অবশ্যই উত্তরাধিকার নেবো। মন্মানাভব, মধ্যাজীভব, কত সহজ কথা। কাজকাবার করতে করতেও বুদ্ধিতে যেন এই স্মৃতি থাকে যে আমরা হলাম বাবার সন্তান। আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাব তাই এই খুশি থাকবে। এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র। ৮৪ জন্ম কেবল সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদেরই হয়। তোমরা জানো যে আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। কেবল চক্র বললে জন্ম প্রমাণিত হয় না সেই জন্য বলতে হয় যে আমরা হলাম ৮৪ জন্মকে জানা স্বদর্শন চক্রধারী। তাহলে বাবাও স্মরণে আসবে, পাঁচ যুগও স্মরণ আসবে। এখন পুনরায় যাই স্বর্গে। আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিতে চক্র আবর্তিত হতে থাকুক আর শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে থাকুক। বাবা বলেছেন - স্বদর্শন-চক্রের জ্ঞান আমার ভক্তদের দাও। তাদের বোঝালে তৎক্ষণাৎ এই নিশ্চয় অবশ্যই হবে যে আমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। ৮৪ জন্ম যারা নেবে না, তখন তাদের এই ধারণাই হবে না। ৮৪ জন্মের অর্থই হলো সর্বপ্রথমে আমরা সূর্যবংশীতে আসবো। যদি কেউ সামান্য কিছুও শুনে যায় তবুও স্বর্গে অবশ্যই আসবে। কিন্তু ৮৪ জন্ম নেবে না, দেহিতেও আসতে পারে। তাদের আবার ৮৪ জন্ম হবে নাকি? না তা হবে না। এ হলো জ্ঞানের কত সূক্ষ্ম কথা। কত হিসেব-নিকাশ রয়েছে! তবুও বাবা বলে থাকেন -- আচ্ছা, এত গুপ্ত রহস্য যদি বুঝতে না পারো তাহলে বাবার হয়ে উত্তরাধিকার তো নাও ! আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এই নেশা থাকা উচিত কিন্তু মায়া স্থির হতে দেয় না। কেউ বলে বাবা আর উত্তরাধিকার কে স্মরণ করো - এ কোনো বড় কথা নয়। মায়া আমাদের কি করবে? অবশ্যই আমরা উত্তরাধিকার পাবো। কত সহজ কথা। কারোর যদি তীর লেগে যায় তখন বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিতে থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত খুশি আসবে ততক্ষণ বাবা বলবেন পাই-পয়সার নিশ্চয় রয়েছে (নিশ্চয় কানাকড়ির)। পাক্ষা নিশ্চয়-সম্পন্নদের খুশির পারদ অতিমাত্রায় চড়ে থাকে। কোনো এক রাজার সন্তান ছিল না, রাজা ঘোষণা করলেন যে, কেল্লার মধ্যে সবার প্রথমে যে আসবে তাকেই দওক নেব তখন ক্যু (লাইন) পড়ে যায়। ম্যাচেও পড়ে। দুধের বোতলের জন্যও লাইন পড়ে। প্রথম নম্বরে যাওয়ার জন্য ভোরে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। না হলে মনে করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

সেই রকম এখানেও বাবার গলার হার হওয়ার জন্য লাইন পড়ে। পুরুষার্থের উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। বাবাকে স্মরণ করা, এ হলো বুদ্ধির দৌড়। এছাড়া কাজকর্মাদি অবশ্যই করতে থাকো। আত্মার স্থিতি এমন "হৃদয় প্রিয়কে (বাবা) দিয়ে দাও, হাতে কাজকর্মাদি করে যাও.... প্রেমিক-প্রেমিকা এক জায়গায় থোড়াই বসে থাকে। কাজকর্মাদি সবকিছু করেও বুদ্ধি তার দিকে থাকে। তাহলে এখানেও বুদ্ধি এক এর প্রতি থাকা উচিত, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। যখনই সময় পাবে তখনই পুরুষার্থ করো। গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে। এ কোনো কর্ম সন্ধ্যাস নয়। শরীর নির্বাহ তো করতেই হবে।

বাবা এখন ব্রহ্মার শরীরে এসে বলেন -- আমি হলাম তোমাদের বাবা, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই। তোমরা আমায় আপন করে নেবে না ? আমার হয়ে গেছো তাহলে আমার সঙ্গে যোগ লাগাও আর আমার হয়ে গিয়ে তারপর তোমরা পবিত্র হয়ে না থাকলে, বদনাম করালে তখন সাজা খেতে হবে। সঙ্করুর নিন্দুক স্বর্গের দ্বারে যেতে পারে না। আচ্ছা! বাপদাদা মাতা-পিতা, যাঁদের থেকে স্বর্গের সদা সুখের উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে রাজ্য-ভাগ্য নিয়ে থাকো, এমন বাপদাদার হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার গলার মালা হওয়ার জন্য বুদ্ধির দৌড় লাগাতে হবে। স্মরণের যাত্রায় রেস করতে হবে।

২) শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেও স্বদর্শন-চক্র ঘোরাতে হবে। কখনো সঙ্করুর নিন্দুক হওয়া উচিত নয়। সুনাম বদনামে পরিণত হয় এমন কাজ করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- নিজের অবশিষ্ট তন-মন-ধনকে ঐশ্বরীয় কার্যে ব্যবহার করে সঞ্চয় করে নেওয়া সদা সহযোগী ভব স্মৃতি-স্মারকে যে গোবর্ধন পর্বত ওঠানোর জন্য প্রত্যেকের আঙ্গুল দেখানো হয়েছে -- তা হলো তোমাদের সহযোগের নিদর্শন। চিত্রে যেমন বাবার সঙ্গ দেখানো হয় তেমনই সেবাও দেখানো হয়ে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাপদাদার সহযোগী হয়েছে, সেইজন্যই স্মৃতি-স্মারক তৈরি হয়েছে। ভক্তিতে তো তন-মন-ধন যা কিছুই অর্পণ করেছো, তার ৯৯ পার্সেন্ট নষ্ট করে ফেলেছো। বাকি যে ১ পার্সেন্ট বেঁচে রয়েছে, তা এখন সততার সাথে হৃদয় দিয়ে ঐশ্বরীয় কার্যে ব্যবহার করো তবেই পুনরায় পদমণ্ডল জমা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যে নির্মান হয়, সে স্বতঃই সকলের মান প্রাপ্ত করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিজয়ী রত্ন হওয়ার জন্য জীবিতাবস্থাতেই মরে গিয়ে দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার গলার হার হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো"

*প্রশ্নঃ - স্বদর্শন চক্রের রহস্য স্পষ্ট হওয়ার পরেও বাচ্চাদের মধ্যে ধারণা নশ্বরানুসারে হয়ে থাকে - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা এই ড্রামাও অত্যন্ত নিয়মানুযায়ী তৈরী হয়েছে। ব্রাহ্মণরাই ৮৪ জন্মকে বুঝে স্মরণ করতে পারে কিন্তু মায়া ব্রাহ্মণদেরই স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, ক্ষণে-ক্ষণেই যোগ ছিন্ন করে দেয়। যদি সবারই একই রকমভাবে ধারণা হয়ে যায় আর সবাই সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যায় তবে লক্ষ্যধিক মালা তৈরী হয়ে যাবে। সেইজন্যই রাজধানী স্থাপন হওয়ার কারণে নশ্বরানুসারে ধারণা হয়ে থাকে।

*গীতঃ- তোমার গলিতেই মরণ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। এই জন্ম হলো তোমাদের মরজীবা (লৌকিক দুনিয়াতে মরে গিয়েও বেঁচে থাকা) জন্ম। মানুষ যখন শরীর ছাড়ে তখন তার কাছে এই দুনিয়াও শেষ হয়ে যায়, আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন না মামা, না চাচা কিছুই থাকে না। বলা হয় - এ মরে গেছে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়েছে। বাস্তবে কেউ যায় না। কিন্তু মানুষ মনে করে আত্মা ফিরে গিয়ে জ্যোতিতে লীন হয়ে গেছে। এখন বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা জানে যে আত্মাকে পুনর্জন্ম নিতেই হবে। পুনর্জন্মকেই জন্ম-মৃত্যু বলা হয়। শেষে যে আত্মারা আসে, হতে পারে একটাই জন্ম নিতে হয়। ব্যস, শরীর ছেড়ে তারপর ফিরে যাবে। পুনর্জন্ম নেওয়ার বিষয়েও অনেক বড় হিসেব- নিকেশ থাকে। কোটি কোটি মানুষ সুতরাং প্রত্যেকেরই তো এক-এক করে বিস্তারে বলা সম্ভব নয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বলে থাকো - বাবা, আমাদের দেহের যত সম্পর্ক আছে সব ত্যাগ করে এখন আমরা তোমার গলার হার হতে এসেছি অর্থাৎ বেঁচে থাকতেই তোমার হয়েছি। পুরুষার্থ তো শরীরের সাথে করতে হবে। একলা আত্মা তো পুরুষার্থ করতে পারবে না। বাবা বসে বোঝান - যখন রুদ্র যন্ত্র রচনা করে তখন সেখানে বড় শিবের চিত্র তৈরি করে মাটি দিয়ে, আর সেইসঙ্গে অনেক শালগ্রামের চিত্রও মাটি দিয়ে তৈরি করে। এখন সেগুলো কোন্ শালগ্রাম, যেগুলো গড়ে তারপর তাদের পূজা করে? শিবকে মনে করে যে তিনি পরমপিতা পরমাত্মা। শিবকে মুখ্য রূপে রাখে। আত্মা তো অসংখ্য। সুতরাং তারা অনেক শালগ্রাম তৈরি করে। ১০ হাজার অথবা ১ লক্ষ শালগ্রাম তৈরি করে। প্রতিদিন তৈরি করে তারপর ভেঙে ফেলে তারপর আবার বানায়। এতে কতো পরিশ্রম করতে হয়। না পূজারি, না যারা যন্ত্র রচনা করেছে তারা কেউ-ই জানে না যে এই শালগ্রামগুলো কার প্রতিনিধিত্ব করে। এতো আত্মা কি পূজার যোগ্য? না। আত্মা, মনে করো ভারতবাসীদের ৩৩ কোটি শালগ্রামও যদি তৈরি করে তাও সেটা সম্ভব নয়, কেননা সবাই বাবাকে সাহায্য করে না। বড় গুহ্য এই বিষয় বোঝার জন্য।

চার পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে থাকে রুদ্র যন্ত্র রচনা করার জন্য। আত্মা, শিব তো পরমপিতা পরমাত্মা ঠিক আছে কিন্তু এতো শালগ্রাম বাচ্চা তারা কে, যাদের পূজা করা হয়। এই সময় তোমরা বাচ্চারাই বাবাকে জেনে থাকো আর তাঁর সাহায্যকারী হয়ে ওঠো। প্রজারাও তো সাহায্য করে তাইনা। শিববাবাকে যে স্মরণ করবে, সেই স্বর্গে চলে যাবে। সে যদি কাউকে গুণান নাও দিয়ে থাকে তাও স্বর্গে যাবে। এইরকম অসংখ্য হবে। কিন্তু মুখ্য হলো ১০৮ রত্ন। মাঝ্মাকেও দেখো কতো মূল্যবান রত্ন। তাঁর কতো পূজা হয়ে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা দেহ-অভিমনে রয়েছে। কোনো মানুষ এমন বলবে না যে আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। যে সন্তান হবে তার পরমাত্মার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানা উচিত। পারলৌকিক বাবার বায়োগ্রাফি অসাধারণ। সুতরাং বাচ্চারা এখন বলে এখন জীবিত থেকেও মরে গিয়ে বাবা আমরা তোমার গলার হার অবশ্যই হবো। আত্মাদেরও বড়-বড় মালা আছে। তেমনই মনুষ্য সৃষ্টিতেও সবচেয়ে বড় মালা আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মুখ্য। এনাকে আদম, আদি দেব, মহাবীরও বলা হয়। এসবই হলো বড়ই গুহ্য বিষয়।

তোমরা বুঝেছো যে, আমরা সব আত্মারা এক নিরাকার পিতার সন্তান আর মনুষ্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বংশবৃক্ষ। যাকে জিনোলজিক্যাল ড্রিও (বংশলতিকা) বলা হয়। যেমন সারনেম (উপাধি) হয় না - আগরওয়াল, তার পরিবারের বাচ্চারা, নাতি সবাই আগরওয়ালই হবে। বংশতালিকা তৈরি করা হয় তাইনা। এক থেকে বৃদ্ধি পেতে-পেতে অনেক বড় ঝাড় হয়ে

যায়। যে আত্মারাই আছে সবাই শিববাবার গলার হার। সবাই অবিনাশী। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছেন। নতুন দুনিয়া কিভাবে রচনা করা হয়, প্রলয় হয় কি ? হয়না। দুনিয়ার তো স্থায়িত্ব থাকে শুধু বাবা এসে একে নতুন করে তোলেন যখন এই দুনিয়া পুরানো হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝেছি আমরা সবার মধ্যে নতুন ছিলাম। আমাদের আত্মা নতুন এবং পবিত্র ছিল। পিওর সোনা ছিল, আর সেইজন্যই আমরা আত্মারা সোনার গয়নাও (কাঞ্চন শরীর) পেয়েছিলাম, যাকে কায়া কল্পতরু বলা হয়। এখানে তো মানুষের গড়পড়তা আয়ু ৪০-৫০ বছরের হয়। কারো-কারো ১০০ বছর হয়ে থাকে। ওখানে তোমাদের আয়ু এভারেজ ১২৫ বছরের কম হয়না। তোমাদের আয়ু কল্প বৃক্ষের সমান বানানো হয়। কখনও অকাল মৃত্যু হবে না। তোমরা আত্মারা শিববাবার বাচ্চা, ব্রহ্মা দ্বারা অবশ্যই ব্রাহ্মণ জন্ম হবে, তার মধ্যেই প্রজাদের রচনা করা হয়। সর্বপ্রথম তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হও। শিববাবা তো একজন তবে মাতা কোথায়? এটাও বড় গুহ্য বিষয়। আমি এর দ্বারা তোমরা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করি। সুতরাং তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে বেঁচে থেকেও মরে যাও। ওরা যারা অ্যাডপ্ট করে ধন-সম্পত্তি দেওয়ার জন্য। বাবা অ্যাডপ্ট করেন স্বর্গের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, তার জন্য তোমাদের যোগ্য করে তোলেন। সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন সেইজন্যই এই পুরানো দুনিয়াতে জীবিত থেকেও মরে যেতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে বাবার হতে হবে। আমরা পরমধাম নিবাসী তারপর সত্যযুগে গিয়ে সুখের পার্ট প্লে করব। এ'সব বিষয়ে বাবাই বসে বোঝান। এসব কথা শান্ত্রে নেই। এখন বাবা বসে তোমরা আত্মাদের পবিত্র করে তুলছেন। আত্মার মধ্যে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করছেন। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো। ওরা তারপর তিজরির (তৃতীয় নেত্রের কাহিনী) কথা বসে শুনিচ্ছে। বাস্তবে এই কথা এখনকার জন্য। ব্রহ্মান্ড থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সব খবর তোমরা পেয়ে থাকো। বাবা একবারই এসে বুঝিয়ে থাকেন। সন্ধ্যাসীরা তো পুনর্জন্ম নিতেই থাকে। ইনি আসেন এবং বাচ্চাদের পড়ান। ব্যস্। এটা তো একেবারেই নতুন কথা। শান্ত্রে তো এ কথা লেখা নেই। এটা অনেক বড় একটা কলেজ। এখানে নিয়ম হচ্ছে এক সপ্তাহ খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। ভাঙিতে বসতে হবে। গীতা পাঠ অথবা ভাগবত পাঠও এক সপ্তাহ ধরে চলে তাইনা, সুতরাং সাতদিন রোজ ভাঙিতে বসতে হবে। বিকারগ্রস্ত তো সবাই, যদিও সন্ধ্যাসীরা ঘর পরিবার ছেড়ে নির্বিকারী হয় তবুও বিকার দ্বারা জন্ম হওয়ার জন্য ওরা নির্বিকারী হওয়ার জন্য সন্ধ্যাস নিয়ে থাকে। কেউ কেউ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে কারণ তারা উদাহরণ দেখে। কেউ অনেক বেদ-শাস্ত্র পড়তে-পড়তে শরীর ত্যাগ করে তারপর ঐ সংস্কার অনুসারে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তাই তারা শৈশব থেকেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারে। জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে যখন অপবিত্র মনে করে তখন পবিত্র হওয়ার জন্য সন্ধ্যাস নিয়ে থাকে। তোমরা তো একবারই পবিত্র হয়ে দেবতা হও। তোমাদের এরপর সন্ধ্যাস করার প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং ওদের সন্ধ্যাস তো অসম্পূর্ণ থেকে গেল তাইনা। এ'সব বিষয়ে ওরা নিজেরাও কিছু বোঝাতে পারে না। বাবা বসে তোমাদের বোঝান। তিনি হলেন উত্তম থেকে উত্তম পিতা, তোমরা যাঁর সন্তান হয়েছ। এটা একটা স্কুল, প্রতিদিন যেখানে নতুন-নতুন বিষয় বেরিয়ে আসে। তিনি বলেন আজ গুহ্য থেকে গুহ্য বিষয় শোনাচ্ছি। না শুনলে ধারণা হবে কীভাবে? এখন বাবা বসে বোঝান তোমরা বাচ্চারা আমার হয়েছো যখন, তখন এই শরীরের বোধ ত্যাগ কর, আমি গাইড হয়ে এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

তোমরা হলে পান্ডব সম্প্রদায়। ওরা (লৌকিক) হলো শরীরধারী পান্ডা, তোমরা আত্মিক পান্ডা। ওরা শারীরিক যাত্রা করতে নিয়ে যায়। তোমাদের হলো আত্মিক যাত্রা। ওরা পান্ডবদের হাতে অস্ত্র দিয়ে, যুদ্ধের ময়দানে ওদের দেখিয়েছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে শক্তি চাই। সংখ্যায় অনেক হলে তোমাদের শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন আমি তোমাদের এই ব্রহ্মা দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছি সুতরাং একে (ব্রহ্মা) মাতা-পিতা বলা যায়। এমনিতে তো সবাই বলে তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক। আচ্ছা, ওঁনাকে তো গডফাদার বলা হয়। গডমাদার তো বলা হয় না। তবে মাদার কিভাবে বলবে? লোকেরা তারপর জগদম্বাকে মাদার বলে মনে করে। কিন্তু না, তারও মাতা-পিতা আছে, কিন্তু কে তার মাতা? এগুলো খুবই গভীর বিষয়। গায়ন তো আছে কিন্তু কে প্রমাণ করে বোঝাতে সক্ষম হবে? তোমরা জানো ইনি (ব্রহ্মা) মাতা-পিতা। প্রথমে মাতা। তোমাদের এই ব্রহ্মা মাতার কাছেই প্রথমে আসতে হয়। এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের অ্যাডপ্ট করি, সেইজন্যই ইনি মাতা-পিতা। এই কথা কোনো শান্ত্রে নেই। এ'সবই বাবা বসে বোঝান - কীভাবে তোমরা মুখ বংশাবলী হও। আমি ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমাদের রচনা করি। যেমন কোনো রাজা, তিনি মুখ দ্বারা বলবেন তুমি আমার। আত্মাই বলে থাকে। কিন্তু তবুও তাকে মাতা-পিতা বলা যায় না। বড় চমৎকার এই বিষয়। তোমরা জানো আমরা শিববাবার হয়েছি সুতরাং এই দেহ বোধ ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে আত্মা অশরীরী মনে করা পরিশ্রমের কাজ। একে বলাই হয় রাজযোগ আর জ্ঞান। দুটো শব্দ এখানে আসে। যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তাকে বলা হয় রাম-রাম জপ করো অথবা গুরু নিজের নাম বলে থাকে। কোনো গুরু মারা গেলে তার সন্তানকে গুরু করা হয়। এখানে বাবার সাথে সবাইকে যেতে হবে। এই মৃত্যুলোকে এটা অন্তিম জন্ম। বাবা আমাদের অমরলোকে নিয়ে যান,

ভায়া মুক্তিধাম যেতে হবে ।

এটাও বোঝানো হয়েছে যখন বিনাশ হয় তখন এই কলিযুগের সম্পূর্ণ নিচে চলে যায়। সত্যযুগ উপরে উঠে আসে। সমুদ্রের নিচে কিছু চলে যায় না। এখানে তোমরা বাচ্চারা সাগরের কাছে আসো রিফ্রেশ হতে। এখানে তোমরা সামনে বসে জ্ঞানের ডাম্প দেখো, দেখানো হয় যে গোপ-গোপিনীরা কৃষ্ণকে ডাম্প করিয়েছে, এই সব হলো এই সময়েরই। চাতক (পাখি যারা বৃষ্টির ফোঁটার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে) বাচ্চাদের সামনে বাবার মুরলী চলে। বাচ্চাদেরও শিখতে হবে। তারপর যে যতটা শিখতে পারবে। তোমাদের বোঝাতে হবে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নাও। তোমরা হে ভগবান বলো, তিনি তো রচয়িতা, অবশ্যই স্বর্গ রচনা করবেন। এই একজনই পিতা যিনি স্বর্গ রচনা করেন যা তারপর অর্ধেক কল্প ধরে চলে। বাবা তোমাদের কত রহস্য বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চাদের পরিশ্রম করে ধারণ করতে হবে। স্বদর্শন চক্রের রহস্যও বাবা কত পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন। ৮৪ জন্মের চক্রকে ব্রাহ্মণরাই স্মরণ করতে পারে। এটা হলো বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে চক্রকে স্মরণ করা। কিন্তু মায়া ঋণে-ঋণে যোগ ছিন্ন করে দেয়, বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সহজ হলে সবাই পাশ করত। লক্ষ্মী মালা তৈরি হয়ে যেত। এই ড্রামা নিয়মানুযায়ী তৈরি হয়েছে। প্রধান হলো ৮, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য হতে পারে না। ত্রৈতার শেষে যত প্রিন্স-প্রিন্সেস থাকবে সবাই মিলে অবশ্যই এখানে পড়াশোনা করবে। প্রজা হবে যারা তারাও পড়বে। এখানেই কিংডম স্থাপন হয়। বাবাই কিংডম স্থাপন করেন, আর কোনো প্রিন্সেপ্টর (গুরু) রাজধানী স্থাপন করে না। এটা বড়ই চমৎকার রহস্য। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কোথা থেকে এসেছিল? কলিযুগে তো রাজত্বই নেই। এখন অনেক ধর্ম। ভারতবাসী এখন কাঙাল হয়ে গেছে। কলিযুগের রাত শেষ হয়ে, দিন শুরু হয় এবং রাজত্বও শুরু হয়। এখানে কি হলো? ওরা আল্লাহ-আলাদিনের খেলা দেখায় না, যেখান থেকে কারুনের খাজানা (প্রচুর গুপ্তধন) বেরিয়ে আসে! তোমরা সেকেন্ডের মধ্যে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বৈকুন্ঠ দেখে আসো। আচ্ছা!

মাতা-পিতা, বাপদাদা, বাচ্চারা সম্পূর্ণ পরিবার একসাথে বসেছে। মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) বাবার মতো সবাইকে রিফ্রেশ করে তোলার সেবা করতে হবে। চাতক হয়ে জ্ঞানের ডাম্প করতে হবে আর করাতেও হবে।

২) এই শরীর বোধকে ছেড়ে পুরানো দুনিয়া থেকে জীবিত থেকেও মরে যেতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে স্বর্গের উত্তরাধিকারের যোগ্যও করে তুলতে হবে।

বরদানঃ:- হোলির অর্থ স্বরূপে স্থিত হয়ে সত্যিকারের হোলি উদযাপনকারী হাইয়েস্ট হোলিয়েস্ট ভব "হো লী" অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে সেটা অতীত হয়ে গেছে। যে সীন হয়ে গেছে হো লী অর্থাৎ মিটে গেছে। যা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে সেটা অতীত। অতীতকে অতীত হতে দেওয়ার জন্য সবসময় ড্রামার ঢালকে ব্যবহার করতে হবে। হোলির রঙ তখনই পাক্সা হয় যখন প্রতি মুহূর্তে স্মরণ থাকে যে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। সে কখনো ড্রামার কোনো দৃশ্য দেখে কেন, কী কীভাবে ইত্যাদি প্রশ্নে জড়ায় না। সবসময় জ্ঞান মন্বন করে নিজের হোলিয়েস্ট (পবিত্রতম) এবং হাইয়েস্ট (সর্বোচ্চ) স্টেজ (স্থিতি) তৈরি করে থাকে।

স্লোগানঃ:- সবচেয়ে বড় ধনবান সে যার কাছে পবিত্রতার সর্বশ্রেষ্ঠ খাজানা (সম্পদ) আছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সবাইকে সুখ প্রদানকারী ভোলা ব্যাপারী হলেন একমাত্র বাবা, তিনি-ই তোমাদের সকল পুরানো জিনিস নিয়ে নতুন প্রদান করেন, তাঁরই পূজা হয়”

*প্রশ্ন:- তোমাদের গডলি মিশনারী-র কর্তব্য কী? তোমাদেরকে কিরকম সেবা করতে হবে?

*উত্তর:- তোমাদের কর্তব্য হল সকল মানুষের কল্যাণ করা। সবাইকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য বাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা সবাইকে বলো যে স্বর্গের স্থাপনকর্তা বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। তোমরা সবাইকে আমাদের লক্ষ্যের বিষয়ে অবগত করবে। যারা দেবতাদের মান্য করে, যারা তোমাদের কুলের হবে, তারাই এইসব কথাগুলিকে বুঝতে পারবে। তোমাদের হলো আধ্যাত্মিক কথাবার্তা।

*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ শিববাবা বসে বোঝাচ্ছেন। ভোলানাথ হলেন এক শিব বাবা। গৌরীনাথ নাম যারা বলে থাকে, গৌরী বলতে কোনও এক পার্বতীর কথা বলা হয়নি। গৌরীনাথ বা বাবুলনাথ অর্থাৎ বাবুলের মতো কাঁটাকে ফুল আর যারা শ্যাম বর্ণ হয়ে গেছে তাদেরকে যিনি গৌর বানাচ্ছেন। সমস্ত মহিমা হলো এক বাবারই। এটা হলো মনুষ্য সৃষ্টিকর্ষী বৃষ্ণ বা ড্রামা। যখন ড্রামা বলা হয়, তখন তাতে যারা মুখ্য অ্যাক্টর্স থাকে, তাদের কথা স্মরণে আসে। মুখ্য অবশ্যই হিরো-হিরোইনের জুটিই হবে। এখানেও মুখ্য চরিত্র রূপে অবশ্যই কাউকে চাই। মাতা পিতা হলেন সুনামধন্য। সূক্ষ্ম লোকে বলে দেয় শংকর পার্বতি আছেন। ব্রহ্মার বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে কেউই অবগত নয়। ব্রহ্মা-সরস্বতী বলে দেয়, কিন্তু তারা কোনও জুটি নয়। বাস্তবে শংকর পার্বতিরও কোনও জুটি নেই। এই জগতের মানুষ বিষ্ণুকেও জানেনা। বিষ্ণুকে যে অলংকারে সজ্জিত করেছে, সেইসব তাঁর জন্য সঠিক নয়। এখানে লক্ষ্মী নারায়ণের জুটি বলা হবে। এখন সবার থেকে ভোলানাথ তাঁকে বলা হবে যিনি অনেক সুখ প্রদান করেন। ভোলানাথ আবার ব্যাপারীও। আমাদের থেকে পুরানো জিনিস নিয়ে নতুন প্রদান করেন। সবার আগে বুদ্ধিতে এটা ভাবতে হবে যে - সবার থেকে উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ কে? সবথেকে বেশী সুখ কে প্রদান করেন? যিনি অনেককে সুখ প্রদান করেন, তাঁর পূজাও হয়। তো এইসব হল বিচার সাগর মন্ডন করার বিষয়। বিচার সাগর মন্ডন কথাটি অত্যন্ত সুপরিচিত। তো বিচার করা যায় মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ, আচ্ছা তারা কিরকম সুখ প্রদান করেছেন, যার জন্য সাধারণ মানুষ তাদের নাম জপ করে বা পূজা করে? বাস্তবে তারা তো কোনও সুখ প্রদান করেননি। তবে হ্যাঁ, তারা সুখধামের মালিক ছিলেন, কিন্তু তাদেরকে এইরকম কে বানিয়েছেন? এর আগে তারা কোথায় ছিলেন? যদি বাবা তাদেরকে এইরকম না বানাতেন, তাহলে তারা কোথায় থাকতেন! এইসব কথা তো বাচ্চারা জানে। আত্মার তো কখনও বিনাশ হয় না। তাদের এইরকম কাজ কে শিখিয়েছেন, যে কারণে তারা এত উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদা লাভ করেছেন? অবশ্যই কোনও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে থাকবে! জগতের মানুষ এটা জানে না যে পূর্ব জন্মে তারা কি ছিলেন? তোমরা এখন জেনে গেছো যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮৪ জন্ম ভোগ করে অন্তে ব্রহ্মা সরস্বতী হন। তাহলে কি লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা গাওয়া উচিত নাকি তাদেরকে এইরকম হওয়ার জন্য যিনি পুরুষার্থ করিয়েছেন অথবা প্রালঙ্ঘন দিয়েছেন, তাঁর মহিমা করা উচিত? বোঝাতে হবে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রজাদের জন্য কি করে গেছেন? তাদেরও সমগ্র রাজধানী ছিল কিন্তু গায়ন কেবল এক এরই হয়ে থাকে। শংকরাচার্য এসে সন্ন্যাসীদের রচনা রচেন, তারপর তাদের পালনও করেছেন। তারপর যখন তমোপ্রধান অবস্থায় পরিণত হয়, তখন তাদের সতোপ্রধান কে বানাবেন? মায়া সবাইকে তমোপ্রধান বানিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা সতোপ্রধান ছিলেন, পুনরায় চক্র পরিচর্যা করে তমোপ্রধান হয়ে গেছেন। প্রত্যেকেরই এইরকম অবস্থা হয়। যে যত বড় পদাধিকারীই হোক না কেন - সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতেই হবে। এই সময় সবাই হল পতিত। তো তমোপ্রধান দুনিয়াকে পুনরায় সতোপ্রধান কে বানাবেন? সর্বপ্রথমে সতোপ্রধান সুখে আসে তারপর দুঃখে গমন করে। বাচ্চারা, এই রহস্য এখন তোমাদের বোঝানো হচ্ছে। ৮৪ জন্ম নিতে হয় তো অবশ্যই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতেই হবে। প্রতিটা জিনিসকে সতঃ রজঃ তমঃ অবশ্যই হতে হবে। ধর্ম স্থাপকদেরও এই অবস্থা হয়। তারাও এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তাহলে এখন উচ্চ থেকেও উচ্চতম সবথেকে শ্রেষ্ঠ কে, যিনি কখনও তমোপ্রধান হন-ই না? যদি তিনিও তমোপ্রধান হয়ে যেতেন তাহলে সবাইকে সতোপ্রধান কে বানাবে? তাহলে সব কৃতিত্ব তাঁরই হয়ে যায়। এইরকম ভাবে মনন-চিন্তন করলে বুদ্ধিতে যে পয়েন্ট আসে, সেটা অন্যদেরকে শোনাতেও ভালো লাগে। ভোলানাথ পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সকলের সদ্গতি দাতা, সকলকে সতোপ্রধান করেন। যখন সবাই দুর্গতি থেকে রক্ষা

পেয়ে গতি সঙ্গতি প্রাপ্ত করে। নম্বরের ক্রমানুসারে যারা সবার আগে আসবে তারাই সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ হয়ে তারপর তমোপ্রধান অবশ্যই হবে। সর্ব প্রথম যখন আত্মা এই ধরায় অবতীর্ণ হয় তখন তাকে সুখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ ভোগ করতে হয় না। মানুষ বুঝতে পারে না যে এ হলো নতুন সোল এইজন্য এত সুখ, সম্মান প্রাপ্ত হয়। এখন সকলেরই তমোপ্রধান অবস্থা হয়ে গেছে। তত্ত্ব, খনি ইত্যাদি সবই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। নতুন ছিল, এখন পুরানো হয়ে গেছে। সেখানকার আনাজ ফল ফুল ইত্যাদি কতোইনা সুন্দর হয়, সেটাও বাচ্চাদেরকে সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে। কন্যারা সূক্ষ্ম বতনে যেত, সেখান থেকে ফিরে এসে বলতো যে বাবা সোমরস পান করিয়েছেন। অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা, জিনিসও শ্রেষ্ঠ প্রদান করবেন। বাচ্চাদেরকে এটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে - সবার থেকে উচ্চ হলেন এক ভগবান। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। গড ফাদার বলা হয়, গড থাকেনই উপরে। আত্মা গড ফাদারকে স্মরণ করে কেননা আত্মা দুঃখী হয়ে গেছে তাই ভোলানাথ বাবা এসে পুনরায় সুখ প্রদান করেন। তাহলে কেন তাঁকে স্মরণ করবে না। আত্মা বলে যে আমরা শরীরের সাথে যখন দুঃখী হই তখন বাবাকে অনেক স্মরণ করি। রাবণ শত্রু দুঃখ দেয় তাই বাবাকে স্মরণ করে। দুঃখ পেলে আমরা সকল আত্মারা পরমাত্মাকে স্মরণ করি। আবার যখন আমরা আত্মারা স্বর্গে থাকি তখন বাবাকে স্মরণ করি না। এই আত্মা বলছে, বাবাকেই আহ্বান করবো তাই না! সাধারণ মানুষ তো তাঁর অকু্যপেশন, বায়োগ্রাফি কিছুই জানে না। না ডামার রহস্যকে জানে যে কিভাবে আত্মা চক্রে আবর্তিত হয়। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে - মায়া রাবণ দুঃখ দেয়। এই রাবণ রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। এটাও বোঝাতে হবে, কেননা এটা কারো জানা নেই যে সবথেকে পুরানো শত্রু হল রাবণ। তারই মতে এই পার্টিশান ইত্যাদি হয়েছে।

বাচ্চারা এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। তিনিই হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। তিনি যখন আসেন তখনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু শংকরের দ্বারা কার্য করিয়ে নেন। উচ্চ থেকেও উচ্চতম এক বাবা-ই আছেন, তাঁর বায়োগ্রাফি কেউ জানে না। এই খেলা এইরকম তৈরী হয়ে আছে। তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে সবথেকে বড় শত্রু হল রাবণ। তার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা তাদেরকেই বোঝাচ্ছেন, যারা কল্প পূর্বে বুঝেছিল। তারাই এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়। এখন ভেবে দেখো সত্যযুগ থেকে ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত কতো সম্প্রদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তো এত সবাইকে জ্ঞান দেওয়ার সার্ভিস করতে হবে। সকলের মধ্যে জ্ঞানের বীজ রোপন করতে হবে। জ্ঞানের তো বিনাশ হয় না। যারা যুদ্ধ করছে (সৈনিক) তাদেরকেও উদ্ধার করতে হবে। আমাদের দৈবী সম্প্রদায়ের আত্মা যেখানেই থাকবে, তারা ঠিক বেরিয়ে আসবে। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের জন্য বলা হয় যে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হলে স্বর্গে যেতে পারবে কিন্তু শুধু মুখে বললেই স্বর্গে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদেরকে জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাচ্ছো। জীবনের লক্ষ্য কেবল ব্রাহ্মণেরাই দিতে পারে, মরতে তো হবেই। মুসলমান আল্লাহকে স্মরণ করবে, শিখ গুরুনানককে স্মরণ করবে, কিন্তু স্বর্গে খোড়াই যেতে পারবে। সপ্তমের সময় স্বর্গে যেতে হয়। তো এই পার্থিব জগতের সৈনিকদেরকে তোমরা ব্রাহ্মণেরা ছাড়া আর কেউ এই মন্ত্র দিতে পারবে না। স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন সবথেকে উচ্চ সেই বাবা। এটা তো ঠিক আছে যে ভগবানুবাচ - যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে শরীর ত্যাগ করলে স্বর্গে যেতে পারবে। কিন্তু কোন্ যুদ্ধ? যুদ্ধ হল দুই প্রকার। একটা হল আত্মিক আর অন্যটি হল শারীরিক। ওই বন্দুকধারী সৈনিকদেরকেও তোমরা জ্ঞান শোনাতে পারো। গীতাতেও আছে মন্মনা ভব। নিজের বাবাকে আর স্বর্গকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গে যেতে পারবে। যখন সপ্তম যুগ হবে তখনই তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে। সেসব হল পার্থিব জগতের কথা আর এ হল আধ্যাত্মিক কথা। আমাদের হল মায়ার উপর জয়ী হওয়ার যুদ্ধ। মৃত্যুর সময় মানুষের কানে মন্ত্র দেওয়া হয়। মৃত্যু হতে পারে জেনেও এরা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, তাই এদেরকে বাবার সন্দেশ দিতে হবে। একদিন সরকারও তোমাদেরকে বলবে যে এই জ্ঞান সবাইকে দাও। তোমরা হলে গডলী মিশনারী। তোমাদের কাজ হলো অনেকের কল্যাণ করা, বলো - ভগবানকে স্মরণ করো। এখন স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে তো তারা শুনে অনেক খুশী হবে। যারা এই কুলের হবে তারা তোমাদের কথাকে মান্যতা দেবে। যারা দেবতাদের মান্য করে তারা এই কথাগুলিকে বুঝবে, তো সকলের কল্যাণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে স্বর্গে যেতে পারবে না। স্বর্গের স্থাপনকর্তা বাবাকে যখন স্মরণ করবে তখনই কল্যাণ হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে জগতিক সৈনিকেরা যুদ্ধ করতে করতে শরীর ত্যাগ করার সময় সেই সংস্কার নিয়ে যায় তাই পুনরায় পরবর্তী জন্মে যুদ্ধক্ষেত্রেই আসতে হয়। আত্মা, সংস্কার নিয়ে যায় তাই না! স্বর্গে তো যেতে পারবে না। যারা ভারতের সেবা করে, তারা ফল তো অবশ্যই পাবে। তো তাদেরকেও সার্ভিস করতে হবে, বড়-বড়দের বোঝাতে হবে। তোমাদের প্রভাব প্রতিফলিত হবে। তোমাদেরকে বলবে - এখানে এসে ভাষণ করো। যেরকম মেজর বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। যেখানে সেখানে বোঝানোর জন্য ঢুকে যেতে হবে। বড়দেরকে বোঝালে অনেক ছোটোরাও বেরিয়ে আসে। কিন্তু গুরুকে আগে বোঝালে তার চ্যালা বা শিষ্যরা তার মাথাই খারাপ করে দেবে, তারপর সেই গুরুকে সরিয়ে অন্য কাউকে গদিতে বসিয়ে দেবে, কেননা এটা হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা তাই না। সমগ্র দুনিয়াতে একটা মানুষও গীতাকে সম্পূর্ণরূপে বোঝে না। বলে যে অবশ্যই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ

জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তারপর কি হয়েছিল এটা কেউ জানে না। সাধারণ মানুষ কিছুই জানে না। এই সময় সবাই হল তমোপ্রধান। খ্রীষ্টানরাও এটা মনে করে যে ক্রাইস্ট এখানে ভিক্ষুক রূপে আছেন। পুনরায় ভিক্ষুক থেকে ধনবান কে বানাবে? সকলের সঙ্গতিদাতা তো হলেন একজনই, তিনি হলেন পরমাত্মা। অতএব তোমরা বাচ্চারা যদি ভালোভাবে বসে বোঝাও তাহলে অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা পতিত পাবন, তো তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে। যারা যোগ্য হবে তারা ঠিকই বেরিয়ে আসবে। স্বদর্শন চক্রের বা মন্মনা ভব-র অর্থ যাদের বুদ্ধিতে আছে তাদেরকেই ব্রাহ্মণ বলা হবে। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হতে পারবে না। প্রজা তো অনেক হবে। ত্রেতার অষ্টম পর্যন্ত যারা আসবে সেই আত্মাদের এখন এই মন্ত্র প্রাপ্ত হবে। তীর তাদেরই লাগবে যারা আমাদের কুলেরই হবে। তোমাদের তীরে এখন তীক্ষ্ণতা আসতে থাকে। তারপর ভবিষ্যতে অতি তীক্ষ্ণভাবে বাণ বিদ্ধ হবে। সন্ন্যাসীদেরও বাণ লেগেছে, তাই না! তখন মনে করে এই তীর ভগবানই মেরেছেন। তোমাদের জ্ঞান-বাণ এখন তীক্ষ্ণতর, সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে। মুখ্য বাণ হলো একটিই -- মন্মনাভব। বাবা যথার্থ ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এ হল সঙ্গম যুগ, যেখান থেকে তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে। মহাভারতের যুদ্ধও সামনে অপেক্ষাকৃত। সেটাও হল যুদ্ধের ময়দান, এটাও হল যুদ্ধের ময়দান। মায়ার উপর জয়ী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। সাধারণ প্রজাও অনেক হবে। যারা এই কুলে আসার নয়, তাদের কোনও কিছুই স্মরণে আসবে না। সার্ভিসের জন্য বিচার সাগর মন্মন করতে থাকবে তো তখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের পয়েন্টস আসবে। সেই যুদ্ধেও বিচার সাগর মন্মন চলবে যে - এই এই রকম করলে জয়ী হওয়া যাবে। বুদ্ধি তো চলতেই থাকে তাই না। প্র্যাক্টিসও করতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ সুদৃষ্টি হয়ে ওঠে তখনই ময়দানে যুদ্ধ করতে যায়। তোমাদের কাছে অগণিত জিজ্ঞাসু আসবে। ভগবানের দরবারে ভক্তদের ভিড় তো হবেই, মশার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে। প্রাইম মিনিষ্টার বা কিং কুইনের সামনেও এতো ভিড় হয় না, যতটা ভগবানের কাছে ভক্তদের ভিড় হবে। তখন সেই ভাবনা নিয়ে আসবে। কোনও খারাপ চিন্তা থাকবে না। ইনি তো হলেন নিরাকার বাবা তাই না। তো বোঝা যায় যে ভগবানের সামনে ভক্তদের ভিড় হওয়া চাই, সবাইকে এখানেই আসতে হবে। এখানে তোমাদের জড় স্মরণিক একদম অ্যাক্যুরেট আছে। শিববারারও চিত্র আছে, জগৎপিতা, জগৎ অম্বাও আছেন। এটা হল তোমাদের এই সময়কার গ্রুপ - শক্তি সেনার গ্রুপ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্র আর মন্মনা ভব-র অর্থ বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে ধারণ করতে হবে। সবাইকে লক্ষ্যের বিষয়ে অবগত করার সেবা করতে হবে।

২) মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য বিচার সাগর মন্মন করে জ্ঞানের গভীরে যেতে হবে। রক্ত বের করে আনতে হবে।

বরদানঃ:- পবিত্রতার স্টেজ এর দ্বারা অবিনাশী ঈশ্বরীয় আনন্দের অনুভবকারী হোলীহংস ভব হোলি-তে সবাই নিজেকে বড়-ছোটো ভুলে সবাই এক সমান মনে করে আনন্দে খেলায় মেতে ওঠে, শত্রুতার সংস্কার ভুলে মঙ্গল মিলন করে। এই রেওয়াজও এই সময়কার। বাচ্চারা তোমরা যখন হোলি অর্থাৎ পবিত্রতার স্টেজে থাকো, বাবার সঙ্গ-এর রঙে রঙ্গীন হয়ে ওঠো তখন ঈশ্বরীয় আনন্দে দেহ বোধ বা ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধের বোধ, নিজেকে ছোটো বা বড় ভাবা - এই সবকিছু বিস্মৃত হয়ে একটাই আত্ম স্বরূপের ভাব থাকে। এটাই হল হোলী হংসের স্থিতি। এরই স্মরণিক রূপে প্রতি বছর হোলি উৎসবের রূপে পালন করে থাকে।

স্নোগানঃ:- যার জীবনে শীতলতা রয়েছে, তারা অন্যদের ক্রোধে তপ্ত চিত্তকে জয় করে নিতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে বাবার অক্যুপেশন (কর্ম-কর্তব্য) এবং গুণ সহ তাঁকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণের দ্বারা তোমরা বিকর্মজিৎ হতে পারবে, বিকারের ময়লা ভস্ম হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের পক্ষে জ্ঞানের ধারণা করা অত্যন্ত সহজ হতে পারে?

*উত্তরঃ - যাদের মধ্যে কোনো রকমের পুরানো উল্টোপাল্টা সংস্কার নেই, যাদের বুদ্ধি স্মরণের দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে থাকে, তারা খুব ভালোভাবে জ্ঞানের ধারণা করতে পারে। ২ - পবিত্র বুদ্ধিতেই অবিনাশী জ্ঞানরত্ন ধরে রাখা যায়। ৩ - ভোজন অত্যন্ত শুদ্ধ হতে হবে - বাবাকে অর্পণ করে তারপর তা গ্রহণ করলে জ্ঞানের ধারণা খুব ভালোভাবে হয়। জ্ঞান ধারণ করতে করতে তোমরা মুরলীধর হয়ে যাও।

*গীতঃ- তোমাকে আহ্বান করতে হৃদয় চায়...

ওম শান্তি। আত্মা পরমাত্মাকে আহ্বান করে, শুধু আত্মা বললে বলা হবে যে, আত্মা তো বাণীরও উর্ধ্বে। সেইজন্যই বলা হয় জীবাত্মা পরমাত্মাকে আহ্বান করে। পরমাত্মার কথা বললে ভক্তদের বিচার বুদ্ধি যে কত জায়গায় ঘুরতে থাকে তার ঠিক নেই। মানুষ কোনো কিছুই বুঝতে পারেনা, কারণ তারা ভাবে পরমাত্মা তো সর্বব্যাপী তাহলে তাদের বুদ্ধি কোন্ দিকে যাবে? তাঁকে সর্বব্যাপী ভাবার জন্য ভক্তরা বলে যে সবই ভগবানেরই রূপ। তাঁকে আহ্বান করে বটে কিন্তু বুদ্ধিতে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না। পরমপিতা পরমাত্মার দিকে বুদ্ধি অগ্রসর হয় না। কোনো জীবাত্মার বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন কখনো আসে না যে - আমরা এই জ্যোতির্লিঙ্গকে স্মরণ কেন করি? তিনি আমাদের কি দিয়েছেন যার জন্য আমরা তাঁকে স্মরণ করবো? যিনি অনেক কিছু দিয়ে থাকেন তাঁকেই স্মরণ করা হয়। তাঁর স্মৃতি আজীবন মনে থেকে যায়। যদি কেউ অল্প কিছু টাকা-পয়সাও দিয়ে থাকে সেই লেনদেন তো চলতেই থাকে। কিন্তু মনে করো কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে যদি কেউ বিশাল বড় অট্টালিকা তৈরি করে দেয় অথবা তার কন্যার বিবাহের জন্য সহায়তা করে তো, ওই ব্যক্তির স্মৃতি সারা জীবন ধরে তার মনে থেকে যায়। তার নাম রূপ চিরকাল স্মরণে থেকে যায় যে - অমুক ব্যক্তি আমাকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। বাচ্চারা, এখন তোমরা একথা জানো যে বাবা আমাদেরকে এই সমগ্র বিশ্বের মালিক করে তোলেন। সাধারণ মানুষের না আত্মার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রয়েছে আর না পরমাত্মার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রয়েছে। আত্মা তো হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যাকে দেখা যায় না। আত্মা কখন দেহে প্রবেশ করে আর কখন তা দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায় এ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। আত্মার সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র দিব্যদৃষ্টির দ্বারাই সম্ভব। মানুষ বলে ব্রহ্মতত্ত্ব সুতরাং ব্রহ্মেরও সাক্ষাৎকার সম্ভব। সেখানে অখন্ড প্রকাশময় ব্রহ্মতত্ত্ব দেখতে পাবে। ব্রহ্মতত্ত্বে অবশ্যই অনন্ত আলোকরাশি দেখতে পাওয়া যাবে। মানুষ যেটা ভাবে যে পরমাত্মা হলেন ব্রহ্মতত্ত্ব - তা সঠিক নয়। বাচ্চারা, পূর্বে তোমাদের বুদ্ধিতেও লিঙ্গ রূপ ছিল। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণা হয়েছে যে - তিনি তো নক্ষত্রের সমান। আত্মারও ওই একই রূপ, অন্য কোনো রকম রূপ হওয়া সম্ভব নয়। পরমাত্মাও একই বিন্দু রূপ। এখন শ্রী লক্ষী নারায়ণের কত মহিমা কীর্তন হয়, তাঁদের মধ্যে কী বিউটি রয়েছে? তাঁদের আত্মা এবং শরীর উভয়ই সতোপ্রধান পবিত্র, তাঁদের মুখমণ্ডল আনন্দময় ও গৌরবর্ণ। আত্মা তো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বোঝানো হয় যে যখন আত্মা ময়লা হয়ে যায়, তখন তার জ্যোতি স্থিমিত হয়ে যায়। এই জ্যোতির হ্রাস - বৃদ্ধি হওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। আমরা প্রদীপের উদাহরণ দিই কিন্তু আত্মা তো তার থেকেও ছোট্ট এক নক্ষত্রের মত। আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়ার সাথে সাথে দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তো নিজের রূপ বলেই দিয়েছেন। তোমরা জানো যে শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়। মানুষ শিবকে স্মরণ তো করে কিন্তু সেই জ্ঞানের আলোয় স্মরণ করে না। তারা সেই জ্ঞান জানেই না। অজ্ঞানতার কারণে স্মরণ করলেও সেই স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয় না। ওরা জানেই না যে যোগযুক্ত হয়ে থাকলে তবে বিকর্মজিৎ হতে পারবে। আত্মা তবে কি হবে? তারা সেটাও জানে না। তোমাদেরকে বাবা এখন বুঝিয়ে দেন যে যোগের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিৎ হতে পারবে, ৫ বিকারের ময়লা ভস্ম হয়ে যাবে। এ কথা বুঝিয়ে দেওয়ার পর আনন্দ সহকারে তাঁকে স্মরণ করবে। সাধারণ মানুষ একথা জানে না যে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন বাবা আমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। এছাড়া মানুষ তো অন্ধশ্রদ্ধায় রয়েছে, ভক্তি মার্গে তাঁকে স্মরণ করে যাতে অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়।

মানুষ তাঁকে এখানে আহ্বান করে, তোমরা জানো যে তাঁকে তো আহ্বান করার প্রয়োজন নেই। যখন পরমাত্মাকে ভালো করে চিনতেই পারেনি তাহলে তাকে ডাকবে কীভাবে? যাকে স্মরণ করা হয় তার মহত্বকে, অক্যুপেশনকে (কর্তব্য কর্ম)

এবং গুণাগুণের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পরমাত্মার পরিচয় কারোর কাছেই নেই, সেই কারণেই তারা জন্ম জন্মান্তর ধরে কি কি না করেছে, কোনো কিছুই বুঝতে পারেনি। এখন বাবা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। গায়ন রয়েছে যে, বাবা তুমি এসে আমাদের জ্ঞান শোনাও তবে তো আমরা তা শুনে অন্যদেরকে শোনাবো। যেমন আটার মধ্যে যতটুকু নুন দেওয়া হয়, ভক্তি মার্গের সংগীতের মধ্যেও এই জ্ঞান অল্প পরিমাণেই রয়েছে। এই সংগীত বাবার মহিমা কীর্তন করে - বাবাকে আহবান করে যে, বাবা তুমি এসে আমাদেরকে শোনাও তবেই তো আমরা অন্যদেরকে শোনাতে পারবো। এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও, তবেই তো আমরা মুরলীধর হতে পারবো। মুরলীধরকেই জ্ঞানী আত্মা বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা হলেন নিরাকার, তাহলে তিনি কীভাবে আসবেন? এখন তো তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আত্মা পরমধাম থেকে এখানে আসে। সর্বপ্রথম তাকে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হয়। তারা সকলেই বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু তাঁর অক্যুপেশনের ব্যাপারে কিছুই জানেনা, শুধু মাত্র তাঁকে আহবান করতে থাকে। তিনি আসেন না। বাবা বলেন, আমি যথার্থ সময়ে এখানে আসি যখন সঙ্গম যুগ শুরু হয়। সঙ্গম যুগ কখন শুরু হয়? যখন রাত্রি পূর্ণ হয়ে দিবসের সূচনা হয়। সঙ্গম যুগ এলো আর সাথে সাথে বাবাও এখানে আসেন। সঙ্গমযুগেই বাবা এসে আমাদেরকে পড়ান। এই সকল কথা এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো। বাবা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে - আমি নিরাকার কীভাবে এখানে আসবো। কখনো কেউ এ ব্যাপারে ভাবেনি। যদি কলিযুগের অন্তিমে তিনি এসেছিলেন, তো পুনরায় তিনি আসবেন তাই না। কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদি - এই দুইয়ের সঙ্গমেই তিনি আসেন। নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্য করার জন্যই তিনি আসেন। অবশ্যই এই সৃষ্টিকে পবিত্র করার জন্য আসেন। সেই জন্যই তো বলা হয় যে এখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। তিনি কীভাবে আসেন তা কেউ জানে না। বাবা এখানে এসে প্রজার সৃষ্টি করবেন অথবা রাজযোগ শেখাবেন, কিন্তু শেখাবেন কাকে? সত্য যুগের আদিতে রয়েছে দেবতা বর্ণ। তার পূর্বে রয়েছে ব্রাহ্মণ বর্ণ। তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মার দেহে এসে তাকে ব্রাহ্মণ বর্ণ রচনা করতে হবে। ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা। এই ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন? তিনি কি সূক্ষ্মলোক থেকে এসেছেন? যেমনভাবে বিষ্ণুর অবতরণ দেখানো হয়, উপর থেকে গরুড় বাহন হয়ে তিনি আসেন। এখন বিষ্ণুর তো এখানে আসার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁরাও এই পড়াশোনার মাধ্যমেই ওই উচ্চপদ প্রাপ্ত করেছিলেন। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ সৃষ্টির পালন করে থাকেন। কিন্তু গরুড় বাহন হয়ে কেউ আসেন না আর লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মা একত্রেও আসেন না। প্রথমে নারায়ণের আত্মা আসেন তারপর লক্ষ্মীর আত্মা আসেন। স্বয়ম্বর করার পরেই তাঁদেরকে বিষ্ণু যুগল রূপ বলা হয়। রাধা এবং কৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর দুই রূপ। তাঁদের বাল্যকালও তো দেখাতে হবে। এ কথা আর কেউই জানেন না। বাবা এখন আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, যখন এই প্রথম সারির আত্মা ৮৪ টি জন্ম সম্পূর্ণ করে তখন আমি এর মধ্যে প্রবেশ করে একে পুনরায় প্রথম পদাধিকারী করে তুলি। ৮৪ টি জন্ম পার করার পর অবশ্যই বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা, শিববাবা তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করেন।

বাচ্চারা এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, মানুষ সৃষ্টি কীভাবে এবং কখন রচিত হয়। অন্য কোনো মানুষের কাছে এই জ্ঞান থাকতে পারে না। মানুষ যখন কোনো ভালো নতুন জিনিসের ইনভেনশন (আবিষ্কার) করে তখন সেই দেশের সরকারের কাছে যায় যাতে তার আরো উন্নতি সাধনে সহায়তা প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানও এইরকমই। প্রথমে দিকে বাবা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে জ্ঞান প্রদান করেছেন। প্রথমে দিকে এই জ্ঞান অল্প ছিল, এখন তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। কত গুট বিষয় সম্বন্ধে তোমরা জ্ঞান লাভ করছো। প্রথমে দিকে হালকা জ্ঞান ছিল, এখন গভীর জ্ঞান প্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু আত্মার মধ্যে পুরানো উল্টোপাল্টা ভক্তির সংস্কার ভরা আছে, সে সকল যখন বেরিয়ে যাবে তবেই জ্ঞানের ধারণা করতে পারবে। যোগে থাকলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে আর বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হতে থাকবে। প্রথমে দিকে অনেকেই অল্প কিছু জ্ঞান লাভ করলেও কতটা নেশাগ্রস্ত হয়ে দৌড়ে চলে আসতো জ্ঞান শুনতে। তারপর পথ চলতে চলতে কতজন পথ ছেড়ে চলে গেছে। মায়া পথভ্রষ্ট করে দেয়। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। একথা খুব স্পষ্টভাবে ভালো করে বোঝাতে হবে, তা না হলে মানুষ ভয় পেয়ে যায়। এখন শিববাবাকে অবশ্যই ব্রহ্মা বাবার শরীর এর সাহায্য নিতে হবে। কোনো বয়স্ক আধার প্রয়োজন, তিনি ছোট শিশুর মধ্যে প্রবেশ করে কি করবেন? বলা হয়ে থাকে অনেক জন্মের অন্তিমের জন্মের অন্তিম সময়ে আমি এসে থাকি। ইনি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, গুরুকরণ করেছেন সুতরাং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়েছেন। বাবা বলেন আমি বাণপ্রস্থ অবস্থায় আসি। ইনি শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করেছেন, তবেই তো আমার কথা সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে বাবা কীভাবে আসেন আর এসে মানুষ থেকে দেবতা রূপে গড়ে তোলেন অর্থাৎ পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে তোলেন। তোমাদেরকে এখন নতুন করে গড়ে তুলছেন। এই পুরানো শরীরে রাজযোগ শিখে পুনরায় সত্যযুগে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করবে। তখন তোমাদেরকে দেবী দেবতা বলা হবে। ওখানে মায়া নেই। তোমরা বুঝিয়ে দিতে পারো যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মাকে

প্রজাপিতা বলা হয়। একথা সকলেই স্বীকার করে যে ভগবান এই সৃষ্টি রচনা করেছেন ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর মাধ্যমে। গীতাতে বলা হয়ে থাকে যে - আমি রাজার রাজা বানাই। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাই, জ্ঞান অমৃত পান করিয়ে অসুর থেকে দেবতা করে তুলি। যদিও একথা লেখা রয়েছে কিন্তু প্রথমে শূদ্রবর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণে নিয়ে আসি। তাই তোমরা একথা বোঝাতে পারো যে আমরা ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মাকুমারী, ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা। প্রকৃতপক্ষে তোমরাই হলে ব্রহ্মার সন্তান। ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি সঙ্গম যুগেই হয়। ব্রহ্মার দ্বারা আমরা ব্রাহ্মণেরা পড়াশুনা করি এবং রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করি। এই যজ্ঞে আমরা নিজেদের বিকারের আহুতি দেই। যজ্ঞে সমস্ত কিছু স্বাহা করে দেওয়া হয়, তাই না। আমরা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে আর কোনো আবর্জনা দিইনা, কেবল নিজেদের পাপকে স্বাহা করে দিই। এই যজ্ঞে কোনো রকমের অগ্নি প্রস্থলিত করা হয় না, কোনো রকমের (মন্ত্র তন্ত্রের উচ্চারণের) আওয়াজ ইত্যাদি করতে হয় না। লৌকিক যজ্ঞে কত রকমের আওয়াজ করতে থাকে - স্বাহা, স্বাহা... আমরা তো যোগে থাকি, কোনো আওয়াজ নেই। একেবারে চুপ। যোগঅগ্নির দ্বারা পাপ ভস্ম হতে থাকে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে যোগ অগ্নির দ্বারা আমরা নিজেদের ৫ বিকারকে স্বাহা করতে থাকি। তবেই আমাদের পাপ ভস্ম হতে থাকে। ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীরও গায়ন রয়েছে, যাকে জগদম্বা বলা হয়ে থাকে, তাঁর দ্বারা সকল মনস্কামনা পূর্ণ হতে থাকে। এই জগদম্বাই পরে শ্রী লক্ষ্মী হন।

বাচ্চাদেরকে পয়েন্ট তো অনেক বোঝানো হয়, কিন্তু সে সকল পয়েন্টের ধারণা হওয়াও তো জরুরী। যখন যোগযুক্ত হয়ে থাকবে বিকর্ম বিনাশ হবে, তবেই ধারণা হওয়া সম্ভব। বুদ্ধি পবিত্র না হলে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধরে রাখতে পারবে না। বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে প্রথমে বাবাকে ভোগ অর্পণ করে তারপর ভোজন গ্রহণ করা উচিত, কারণ এ সবকিছু তাঁরই দেওয়া। সুতরাং প্রথমে তাঁকে স্মরণ করে ভোগ অর্পণ করা হয়, তাঁকে আহ্বান করা হয়। তারপর যেন একসাথে দুজনে মিলে ভোজন গ্রহণ করো। বাবা তো সম্পূর্ণ পবিত্র, আমরা যেন ভীল রমনীগণ। আমরা স্মরণ করলে কি বাবা এসে আমাদের সাথে বসে থাকবেন? আমরা নিজেদেরকে তো সম্পূর্ণ পবিত্র বলতে পারি না। তাহলে আমাদের মত ভীলদের সাথে কি তিনি থাকবেন? তিনি শুধুমাত্র সুবাস গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র সুগন্ধ গ্রহণ করার অর্থ খাদ্য গ্রহণ করা নয়। তিনি শুধুই সুগন্ধ গ্রহণ করেন। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ তার জীবনে ৭৫% জ্ঞান ধারণা করেছে, সে ভোজন বানিয়ে তারপর তা বাবাকে অর্পণ করে, তবেই তার থেকে বাবা সুগন্ধ গ্রহণ করেন, কারণ বাবা তো হলেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ, সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি আমাদের মতো পতিতদের সাথে ভোজন গ্রহণ করবেন তা তো নিয়ম নয়। তিনি কি সেই সুগন্ধ গ্রহণ করতে পারেন? বাবা বলেন আমি এই সুগন্ধ কেন গ্রহণ করব আমি তো নিষ্কামী, আমার এই সুগন্ধ নেওয়ারও কোনো কামনা নেই। আমি ১০০% নিষ্কামী। ভোগ ওপরে যায় আর বহরুপী (বহরুপে) বসেন এবং তা দেবতাদেরকে খাওয়ান। দেবতারা এই ব্রহ্মা ভোজন খেতে চায়। তাই বাবা- মাম্মা আর অন্যান্য দেবতাদের আত্মারা আসে, তারা এই ভোজন গ্রহণ করে। তারা রুচি সহকারে ভোজন তখনই গ্রহণ করবেন যদি রন্ধনকারী ব্যক্তি যোগী হন। দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজন এর মহিমা করেন। বাবা বলেন আমি এখানে এসেছি তোমাদের সেবা করার জন্য। আমি তো তোমাদের অনুগত সম্পূর্ণ নিষ্কামী সেবক। তোমরা যদি ৩৬ প্রকারের কিংবা ১০৮ রকমেরও ভোগ অর্পণ করে থাকো তবুও ভক্তরাই সেই ভোগ অর্পণ করে আর ভক্তরাই তা গ্রহণ করে। ভগবান যদিও নিষ্কামী তবুও তাঁকে অর্পণ করতে হবে। বড় বড় রাজা মহারাজার কখনো তাদের নিজের হাতে করে কিছু নেন না। নানান রকমের ছোট বড় রাজা রয়েছে। কিছু রাজারা নেন। ব্রহ্মাবাবার সাথে রাজাদের যোগাযোগ ছিল। সুতরাং আমরা বাবাকে ভোগ অর্পণ করি এই কামনায় যে আমরা বাবার থেকে রাজত্ব গ্রহণ করব। তিনি তো মহান দাতা। এইসবই অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। ভোগ কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় না। এখানেই বসে আমরা বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার করে। এখান থেকেই যেন অন্তর্হিত হয়ে যাই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) বাবা নিষ্কামী হলেও তাঁকে ভোজনের ভোগ অর্পণ অবশ্যই করতে হবে। অত্যন্ত শুদ্ধতা পবিত্রতা সহকারে ভোজন রান্না করে বাবার সাথে বসে তা খেতে হবে।

২) এই রুদ্র যজ্ঞে যোগবলের দ্বারা নিজের পাপ স্বাহা করতে হবে। আওয়াজের আসতে হবে না, চুপ থাকতে হবে। বুদ্ধিকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান:- পৃথক এবং প্রিয় ভাবের বিশেষত্বের দ্বারা বাবার প্রিয় হয়ে ওঠা নিরন্তর যোগী ভব

আমি বাবার কতটা প্রিয় - নিজে কতটা পৃথক থাকতে পেরেছি তার দ্বারাই এর হিসেব করতে পারো। যদি অল্প একটু থানি পৃথক থাকতে পারো আর বাকিটা সবকিছুর মধ্যে আসক্ত হয়ে যাও তাহলে ওই ততটুকুই বাবার প্রিয় হয়ে থাকতে পারবে। যে সদা বাবার প্রিয় হয়ে থাকে তার লক্ষণ হল - তার মনে স্বাভাবিক বাবার স্মৃতি। প্রিয় বস্তু স্বভাবতই আর নিরন্তর স্মরণে থাকে। আর এ তো হল কল্প-কল্পের প্রিয় জিনিস। এমন প্রিয় জিনিস তোমরা কি করে ভুলতে পারো! বাবাকে তখনই ভুলতে পারবে যখন তোমাদের কাছে বাবার থেকেও কোনো বস্তু বা ব্যক্তি অধিক প্রিয় মনে হয়। যখন সদাই বাবাকে প্রিয় মনে করবে তখন নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে।

স্লোগান:-

যে নিজের নাম-মান আর প্রভাব প্রতিপত্তির ত্যাগ করে অসীম জগতের বাবার সেবাতে থাকে, সে-ই হলো পরোপকারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি আদরের বাচ্চারা - তোমাদের হলো আত্মিক (রুহানী) স্মরণের যাত্রা, তোমাদের শরীরকে কোনো কষ্ট দিতে হবে না, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বুদ্ধির সাহায্যে বাবাকে স্মরণ করো”

*প্রশ্নঃ - সদা খুশীর অনুভূতি কোন্ বাচ্চাদের থাকে? স্থায়ী খুশী না থাকার কারণ কি?

*উত্তরঃ - যে পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের আসক্তি ছিন্ন করে বাবা আর উত্তরাধিকারকে (বর্সা) স্মরণ করে তাদেরই স্থায়ী খুশী থাকে। যাদের স্মরণের যাত্রায় মায়ার ঝড় আসে, অবস্থা শিথিল হয়ে যায় তাদের খুশী স্থায়ী থাকে না। ২ - যতক্ষণ ভবিষ্যতের রাজত্ব এই চোখে দেখবে না, ততক্ষণ খুশী বজায় থাকবে না।

*গীতঃ- আমাদের সেই পথে চলতে হবে...

ওম্ শান্তি। এই কথা বাবা বলেন বাচ্চাদের প্রতি, এ তো বোঝার মতো বিষয়। এত বাচ্চা প্রজাপিতা ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কারো হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে কখনও প্রজাপিতা বলা যায় না। নাম গায়ন আছে না প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যিনি এক সময় ছিলেন, তিনি আবার এই সময়ে প্রজেন্ট আছেন। তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা অসংখ্য আছে। এরা হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। তো নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মারও পিতা থাকবেন। বাচ্চারা জানে আমাদের দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদাদা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। উনি এখন নতুন দুনিয়া রচনা করছেন অর্থাৎ পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করছেন। এই পুরানো দুনিয়ায় এই শরীরও হল পুরানো। নতুন দুনিয়ায় সতোপ্রধান নতুন দেহ থাকে। সেই দেহ কেমন হয়, দেখো এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে। এ'হলো নতুন দুনিয়ার নতুন দেহ। এদের মহিমা ভারতবাসী জানে। এই স্বর্গ নতুন দুনিয়া, নতুন বিশ্বের মালিক। নতুন দুনিয়া যা ছিল সেই দুনিয়াই এখন পুরানো হয়েছে। ৮৪ জন্ম নিতে হয়, তাইনা। এর পুরোপুরি হিসেব আছে। কে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়? সবাই তো নেবে না। ৮৪ জন্ম শুধু তারাই নেয় যাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পাট আছে। যারা প্রথমে এই সৃষ্টিতে ছিল। প্রতিটি কথাকে আদরের বাচ্চাদেরকে ধারণ করতে হবে। এখানে কোনও মানুষ, মানুষকে বোঝাতে পারে না। এ'কথা তো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্য দেহে বসে বোঝান। এটাই তাঁর মহানতা। উনি যদি না বোঝাতেন তাহলে তো কিছুই জ্ঞান থাকতো না। আমরা তো তুচ্ছ বুদ্ধির ছিলাম। এখন রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তের কথা জেনেছি। হু ইজ হু... এই অসীম জগতের ড্রামার সবচেয়ে মুখ্য পাটধারী কে কে। এ'হল অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। গায়নও আছে পূর্বে রচিত যেটা সেটাই পুনরায় নির্মিত হচ্ছে.... এই গায়ন ভক্তিমার্গে করে। কিন্তু এই কথা এখন বোঝানো হয় যে এই ড্রামার খেলা কীভাবে রচনা হয়ে আছে।

বাবা বসে বোঝান আদরের বাচ্চারা, এই কথা তো তোমরা জেনেছো যে তোমাদের (আধ্যাত্মিক) যাত্রায় যেতে হবে। মানুষ (তীর্থ) যাত্রায় অনেক কষ্ট সহ্য করে যায়। এখন তো এরোপ্লেন, ট্রেন ইত্যাদি অনেক সহজ যানবাহন আছে। আগেকার দিনে তো মানুষ পদব্রজে যাত্রা করতো। চলতে চলতে ঝড়ের সম্মুখীন হতো। মানুষ ক্লান্ত হয়ে যেত। তখন কেউ কেউ ফিরেও আসত। তো অর্ধেক কল্প, দ্বাপর থেকে দৈহিক যাত্রা শুরু হয়। ভক্তিমার্গে মানুষ তীর্থযাত্রা করতে কেন যায়? ভগবানকে খুঁজতে। ভগবান তো কোথাও বসে নেই। ভগবানের জড় চিত্রের পূজা হয়। যারা সৃষ্টি থেকে ফিরে গেছে তাদের জড় চিত্র তৈরি হয়। চৈতন্য রূপে তো ভগবানের সঙ্গে মিলন হয় না। শিবলিঙ্গ ইত্যাদি সবই হল জড় চিত্র। জড় চিত্র গুলি দেখার জন্য যাত্রা করে। এ হল ভক্তিমার্গের রেওয়াজ। তারা সেটা জানে কিন্তু কারোর বায়োগ্রাফি জানে না যে তারা কে, কবে এসেছিলেন? শিব জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়, কিন্তু তাঁকেও তারা জানে না। আজকাল তো এই উৎসবকেও (শিব জয়ন্তীর) বাদ দিয়ে দিয়েছে, কারণ তাঁর নাম রূপ ইত্যাদি প্রায় লুপ্ত হওয়ারই। এখন তোমরা জানো উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। সাগরের কাছে এখন আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করি। উনি অসীম জগতের পিতা এখন প্রাক্টিক্যালি আছেন। অমরনাথও হলেন শিববাবা, তাইনা। দেখানো হয় বরফের লিঙ্গ নির্মাণ হয়ে যায়। মানুষকে ভ্রমিত করার জন্য অনেক রকমের গালগল্প সংযোজন করে গেছে। তাই দৈহিক যাত্রায় কষ্টও অনেক হয়। এ'হল রুহানী যাত্রা, এতে শরীরের কোনও কষ্ট নেই। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান। ভক্তিমার্গে জন্ম-জন্মান্তর স্মরণ করে এসেছি। এখন স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। বাবা বলেন তোমরা ৬৩ জন্ম খোঁজ করতে করতে নীচে নেমেছো। প্রথমে একেবারে কঠিন নবধা ভক্তি করে। তবুও দুনিয়াকে তো তমোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হতে থাকবে। একজন মানুষও আমার কাছে ফিরে আসতে পারে না। নাটকে সবাইকে নিজের পাট প্লে করতে হয়। সত্যঃ রজঃ তমঃতে আসতে হবে। নম্বরওয়ানের দৃষ্টান্ত দেখে নাও। নম্বরওয়ান লক্ষ্মী-নারায়ণ সতোপ্রধান

ছিলেন, এখন তমোপ্রধান হয়েছে। যার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেছেন, কারণ এনাকে পুনরায় নম্বরওয়ান হতে হবে। তখন মা-কে প্লাস পজিশনে রাখে। মাতাদের লিস্ট দিতে হয়। প্রথমে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ, মাতাদের নাম উল্লীত করা হয়। মাতা সর্বদা পতিব্রতা হয়। পুরুষ কখনও পত্নীব্রতা হয় না। বন্দে মাতরম্ বলা হয়। এই সময় তোমরা বাবার আপন হয়েছে। তখন তোমরা হয়ে যাও ব্রহ্মাকুমার কুমারী। মাতা গুরু ব্যতীত কারো কখনও উদ্ধার হয় না। গুরু তো অসংখ্য আছে। তবুও কলিমুগ ঘোর তমসাম্বল হয়ে গেছে। অনেক গুরু গোঁসাই রয়েছে। কোথায় কোথায় হরিদ্বার ইত্যাদি স্থানে তাদের মন্দির নির্মিত রয়েছে। নাহলে বাস্তুবে মন্দির তাকে বলা হয় যেখানে দেবতারা থাকে। সন্ন্যাসীদের মন্দির কখনো হয় না। মন্দিরে তো দেবতারাই থাকে, কারণ তাদের আত্মা ও শরীর দুইই পবিত্র থাকে। এই মহাত্মাদের আত্মা যদিও পবিত্র, কিন্তু শরীর পবিত্র প্রাপ্ত হতে পারে না কারণ তত্ত্বও হল তমোপ্রধান। এখন তোমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছে। বানিয়ে তুলছেন পরমপিতা পরমাত্মা। এ হল সতোপ্রধান সন্ন্যাস। ওটা হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাস বাবা ব্যতীত অন্য কেউ শেখাতে পারে না। তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে ওটা হল দেহের যাত্রা, এ'হল রুহানী যাত্রা। এতে কর্মেন্দ্রিয়ের কোনও প্রয়োজন নেই, কষ্টের কোনও ব্যাপার নেই। খুবই সহজ। ওই দৈহিক যাত্রা হলো অনেক রকমের। এই রুহানী যাত্রা হলো এক প্রকারেরই। এ'হল রাজস্ব লাভের যাত্রা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সামনে রয়েছে, দুনিয়া খোড়াই জানে যে, এরা এই রাজযোগের যাত্রা করে এই পদ প্রাপ্ত করেছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো এনারা কীভাবে এই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছেন। উপরের থেকে কোনও নতুন আত্মারা তো আসেনি, যাদেরকে ভগবান রাজস্ব দিয়েছেন। না। এনাদেরকে পুরানো থেকে নতুনে পরিণত করেন যাকে বলে রিজুভিনেট বা কায়া কল্পতরু। তো বাবা বসে বোঝান এনারা রুহানী যাত্রা করেছিলেন। রাজযোগ বল এর যাত্রা দ্বারা এইরূপে পরিণত হয়েছে। বাবা রাজযোগ এবং জ্ঞান শেখাতে আসেন তো এখন তোমাদের যাত্রা চলছে। তোমরা বসে বসে অথবা চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্বদা যাত্রায় আছে। তোমরা শুধু বুদ্ধি দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই রেস করো এবং তোমাদের বিকর্ম গুলি বিনাশ হয়। যত শীঘ্র বিকর্ম বিনাশ হবে তত শীঘ্র বাবার গলার হার হবে। তোমরা এখন চার ধাম (যাত্রা) ইত্যাদি আর করো না। সে'সব হল ভক্তিমার্গের দেহের জগতের তীর্থ স্থানে যায়, সেখান থেকে ফিরে এসে পুনরায় বিকর্মী হয়ে যায়। যতখানি সময় তীর্থযাত্রায় থাকে, ততখানি সময় নির্বিকারী থাকে। আজকাল তো হরিদ্বারে গিয়েও দেখো পান্ডারা খুব অশুদ্ধ থাকে। মানুষ তীর্থ যাত্রায় গেলে পবিত্র থাকে আর সেখানকার নিবাসী পান্ডারা অপবিত্র থাকে। তোমাদের যাত্রা (রুহানী) কতখানি স্বচ্ছ। একটুও ধাক্কা ইত্যাদি খেতে হয় না। বাবা বলেন প্রিয় বাচ্চারা উঠতে বসতে চলতে ফিরতে শুধু আমাকে স্মরণ করো। আত্মাদের সঙ্গে এই কথা বলছেন। আত্মা এই অর্গ্যান্স গুলি দ্বারা শুনছে। আত্মা মুখ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে। এই চোখের দ্বারা আত্মাদের দেখা যায় না, পরমাত্মাকেও দেখা যায় না। দিব্য দৃষ্টি ব্যতীত দুইই দেখা সম্ভব নয়। বুঝতে পারা যায় তখন বলে আমার মধ্যে আত্মা আছে। আমার আত্মা দুঃখে আছে। আমার আত্মা এই শরীর ত্যাগ করে গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মা কথা বলে, তাইনা। পরমাত্মাও আত্মাদের সাথে কথা বলেন - হে প্রিয় বাচ্চারা, আত্মারা তোমাদেরকে এখন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আমি তোমাদের যাত্রা শেখাই। তোমরা পবিত্র না হয়ে আমার কাছে আসতে পারো না। আত্মা হলো পবিত্র। সর্বপ্রথমে আত্মা হয় সতোপ্রধান পরে সতঃ, রজঃ, তমঃগুণী হয়। শরীরও সতঃ রজঃ তমঃ হয়। সতোপ্রধানকে গৌর বর্ণ, তমোপ্রধানকে শ্যাম বর্ণ বলা হয়। খুবই বোধযুক্ত কথা। তোমরা জানো আত্মা ও পরমাত্মা আলাদা থেকেছে বহুকাল.... এখন এসে পুনরায় মিলিত হয়েছে। মানুষ, মানুষের সাথে মিলবে। আত্মা, আত্মাদের সাথে মিলিত হবে। পরমাত্মাও সেখানে মিলিত হবেন। আত্মা ও পরমাত্মা দুইয়েরই সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা হয় কারণ আত্মা হল অতি সূক্ষ্ম, স্টারের মতো। কোনও বৈজ্ঞানিকই বলতে পারে না আত্মার প্রবেশ কীভাবে হয়। এই কথা গুলি তারা একটুও জানেনা। মোস্ট বিলাভেড হলেন বাবা। ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে। এমন নয় যে সবাই ভগবান। সবাই যদি ভগবান হয় তবে ভক্তরা আরাধনা, বন্দনা, সাধনা কেন করে, কি জন্য করে? সবাই মুক্তি-জীবনমুক্তি চায় কারণ এখানে দুঃখে আছে, চাইছে শান্তি হোক। কিন্তু তাদের এই কথা জানা নেই যে, শান্তিধাম কাকে বলে, মুক্তি কোথায় হয়। এই কথাও জানেনা। শুধু বলার জন্য বলে দেয় পারনির্বাণ গেছে। কিছুই জানেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা যাত্রা করছো। বাবা বলেন খুব সামলে চলতে হবে। ঝড় অনেক আসবে। তোমরা স্মরণ করার চেষ্টা করবে, মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেবে। তখন আত্মস্থিতি শিথিল হয়ে যায়। খুশীর পারদ নীচে চলে যায়। নাহলে খুশীর পারদ স্থায়ী ভাবে উর্ধ্বে থাকা উচিত। এই চোখে সেই রাজস্ব দেখলে খুশী বজায় থাকে। এখানে তোমরা বুদ্ধিযোগের দ্বারা জানো যে রাজস্ব প্রাপ্ত হয়। রাজস্বের জন্য আমরা পড়াশোনা করছি। এই চোখ দিয়ে না দেখার দরুন মায়া ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সবার থেকেই আসক্তি দূর করতে থাকো। এক বাবাকে স্মরণ করো। প্রথমে তোমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে তারপরে নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে। বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। পরে যখন আমরা এখানে আসবো তখন সেটা হবে প্রালব্ধ। সেসব স্মরণ করবো না। এখন আমরা পুরুষার্থ করছি ভবিষ্যতের প্রালব্ধ প্রাপ্তির জন্য। এখানে মানুষ পুরুষার্থ

করে এখানকার জীবিকার জন্য। আমরা ভবিষ্যতের জীবনধারণের জন্য পুরুষার্থ করি। গৃহস্থ থেকে এই কোর্স করতে হবে। নলেজকে ধারণ করতে হবে, পরে তোমাদের আর পুরুষার্থ করতে হবে না। সেখানে তোমরা পুরুষার্থ করো না, প্রালন্ধ ভোগ করো। তোমরা জানো আমরা ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছি, সেখানে প্রালন্ধ ভোগ করবো। সেখানে স্মৃতি থাকে না যে আমরা প্রালন্ধ ভোগ করি। তাহলে তো পুরুষার্থের কথাও স্মরণে থাকবে। পুরুষার্থ এবং প্রালন্ধ দুইই ভুলে যাই। প্রালন্ধ ভোগ করি, পাস্টের কথা স্মরণে থাকে না। এখন তোমরা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারকে জানো। এমন কোনও মানুষই নেই যে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারকে জানে। একেই বলে ত্রিকালদর্শী।

বাবা রুহানী যাত্রা এবং দেহের দ্বারা যাত্রার কন্ট্রাস্টকেও ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেহের যাত্রা জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে এসেছি, এ'হল রুহানী যাত্রা এক জন্মের। স্বর্গে যাবো আমরা, তারপর এই মৃত্যু লোকে আর ফিরে আসতে হবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আম্মারুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সতোপ্রধান সন্ন্যাসের দ্বারা আত্মা ও শরীর দুইই পবিত্র বানাতে হবে। পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো দেহের প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে।

২) ত্রিকালদর্শী হয়ে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারকে বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। নলেজ ধারণ করে স্থায়ী খুশীতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- পুরানো হিসেব-পত্র গুলিকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণতার সমারোহ উদযাপনকারী বন্ধনমুক্ত ভব
এই অপরের দেশে যখন সবাই বন্ধন-যুক্ত আত্মা হয়ে যায়, তখন বাবা এসে স্বরূপ আর স্বদেশের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বন্ধনমুক্ত বানিয়ে স্বদেশে নিয়ে যান আর স্বরাজ্য অধিকারী বানিয়ে দেন। তো নিজের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সব হিসেব-পত্রের সমাপ্তির সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করো। বর্তমানে যখন এই অনুর্তান পালন করবে তখন অন্তিমে সম্পূর্ণতার সমারোহ উদযাপন করতে পারবে। বহুকালের বন্ধনমুক্ত আত্মাই বহুকাল জীবনমুক্ত পদ প্রাপ্ত করে থাকে ।

স্লোগানঃ:- নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনার সহযোগিতা এবং মধুর বাণীর দ্বারা দুর্বলকে শক্তিশালী বানিয়ে দেওয়াই হলো শুভ চিন্তক হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা পুরানো পাপের খাতা পরিশোধ করে নতুন পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে, যোগবলের দ্বারা এভারহেলদি ওয়েলদি হতে হবে”

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব কি, যা সম্পূর্ণ কল্পে হতে পারে না ?

*উত্তরঃ - সঙ্গম যুগেই ৫ হাজার বছরের পরে আত্মা ও পরমাত্মার প্রিয় মঙ্গল মিলন হয়। এই সময় হল বাবার নিজ সন্তানদের সঙ্গে মিলনের সময় এবং বর্ষা প্রাপ্ত করার। বাবা সব আত্মাদের জন্য এই সময় জ্ঞান প্রদান করেন, সবার লিবারেটর হন। সঙ্গমযুগেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগে, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারাও বেরিয়ে আসে। সবাই নিজের পুরানো হিসেব-নিকেশের খাতা শোধ করে ফিরে যায়। এমন বিশেষত্ব অন্য কোনও যুগে নেই।

ওম্ শান্তি । পরমপিতা শিব এই নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। পরমাত্মা অথবা খোদা, গড তো অনেকেই বলে। কিন্তু ফাদারের নাম অবশ্যই চাই। ফাদারের নাম হলই শিব। তিনি হলেন নিরাকার, তাইনা। আত্মারাও বাস্তুবে হলো নিরাকার। এখানে এসে সাকারী স্বরূপে পরিণত হয়। বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা সেখান থেকে বাচ্চাদের অথবা প্রিন্সিপলকে পাঠিয়ে দেন পাঠ প্লে করার জন্য। এবারে যখন গড ফাদার বলে তখন মানুষের বুদ্ধিতে লৌকিক পিতার কথা স্মরণে আসবে না। উনি তো হলেন নিজের সন্তানদের পিতা। কিন্তু হে পরমপিতা! বললে বুদ্ধি উপরে চলে যায়। আত্মাই স্মরণ করে। দেহের পিতাকেও আত্মাই স্মরণ করে, যে পিতা দেহ প্রদান করে। তারপরে আত্মার পিতাকেও তো স্মরণ করবে তাইনা। কিন্তু উনি কে, তাঁকে ফাদার বলে কে সম্বোধন করে? কেন তাঁর কাছে দয়া প্রার্থনা করা হয়? তিনি হলেন সকলের পিতা। কিন্তু যদি সবাই পিতা হয়, তাহলে তো এই প্রার্থনা প্রমাণিত হয় না। বলে পরমাত্মা সব কিছু দিয়েছেন। পরমাত্মাই আমাদের এই সন্তান দিয়েছেন। তাই গড-কে অবশ্যই স্মরণ করে। ভগবানকে ডাকে, এসে আমাদের পবিত্র করো, লিবারেট করো এই দুঃখ থেকে। তো নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যাবেন তিনি, তাইনা। সবাইকে লিবারেট করে শান্তিধাম বা সুখধামে নিয়ে যান। কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগেই আসেন। এমন মাঝখানে তো আসেন না। সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তখন আসবেন যখন নাটক পূর্ণ হবে। বাবা বলেন আমি একবারই আসি। আমাকে ক্ষণে ক্ষণে আসতে হয় না। আমি একবারই আসি, যখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে যায়। কারণ ৮৪ জন্ম তো অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। যদি আগেই আসি তবে ৮৪ -র চক্র তো পূর্ণ হবে না। চক্রের সম্পূর্ণ অন্তিম সময় তো আসা দরকার, তাইনা। যখন আসার সময় হয় তখন এসে আত্মারূপী বাচ্চাদের সর্বপ্রথমে বাবা, তারপর টিচার, সঙ্গুরুও হই। পিতা জন্ম দেন, টিচার শরীর নির্বাহের জন্য শিক্ষা প্রদান করেন আর গুরুর কাছে যেতে হয় সদগতির জন্য। গুরু এখানেই করতে হয়, সত্যযুগে কেউ গুরুর কাছে যায় না। সেখানে বাবা আর টিচার থাকে। এমন নয় বাবা, টিচার হয়ে পড়ান। বাবা আর টিচার আলাদা হয়। এখানে বাবা, টিচার, গুরু একজনই। বাচ্চারা, তিনি তোমাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা মুখ বংশী, তারপরে চাই পড়াশোনা। তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দেন। ডামায় মুখ্য ক্রিয়েটর, মুখ্য অ্যাক্টর কারা রয়েছে? সম্পূর্ণ বিশ্বের চক্রের নলেজ প্রদান করেন। মূল লোক, সূক্ষ্ম লোক, স্থূল লোকের সম্পূর্ণ সমাচার বা নিউজ বলে দেন। এই সমগ্র চক্রটি কীভাবে আবর্তিত হয়, সর্ব প্রথমে নতুন দুনিয়ায় কে কে আসে! সর্বপ্রথমে তো বাচ্চাদের এই কথা জানা উচিত যে তিনি হলেন আমাদের অসীম জগতের পিতা। ইনিও অর্থাৎ ব্রহ্মাও বলেন আমার পিতা হলেন শিব। ব্রহ্মা কেয়ার অফ শিব। শিববাবাও বলেন এই ব্রহ্মা হলেন সন্তান। আমাকে এনার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, তাই আমি এনাকে অ্যাডপ্ট করেছি। প্রথমে এনার নাম আসলে লেখরাজ ছিল, পরে ব্রহ্মা নাম রাখা হয়। আমি এনাকে অ্যাডপ্ট করেছি। মানুষ বাবা-বাবা বলে, কিন্তু না জেনে। শিবের চিত্রের সম্মুখে যায় কিন্তু হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে বোঝে না যে উনি হলেন আমাদের পিতা। লৌকিক পিতার চিত্র দেখলে তৎক্ষণাৎ বলবে ইনি আমার পিতা। শিবের সম্মুখে সেই সত্যতার সাথে বলবে না। যদিও ওঁনাকে পরমাত্মা বলে স্বীকার করে কিন্তু সেই সত্যতার সাথে বলবে না আমাদের বাবা। শুধুমাত্র বন্দনা করবে ভক্তিমার্গের নিয়ম অনুসারে। তাঁর কাছে কি প্রাপ্তি হয়, সেসব বুদ্ধিতে আসবে না। এই কথা বাবা বসে বোঝান। নিশ্চয় করার জন্য পয়েন্টস তো অনেক দেন কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। এই জ্ঞান হলো সব ধর্মের মানুষের জন্য। সে মিলিটারী হোক বা সিভিলিয়ান, জ্ঞান হলো সকলের জন্য।

তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা হলেন আমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু । আমাদের এই মিলন হল খুবই পুরাতন

মিলন। পাঁচ হাজার বছর বাদে এসেছেন। এই মিলনকে আত্মা আর পরমাত্মার প্রিয় মঙ্গল মিলন বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা এসে সব আত্মাদের সাথে মিলিত হন। এই সময়েই সবার লিভেটর হন। সবাই তো শিক্ষা নেবে না। শিক্ষা তারাই নেবে যারা দেবতায় পরিণত হবে। মনুষ্য সৃষ্টির এই বিশাল বৃক্ষ, এরই চারাগাছ রোপন করেন (স্যাপলিং লাগান)। আজ গভর্নমেন্টও বিভিন্ন রকমের স্যাপলিং লাগাতে থাকে। বাবাও স্যাপলিং লাগান তারপরে যারা এই কুলের তারা যুক্ত হয়ে যায়। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা হবে বা ফাউন্ডেশনের আত্মা হবে, তাদেরই স্যাপলিং লাগে। তোমরা হলে প্রকৃত দেবী-দেবতা ধর্মের পরে অন্য অন্য ধর্মের আত্মাদেরও স্যাপলিং লাগবে, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারাও বেরিয়ে আসবে। মুসলমান, পারসি ইত্যাদি নানান ধরনের মানুষ আছে তাইনা। নিজের দৈবী ধর্মের বৃক্ষেরই স্যাপলিং লাগতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাক্টিক্যালি বুঝেছো তিনি হলেন আমাদের একমাত্র বাবা, টিচার, সঙ্কর । মানুষ তো বলবে পিতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, পরে অমুক টিচার আমাকে পড়িয়েছেন। তারপরে শেষকালে গুরুর কাছে যায়। কেউ আবার যায়ও না। প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাস আছে। কাউকে তো স্মরণ অবশ্যই করে। বাবাকে স্মরণ করবে অথবা কোনো বন্ধু আত্মীয়স্বজনকে স্মরণ করবে। এখন তোমাদের অন্য সবাইকে ভুলে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তিনিই হলেন সত্য পিতা, সত্য টিচার, সঙ্কর । সত্য খণ্ডের স্থাপনা করেন তিনি। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের চক্রের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বলে দেন। আমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছি তো আমাদের অবশ্যই চক্রকে স্মরণ করতে হবে। এই সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চক্রের বিষয়ে জানি এবং কল্পের এই সঙ্গমযুগেই জানতে পারি। মাঝখানে তো কেউ জানতে পারে না। বাবা পড়ানই কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগে। সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির রহস্য অন্য কেউ বোঝাতে পারে না, একমাত্র বাবা বুঝিয়ে দেন। বাবার দ্বারা তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে রাজা হও। সেখানে এই নলেজ লুপ্ত হয়ে যায়। নাটক পূর্ণ হয়েছে তারপরে আত্মার মধ্যে যে রাজত্বের পার্ট রয়েছে সেসব প্লে হওয়া শুরু হবে। এই সময় তোমাদের পার্ট হল শেখার। আবার আগমন, বাচ্চাদেরকে নলেজ প্রদান করা, উঁচু পদ প্রাপ্ত করানো - বর্তমানের পার্ট। পদ প্রাপ্ত হয়ে গেলেই সব শেষ। তখন এই সৃষ্টির নলেজ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সৃষ্টি চক্রের নলেজ কোনো মানুষের নেই। সন্ন্যাসীরা তো চক্রকে স্বীকার করে না। কল্পবৃক্ষকে দেখে বলে 'এ'হল কল্পনা মাত্র। তো বাচ্চারা তোমাদেরকেও ধারণা করতে হবে। সম্পূর্ণ যোগ না থাকলে ধারণা হবে না। বুদ্ধি পিওর হবে না। বলা হয় না বাঘের দুধ সোনার পাত্রেই রাখা সম্ভব। তো এই জ্ঞান অমৃতও কেবল বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হয়। লৌহ পাত্রটি স্বর্ণ পাত্রে পরিবর্তিত হবে তবেই ধারণা হবে, এর জন্য খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হয়। খুবই সহজ, বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফিকে জানতে হবে। সত্যযুগে কারা রাজত্ব করতেন, কত সময় করেছেন, ঘরানা বা বংশ তো থাকে তাইনা। অতএব তাকেই বলা হয় ডিটি ডাইনেস্টি (দৈবী বংশ) ১২৫০ বছর রাজত্ব করেছে, যুদ্ধ করে এই রাজ্য প্রাপ্ত করেছে ? না। বর্তমানের পুরুষার্থের আধারে প্রালম্ব প্রাপ্ত করেছে। এই সম্পূর্ণ চক্র তোমরা যাকেই বোঝাবে তারা শুনে খুশী হবে, সে তারা যদি মিলিটারীর লোকও যদি হয়। দিল্লিতে মিলিটারীর লোকজন আসতো তাইনা। তাদেরকেও বাবা বোঝাতেন যে তোমরা তো শুনেছো, যখন গীতা শোনানো হয় তখন তাতে ভগবানুবাচ আছে - যে যুদ্ধের ময়দানে মারা যাবে সে আমাকে প্রাপ্ত করবে, স্বর্গবাসী হবে। কিন্তু এমন নয় যে শুধুমাত্র গীতা পড়লে বা শুনেলে স্বর্গ বাসী হয়ে যাবে, তোমাদের যদি স্বর্গবাসী হতে হয়, বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হয় তাহলে বাবাকে স্মরণ করো, শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলো। এই জ্ঞান বর্তমানেই প্রাপ্ত হয় কারণ এখন স্বর্গের দ্বারা খুলতে চলেছে। এই জ্ঞান বর্তমান সময়ের জন্যই। শিববাবাকে স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করতে হবে।

এখন অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন আমাকে স্মরণ করো। জাগতিক গুরুর পরিবর্তে এক শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়। পরিশ্রম আছে। তিনি হলেন বাবা, সর্বজনের পিতা একজনই। তাঁর দ্বারাই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হবে। শান্তি সুখের বর্সা তাঁর কাছেই প্রাপ্ত হয়। এই সময় হলো বাবার দ্বারা বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় অথবা বর্সা প্রাপ্তির সময়। সত্য যুগে তো ছিলই একটি ধর্ম অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনার কর্তব্য হলো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার, অন্য কেউ করতে পারে না। যারা বাবার কাছে পড়াশোনা করে, রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করে তারা স্বর্গে চলে যায়। তোমরা জানো এখন হলো কলিযুগের অন্তিম কাল। মহাতারী লড়াই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, যে পড়াশোনা করবে সে পদ প্রাপ্ত করবে। বাকিরা সবাই হিসেব নিকেশ শোধ করে ফিরে যাবে। তোমাদের এখন প্রাক্টিক্যালি নিজের পাপের খাতা শোধ করে পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে। যত জ্ঞান ও যোগে থাকবে ততই পুরানো খাতা ভস্ম হয়ে নতুন জমা হতে থাকবে। যোগবলের দ্বারা তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। তোমরা এভারহেলদি, ওয়েলদি হতে থাকবে। জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা দুইই প্রাপ্ত হয়। 'এ'হল তোমাদের হসপিটালও এবং কলেজও। বাস্তবে 'এ'হল প্রকৃত সত্য ইউনিভার্সিটি। গভর্নমেন্টের যে ইউনিভার্সিটি গুলি আছে তাকে ইউনিভার্সিটি বলা হবে না। ইউনিভার্স তো সমগ্র বিশ্বকে বলা হয়। তাতে বিশ্বের নলেজ কিছুই নেই। ওই সব হল সীমিত জগতের। অনেক সীমারেখা টেনে দিয়েছে। ইউনিভার্সিটিকে হিন্দিতে বলা হয় বিশ্ব বিদ্যালয়। সারা বিশ্ব থেকে যে চাইবে সে এসে পড়বে। ওই ইউনিভার্সিটিতে তো এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। এখানে যে

কেউ এসে পড়তে পারে। বিশ্বের রচয়িতা এই বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আমরা এইরকম লিখেও থাকি। তাহলে বিশ্ব বিদ্যালয় অথবা ইউনিভার্সিটিতে তফাৎ কি আছে। একটি হলো হিন্দি শব্দ, অন্যটি ইংরেজি। বিশ্বের রচয়িতা এই বিশ্ব বিদ্যালয়টি রচনা করেছেন। যেখানে বাবা, মানবকে দেবতা, রাজার রাজা বানিয়ে দেন। লিবারেট করেন। শ্রীমৎ তো প্রাপ্ত হয় কিন্তু আসুরিক মত অনুসরণকারীরা শ্রীমৎকে মানে না। এখানে এই শ্রীমতের দ্বারা কতখানি শ্রেষ্ঠ হয়। নিজের তন-মন-ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানাই এবং সবই হল গুপ্ত রূপে। বাবাও গুপ্ত ভাবে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ তো গুপ্ত থাকবেন না। কিন্তু বাবাকে না জানার দরুন শ্রীকৃষ্ণের নাম গীতায় লিখে দিয়েছে এবং পরে কৃষ্ণের ডাক্ষ দেখিয়েছে। সেসব তো প্রিন্স-প্রিন্সেসরা নিজেদের মধ্যে করবে। সেখানে প্রজা তো যাবে না। বাবা অনেক বুঝিয়েছেন। বলেন জ্ঞান ধন প্রাপ্ত করে দান করতে থাকো। খুব উচ্চ এই পড়াশোনা এবং পড়া করতে হবে খুব সাধারণ ভাবে। চেয়ারে আসন পেতে বসতে তো পারবে না। এইরকম সোজা হয়ে পায়ের উপরে পা রেখে বসা হলো রাজার বৈঠক, এটাই সঠিক। যদিও তোমরা যেমন ইচ্ছে বসতে পারো। সত্য যুগে গোল্ডেন স্প্রিং ইন মাউথ হবে (সোনার চামচ মুখে থাকবে)। বাচ্চারা সাফাংকারও করেছে। কীভাবে বিমানে সোনা ভরে ভরে আসে। মহল ইত্যাদি সব খুব শীঘ্র তৈরী হয়ে যায়। এখনও বাবার চোখের সামনে বিদ্যুৎ, মোটর ইত্যাদি কত কি তৈরি হয়েছে। আগেকার দিনে আনাজ সম্ভা ছিল। তাহলে সত্যযুগে কত সম্ভা থাকবে। এখানে সোনার মুদ্রার দাম যদি ১০০ টাকা হয় তবে সেখানে এক পয়সা হবে। সুতরাং কতখানি তফাৎ হলো। অতএব তোমাদের এক জন্মের পড়াশোনার দ্বারা ২১ জন্মের রাজত্ব প্রাপ্ত হয় আর কি চাই। বাবা যুক্তি বলে দেন। কন্যা যদি জ্ঞান অর্জন না করে তবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানো হয়। পুত্র যদি জ্ঞান অর্জন না করে তবে বলবে নিজেই উপার্জন করো বিবাহ করো। বাবা পরামর্শ তো প্রতিটি বিষয়ে দেন। বিবাহ ইত্যাদি অনুর্তানে যদি যেতেই হয় তবে কেবল ফল গ্রহণ করো, শিববাবাকে স্মরণ করে খেলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। আচ্ছা!

বাপদাদার মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী নূর-রত্নদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছ থেকে যে জ্ঞান ধন নিয়েছো সেসব দান করতে হবে। গুপ্ত রীতিতে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের রাজত্ব নিতে হবে।

২) অন্য সকলের স্মৃতি গুলি বিস্মৃত করে দিয়ে এক বাবাকে সত্য পিতা, সত্য টিচার এবং সঙ্গুরূপে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:-
আত্মিক (রুহানী) নেশার দ্বারা দুঃখ-অশান্তির নামটুকুকেও সমাপ্তকারী সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ ভব রুহানী নেশায় থাকা অর্থাৎ চলতে-ফিরতে আত্মাকে দেখা বা আত্ম-অভিমানী থাকা। এই নেশায় স্থিত থাকলে সর্ব প্রাপ্তির অনুভব হয়। প্রাপ্তি স্বরূপ রুহানী নেশায় থাকা আত্মার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। দুঃখ-অশান্তির নামটুকুও থাকে না। কারণ দুঃখ এবং অশান্তির উৎপত্তি হয় অপবিত্রতা থেকে। যেখানে অপবিত্রতা নেই সেখানে দুঃখ অশান্তি কোথা থেকে আসবে! যারা পবিত্র আত্মা, তাদের কাছে সুখ এবং শান্তি স্বভাবতঃই থাকে।

স্লোগানঃ:-
যে সদা এক এর লগনে (স্মরণে) মগ্ন থাকে, সে-ই হলো নির্বিল্ল।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণ জন্মের আদি বরদান - স্নেহের শক্তি"

আজ চারদিকের সব বাষ্কার স্নেহভরা স্মৃতি স্নেহের সাগরসম সর্বশক্তিমান বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেক বাষ্কার হৃদয়ে দিলারাম সমাহিত হয়ে আছেন আর দিলারামের হৃদয়ে সর্বস্নেহী বাষ্কারা সমাহিত হয়ে আছে। স্নেহ অনেক বড় শক্তি।

- স্নেহের শক্তি পরিশ্রমকে সহজ করে দেয়। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে পরিশ্রম হয় না। পরিশ্রম মনোরঞ্জন হয়ে যায়, খেলা মনে হয়।
- স্নেহের শক্তি দেহ আর দেহ-দুনিয়াকে সেকেন্ডে ভুলিয়ে দেয়। স্নেহ দ্বারা যা ভুলাতে চাও তা ভুলতে পারো, যা স্মরণ করতে চাও তার মধ্যে সমাহিত হয়ে যেতে পারো।
- স্নেহের শক্তি সহজে সমর্পণ করতে সমর্থ বানায়।
- স্নেহের শক্তি বাবা সমান বানায়।
- স্নেহ সদা প্রতি মুহূর্তে পরমাত্ম-সাথের অনুভব করায়।
- স্নেহ সদা নিজের উপরে বাবার আশীর্বাদের হাত ছত্রছায়া সমান অনুভব করায়।
- স্নেহ অসম্ভবকে এত সহজভাবে সম্ভব করে দেয় যেন কার্য হয়েই আছে।
- স্নেহ প্রতি ক্ষণ (সবসময়) নিশ্চিন্ত অনুভব করায়।
- স্নেহ সব কর্মে নিশ্চিত বিজয়ী স্থিতির অনুভব করায়। এমন স্নেহের শক্তি অনুভব করো তো না?

বাপদাদা জানেন যে, অনেক জন্ম অনেক ধরনের পরিশ্রম করে আত্মারা ক্লান্ত। বিভিন্ন বন্ধনে বেঁধে থাকার কারণে আত্মারা পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সেইজন্য বাপদাদা পরিশ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ বিধি 'স্নেহের শক্তি' বরদান হিসেবে সব বাষ্কারে দিয়ে থাকেন। নিজের ব্রাহ্মণ জীবনের আদি সময়কে স্মরণ করো। সেই সময় জন্মানোর সাথে সাথেই স্নেহের শক্তিই তোমাদের সবাইকে নতুন জীবন দিয়েছে। স্নেহের অনুভূতি করতে পরিশ্রম করেছে? পরিশ্রম করতে হয়েছে? সহজ অনুভব করেছে তো না। সুতরাং আদি জন্মের এই অনুভূতিই বরদান। স্নেহ-প্রেমেই হারিয়ে গেছ তোমরা। সদা এই স্নেহের বরদানকে স্মৃতিতে রাখো। পরিশ্রমের সময় এই বরদান দ্বারা পরিশ্রমকে পরিবর্তন করতে পারো। বাপদাদার বাষ্কারের পরিশ্রম অনুভব করা ভালো লাগে না। স্নেহের শক্তির বিস্মৃতি পরিশ্রম অনুভব করায়।

- পরিস্থিতি যত বড়ই হোক আর যেমনই হোক, স্নেহ দ্বারা, প্রেম দ্বারা পরিস্থিতি রূপী পাহাড়ও পরিবর্তন হয়ে জল সমান হালকা হয়ে যেতে পারে। পাথরকে জল বানাতে পারো। মায়ার যতই ভয়ঙ্কর রূপ কিংবা রয়্যাল রূপ তোমাদের প্রতিরোধ করুক না কেন সেকেন্ডে স্নেহের সাগরে সমাহিত হয়ে যাও, তাহলে মায়ার শক্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমাদের অন্তর্লীন করে নেওয়ার শক্তি ছু-মন্ত্র (জাদুমন্ত্র) নয় বরং শিব-মন্ত্র হয়ে যাবে। তোমাদের সবার কাছে শিব-মন্ত্রের শক্তি থাকে, নাকি হারিয়ে যায়? শিব-স্নেহে সমাহিত হও, শুধু ডুব দিয়ে বেরিয়ে যেও না। কিছু সময় স্মৃতিতে থাকো এই বলে - মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা, আর ডুব দিয়ে আবার বের হয়ে আস, তখন মায়ার নজর তোমাদের উপরে পড়ে যায়। সমাহিত হয়ে যাও, তবে মায়ার নজর থেকে দূরে হয়ে যাবে। আর যদি কিছুই না জানো তোমরা তবে স্নেহের শক্তি জন্মের বরদান, সেই বরদানে হারিয়ে যাও। কীভাবে তার মধ্যে হারিয়ে যেতে হয় জানো না তোমরা? স্নেহ তো সহজ, তাই না! তোমাদের

সকলের এই অনুভব হয়েছে, হয়েছে না? কেউ আছে ব্রাহ্মণ জীবনে যার অধ্যাত্ম স্নেহের অনুভব হয়নি? আছে কেউ?

● স্নেহই সহজ যোগ, স্নেহে সমাহিত হওয়াই সম্পূর্ণ জ্ঞান।

● আজ এই দিনের মহত্বও স্নেহ।

অমৃতবেলা থেকে বিশেষ কোন তরঙ্গে তরঙ্গিত হচ্ছে? বাপদাদার স্নেহতেই তরঙ্গিত হচ্ছে। সকল আত্মার ভিতরে এক বাবা ব্যতীত অন্য কিছু স্মরণে ছিল? তোমাদের সহজ স্মরণ ছিল, ছিল তো না? নাকি পরিশ্রম করতে হয়েছে? সহজ কীভাবে হয়েছে? স্নেহের কারণে। তবে কি তা' শুধু আজকের স্নেহের? সঙ্গমযুগ পরমাত্ম-স্নেহেরই যুগ। সূতরাং যুগের মহত্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতি অনুভব করো। স্নেহের সাগর স্নেহের সমুদয় হীরে-মোতির থালা ভরে দিচ্ছেন। অতএব, নিজেকে সদা পরিপূর্ণ করে রাখো। সামান্য অনুভবে খুশি হয়ে যেও না। সম্পন্ন হও। ভবিষ্যতে তো স্থূল হীরে-মোতি দিয়ে সাজবে। এই পরমাত্ম-প্রেমের হীরে-মুক্তো অমূল্য, সূতরাং এতে সদা সুসজ্জিত থাকো।

চতুর্দিকের বাচ্চাদের স্মরণ, স্নেহের গীত বাপদাদা সদাই শুনতে থাকেন, কিন্তু আজ, বিশেষ স্নেহস্বরূপ বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্নে তিনি সদা স্নেহী ভব, সদা স্নেহের বরদান দ্বারা সহজে উড়তি কলার বিশেষ বরদান আবারও দিচ্ছেন। ছোট বাচ্চারা যেমন হয়, যে কোনও সমস্যা বা কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি আসলে সদা মা-বাবার কোলে বসে যায়, ঠিক একইভাবে সেকেন্ডে স্নেহের কোলে সমাহিত হয়ে যাও, তবে পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবে। সেকেন্ডে উড়তি কলার দ্বারা বাপদাদার কাছে পৌঁছে যাও, তাহলে যে কোনো স্বরূপে উপস্থিত মায়া দূর থেকেও

তোমাদের ছুঁতে পারবে না, কেননা, পরমাত্ম-ছত্রছায়ায় ভিতরে যে শুধু পারবে না তা' নয়, বরং দূর থেকেও মায়ায় ছায়া আসতে পারে না। সূতরাং বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ মায়ায় থেকে সুরক্ষিত থাকা। বাচ্চা হওয়া ভালো তো না। বাচ্চা হওয়ার অর্থই হলো স্নেহে সমাহিত হয়ে যাওয়া। আচ্ছা!

দিলারামের হৃদয়ে সমাহিত হওয়া চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে, যারা সদা পরিশ্রমকে স্নেহ-ভালোবাসায় পরিবর্তন করে, শক্তিশালী সেই আত্মাদের, সদা পরমাত্ম-স্নেহের সঙ্গমযুগকে মহান অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা সদা স্নেহের শক্তির দ্বারা বাবার সাথ আর আশীর্বাদের হাত অনুভব করে অন্যদেরও অনুভব করতে সমর্থ বানায়, এমন বিশেষ আত্মাদের, সদা স্নেহের সাগরে সমাহিত হওয়া সমান বাচ্চাদের স্নেহের সাগর বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎকার - আজ এই দিনে কী কী স্মরণে এসেছে? উইল পাওয়ারের হাত বিশেষভাবে স্মরণে এসেছে? উইল পাওয়ার সব কার্য সহজ করে দেয়। ব্রহ্মাবাবা স্মরণে বেশি এসেছেন নাকি বাপ-দাদা উভয়ই স্মরণে থেকেছেন? যদিও সকলের ব্রহ্মাবাবার চরিত্রের (ঐশ্বরিক কার্যকলাপ) স্মরণ বিশেষভাবে আসতে থাকে। ব্রহ্মা বাবা ব্রহ্মা তখনই হয়েছেন যখন বাবা-দাদা কন্সাইন্ড হয়েছেন। পরমাত্ম-প্রবেশ হওয়ার সাথেই ব্রহ্মার কর্তব্য শুরু হয়েছে। এই অব্যক্ত স্বরূপের অব্যক্ত রূপের চরিত্রও স্বতন্ত্র ও অনুপম এবং প্রিয়। ২৫ বছরের সেবার হিস্ট্রি শুরু থেকে স্মরণ করো, কত তীব্রগতির হিস্ট্রি ! অব্যক্ত হওয়া অর্থাৎ তীব্রগতিতে সর্বকার্য হওয়া। সময়ের পরিবর্তনও ফাস্ট আর সেবার বৃদ্ধির গতিও ফাস্ট। ফাস্ট হয়েছে না? সেইজন্য অব্যক্ত হওয়াতে সময়েরও তীব্রগতি প্রাপ্ত হয়েছে তো সেবারও তীব্রগতি প্রাপ্ত হয়েছে। অব্যক্ত পার্ট-এ আসা আত্মাদেরও পুরুষার্থে তীব্রগতির ভাগ্য সহজে প্রাপ্ত হয়েছে। অব্যক্ত পার্ট-এ আসা আত্মাদের 'লাস্ট সো ফাস্ট, ফাস্ট সো ফাস্ট' বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। (সভা থেকে)

বরদান:- কে কার্যে লাগাও, শুধু স্মৃতিতে রেখো না। সময় অনুসারে বরদানকে স্বরূপে নিয়ে এসো। বরদান স্বরূপে নিয়ে আসলে আপনা থেকেই ফাস্ট গতির অনুভব করবে। অব্যক্ত পালনা সহজভাবে তোমাদের শক্তিশালী বানায়। সেইজন্য সামনে যত এগিয়ে যেতে চাও, এগিয়ে যেতে পারো। তোমাদের সবার উপরে বাপদাদা আর নিমিত্ত আত্মাদের বিশেষ আশীর্বাদ রয়েছে সদা সামনে ওড়ার জন্য। এ'রকম তো না? দাদীদেরও আশীর্বাদ আছে। এ'সব থেকে শুধু লাভ নাও। তোমাদের অনেক প্রাপ্তি হয়, কিন্তু ইউজ কম করো। শুধু বুদ্ধির একপাশে সরিয়ে রেখো না, খাও, খরচ করো। কীভাবে ইউজ করতে হয় জানো তোমরা, খরচ করতে জানো নাকি সামলে রাখো? খুব ভালো, খুব ভালো বলা মানেই যত্ন করে সামলে রাখা। ভালোভাবে নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য কার্যে প্রয়োগ করো। এখানে খরচ করা অর্থাৎ বাড়িয়ে নেওয়া।

আজকালকার ফ্যাশন দেখ, যেমন, অমূল্য বস্তু লোকে কোথায় রাখে? (লকারে) ইউজ করে না, লকারে রেখে তারা খুশি হয়। তোমরা এমন অনেকবার করো - পয়েন্ট খুব ভালো, বিধি খুব ভালো, শুধু বুদ্ধির লকারে দেখে খুশি হয়ে যাও। তো তোমরা সবাই লকারে রাখো নাকি ইউজ করো? আচ্ছা!

পাণ্ডব সেনার কী অবস্থা? (ভালো) যারা শুধু ভালো ভালো করে, তোমরা তারা নও, নও তো না। এমন সেনা তৈরি হতে হবে যাতে যে অর্ডার পাবে, সেকেন্ডে সেটা করতে পারবে। এতটা তৈরি হয়েছে তোমরা? শক্তি সেনা প্রস্তুত? শক্তিদেব সেবা তাদের নিজস্ব, পাণ্ডবদের নিজস্ব। পাণ্ডবদের সহযোগ ব্যতীত শক্তিও চলতে পারে না, শক্তিদেব সহযোগ ছাড়া পাণ্ডবও চলতে পারে না।

(দাদিজী মেক্সিকো কনফারেন্সের সমাচার বাপদাদাকে শুনিয়েছেন)

এটা ভালো, সায়েন্সের লোকেরা কাজে লেগেই আছে। প্রয়োগ করতে সায়েন্সের লোক দূরদর্শী হয়, তাই না।

তো একজনও যদি পুরোপুরি যোগী আর প্রয়োগী হয়ে যায় তবে বড় থেকেও বড় মাইকের কাজ করবে।

(লস এঞ্জেলসে ভূমিকম্প হয়েছিল) সময়ের তীব্রগতির এই লক্ষণ প্রকৃতি সময় সময়তে দেখাচ্ছে। আচ্ছা!

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার - "ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে দয়াশীল হয়ে শুভ ভাবনার বীজ বপন করে চলো" "

বাপদাদা দ্বারা সব বাচ্চার এই সঙ্গমযুগে বিশেষ কোন ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে? ভান্ডার তো অনেক আছে কিন্তু বিশেষ ভান্ডার হলো খুশির ভান্ডার। তো কত শ্রেষ্ঠ খুশির ভান্ডার তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। তাহলে তা' সদা তোমাদের সাথে থাকে নাকি কখনো একপাশে সরেও যায়? যখন অফুরন্ত প্রাপ্তি হচ্ছে তখন সবসময় ভান্ডারকে কার্যে প্রয়োগ করা উচিত তো না। লোকে এইজন্য একপাশে সরিয়ে রাখে যাতে প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। কিন্তু তোমাদের কাছে তো অফুরন্ত আছে। এই জন্মের কথা তো ছেড়েই দাও, অনেক জন্ম এই খুশির ভান্ডার সাথে থাকবে। অফুরন্ত আছে, ইউজ তো করো। বাপদাদা আগেও শুনিয়েছেন যে, প্রাণ যাক কিন্তু খুশি যেন না যায়। সেইজন্য খুশিকে কখনও একপাশে সরিয়ে রেখো না, বরং আরও মহাদানী হও। কেননা, বর্তমান সময়ে অন্য কিছু হয়তো বা প্রাপ্ত হতে পারে কিন্তু প্রকৃত খুশি প্রাপ্ত হতে পারে না। অল্পকালের খুশি প্রাপ্ত করার জন্য লোক কত সময় আর ধন খরচ করে, তবুও প্রকৃত খুশি পাওয়া যায় না। সুতরাং এরকম প্রয়োজনের সময় তোমরা সব আত্মাকে মহাদানী হতে হবে। অশান্ত, দুঃখী যেমন আত্মাই হোক, যদি তাদের খুশির অনুভূতি করিয়ে দাও তবে হৃদয় থেকে তারা কত আশীর্বাদ দেবে! তোমরা দাতার বাচ্চা, সুতরাং দরাজদিল হয়ে বিলিয়ে দাও। বিলিয়ে দিতে জানো তো না? তাহলে কেন বিলিয়ে দাও না? সময়কে দেখছ? হৃদয় থেকে তোমাদের দয়া অনুভূত হওয়া উচিত। যারা অশান্তি-দুঃখে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তো তোমাদের পরিবার, তাই না। পরিবারকে তো সহযোগ দেওয়া হয়েই থাকে তো না। সুতরাং মহাদানী হওয়ার জন্য বিশেষভাবে সহৃদয়তার গুণ ইমার্জ করো। তোমাদের জড় চিত্র বরদান দিচ্ছে। তো তোমরাও চৈতন্য রূপে দিলদরিয়া হয়ে বিলিয়ে দিতে থাকো, কেননা, তারা পরবশ আত্মা। কখনো এটা ভেবো না যে, এরা তো শোনার নয়, এরা অগ্রসর হওয়ার নয়। না, তোমরা দিলদরিয়া হও, নিরন্তর দিয়ে যাও। গাওয়া হয়েছে ভাবনার ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব, আত্মাদের মধ্যে যদি জ্ঞানের প্রতি যোগের প্রতি শুভ ভাবনা নাও থাকে কিন্তু তোমাদের শুভ ভাবনা তাদের ফল দেয়। এমন ভেবো না যে, এত কিছু সেবা করেছে কিন্তু ফল পাইনি। কিন্তু ফল একরকম হয় না। কিছু সীজনের ফল হয়, কিছু ফল সদাকালীন। সুতরাং সীজনের ফল নির্দিষ্ট সীজনেই ফল দেবে, তাই না। তো তোমরা শুভ ভাবনার বীজ বপন করেছে, যদি সীজনের ফল হয় তবে সময়মতো সেই সীজনে ফল বেরোবেই। এমনিতেও দেখ, যারা কৃষিকাজ করে তারা এটা ভাবে না যে, ফল তো সীজনে বের হওয়ার আছে, ৬ মাস পরে বেরোবে তো বীজ বপনই করবো না। সুতরাং, তোমরা বীজ বপন করে চলো। সকল আত্মাকে নিজস্ব সময়ে জাগতেই হবে। তোমাদের দয়ার ভাবনা, শুভ ভাবনা ফল অবশ্যই দেবে। যদি কেউ অপজিশনও (বিরোধ) করে তবুও তোমাদের দয়ার ভাবনা ছেড়ে দিও না, বরং আরও ভাবো যে, এই অপজিশন অথবা ইনসাল্ট, বদনাম সার হিসেবে কাজ করবে। তখন সার পড়লে ভালো ফল বের হবে। তারা যত কটু কথা বলবে, ততই তোমাদের গুণ গাইবে। সেইজন্য সব আত্মাকে নিরন্তর দিতে থাকো। এমন নয় যে, যারা এটা ভালো ভাবে তোমরা তাদেরই দেবে, না। এটা তো নেওয়া হয়ে গেল! ভাবনায় নেওয়ার ইচ্ছা রেখো না যে, তারা ভালো বললে বা ভালো হিসেবে বিশ্বাস করলে তবে দেবে। না। একে বলা হয়ে থাকে দাতার বাচ্চারা মাস্টার দাতা। হয় বৃত্তি দ্বারা, অথবা ভাইব্রেশন দ্বারা কিংবা বাণী দ্বারা নিরন্তর দিতে থাকো। এতটা ভরপুর তো না? সব ভাণ্ডার আছে?

ডবল বিদেশিদের দেখে বাপদাদা কেন ডবল খুশি হন? তোমরা ডবল পুরুষার্থ করো। এক তো তোমরা নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ পরিবর্তন করারও পুরুষার্থ করো। বাপদাদা দেখেন যে, মেজরিটির মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালো থাকে। যদি কখনো উৎসাহ-উদ্দীপনা মাঝে মাঝে উপর-নিচে হয়, তো সেক্ষেত্রে বাবা আজ বিধি শুনিয়েছেন সমাহিত হয়ে যাও, স্নেহের কোলে লুকিয়ে পড়ো, তখন আর মায়া আসবেই না। এটা সহজ তো না। বীজরূপ হতে পরিশ্রম থাকে, এর মধ্যে পরিশ্রম নেই। হতে পারে, কোনও কিছু জানো না, কিন্তু স্নেহে সমাহিত হতে তো জানো নাকি এটা মুশকিল? (না) তবে এটা করো। এখন 'মুশকিল' শব্দ বলো না। যখন তোমরা নিচে আসো, তখন ছোট জিনিসও বড় লাগে, যদি উপরে যাও তবে বড় জিনিস ছোট লাগবে। তোমরা ফরিস্তা নাকি মানব? (ফরিস্তা) ফরিস্তা কোথায় থাকে? উপরে থাকে নাকি নিচে? (উপরে) তাহলে নিচে কেন থামবে, ভালো লাগে? কখনো কখনো নিচে আসতে ইচ্ছে করে? না, তবে কেন আসো? যখন বাবার সাথে ছেড়ে দাও তখনই নিচে এসে যাও।

সুতরাং, ডবল বিদেশিদের ডবল পুরুষার্থের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ডবল চান্স থাকে। এর লাভ নাও। এই বছরে কী করবে? ডবল সার্ভিস। মহাদানী-বরদানী হবে নাকি বাবার সামনে বলবে নিজেই শক্তি দিয়ে দাও আর অন্যদেরও শক্তি দাও। এটা ভালো যে, মানসিক দৃঢ়তায় নম্বর নিয়েছ। এখন ফাস্ট পুরুষার্থ করে সামনে উড়ে চলো।

বরদান : - খুশির ভাঙারে সম্পন্ন হয়ে সদা খুশি থাকতে আরও খুশির দান দিয়ে মহাদানী ভব সঙ্গমযুগে বাপদাদা সবচেয়ে বড় খুশির খাজানা দিয়েছেন। রোজ অমৃতবেলায় খুশির একটি পয়েন্ট ভাবো আর সারাদিন সেই খুশিতে থাকো। এইভাবে খুশিতে থেকে অন্যদেরও খুশির দান দিতে থাকো, এটাই সবচেয়ে বড় থেকেও বড় মহাদান। কেননা, দুনিয়ায় অনেক সাধন থাকা সত্ত্বেও ভিতরের প্রকৃত অবিনাশী খুশি নেই, তোমাদের কাছে খুশির ভাঙার আছে, সুতরাং দান দিতে থাকো, এটাই সবচেয়ে বড় উপহার।

স্লোগান:- মহান আত্মাদের পরম কর্তব্য হলো - উপকার, দয়া এবং ক্ষমা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থাকতে থাকতে এই কলিযুগীয় রাত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে পুনরায় আসবে দিনে (সত্যযুগে), এও হলো ওয়ান্ডারফুল যাত্রা"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা কেন রয়েছে?

*উত্তরঃ - কারণ তোমরা জানো যে যখন আমরা স্বর্গে যাব তখন বাকি সব আত্মাদের কল্যাণ হবে, সকলে নিজেদের ঘর শান্তিধামে যেতে পারবে। তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার লোভ নেই। কিন্তু তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করছো, যখন এত পরিশ্রম করো তখন অবশ্যই সেই স্বর্গের মালিকও হবে। এছাড়া তোমাদের আর কোনো অন্য ইচ্ছা নেই। মানুষের তো ইচ্ছা থাকে - আমাদের ভগবানের সাক্ষাৎকার হোক কিন্তু তিনি তো তোমাদের স্বয়ং পড়াচ্ছেন।

*গীতঃ- রাতের পথিক হয়ো না শান্ত.....

ওম্ শান্তি । রাতের পথিকের অর্থ তো বাচ্চারা পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে জেনে থাকে। যদি বাচ্চারা স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকে, স্মৃতিতে থাকে তবেই তারা বুঝতে পারবে যে আমরা দিন অর্থাৎ স্বর্গের কত নিকটে পৌঁছে গেছি। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - এ হলো অসীমের দিন এবং রাত। ব্রহ্মার অসীমের রাত বলা হয়ে থাকে। শাস্ত্রে কত ভালো নাম লেখা হয়েছে। এইরকম বলা হবে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণেরও রাত হবে। না, ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত বলা হয়ে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ওখানে রাজত্ব করতো। তারপর অবশ্যই সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য পুনরায় সত্যযুগে আসবে। সত্যযুগের পর ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগকে অবশ্যই আসতে হবে। তাহলে অবশ্যই সত্যযুগে পুনরায় সেই রাজা রানীর আসা উচিত। এই জ্ঞান কেবল শিববাবাই ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দিয়ে থাকেন। সেইজন্য তোমাদেরই এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান রয়েছে। দেবতাদের নেই। তোমাদের ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতে এই চক্র আবর্তিত হয়, সেইজন্য নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের রাত। এখন তোমরা দিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছো। সত্যযুগকে দিন, কলিযুগকে রাত বলা হয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমাদের এই যাত্রা কলিযুগের অন্তে এবং সত্যযুগের আদিতে সঙ্গমে হয়ে থাকে। তোমরা বসে রয়েছো কলিযুগে কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি রয়েছে ওখানে। আত্মাকে বুঝতে হবে যে আমাকে এই শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যেতে হবে। অন্তিমে শরীর তো ত্যাগ করবে যখন লক্ষ্য পূরণ হবে অর্থাৎ বাবা যোগ শেখানো বন্ধ করে দেবেন। পড়ানোর শেষ যতক্ষণ না পর্যন্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাবা শেখাতে, পড়াতে থাকবেন। বাচ্চারা বাবার স্মরণে থাকে। এ'ভাবেই স্মরণে থাকতে থাকতে রাত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আর তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে। তারপর তোমরা আসবে দিনে। এ হলো তোমাদের ওয়ান্ডারফুল যাত্রা। বাবা দিনের স্থাপনা করেন তোমাদের ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের জন্য। এখন দিন অর্থাৎ সত্যযুগ আসছে। এখন তোমরা কলিযুগ রাত্রে বসে রয়েছো। নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো।

বাবা বুঝিয়েছেন যে সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে অবশ্যই। মানুষ জিজ্ঞাসা করে - কবে মরতে হবে? কখন বিনাশ হবে? এখন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বিনাশের সাক্ষাৎকার করা হয়েছে। তারপর এই নয়নের দ্বারা অবশ্যই দেখতে হবে আর স্থাপনা, যার সাক্ষাৎকার করা হয়ে থাকে সেও এই নয়নের দ্বারাই দেখতে হবে। মুখ্য হলো, যে ব্রহ্মার দিন বা রাতের গায়ন করা হয়ে থাকে, তাঁরই স্থাপনা আর বিনাশের সাক্ষাৎকার হয়েছে। এইজন্য যা দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দেখা হয়েছে তা বাস্তবে অবশ্যই হবে। ভক্তি মার্গে যাকিছু সাক্ষাৎকার হয় তা দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দেখা হয়ে থাকে। তোমরাও দিব্যদৃষ্টির দ্বারাই দেখে থাকো। তোমাদের কোনো বস্তুর প্রতি ইচ্ছা থাকে না। সন্ন্যাসীদের ইচ্ছা থাকে - পরমপিতা পরমাত্মাকে দেখার। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং বসে পড়ান। তোমাদের ইচ্ছা রয়েছে স্বর্গে যাওয়ার। বাচ্চারা জানে যে আমরা স্বর্গে যাব তখন সকলের কল্যাণ সাধিত হবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে অসীম জগতের পিতা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা, বীজরূপ, তিনি কল্প বৃক্ষের আদি, মধ্য, অন্তকে জানেন। আমরা সেই বাবাকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে জানি। কোনো গাছকে যখন দেখি, জানা যায় এ হলো আমের গাছ। বীজ রোপন করার পর প্রথমে দুটো চারটে করে পাতা বেরোয়, তারপর গাছ বড় হতে থাকে, ওটা হলো জড় বীজ। এই বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্য বীজরূপ, ওঁনাকেই নলেজফুল বলা হয়ে থাকে।

বাচ্চারা জানে যে, এ হলো পাঠশালা, যেখানে এই বিদ্যা (পড়া) প্রাপ্ত হচ্ছে আর তোমরা যোগও শিখছো। এই বিদ্যার দ্বারা ভবিষ্যতে তোমরা প্রিন্স- প্রিন্সেস হয়ে যাও। অবশ্যই পবিত্র আত্মা চাই। এখন তো সকলেই অপবিত্র। কিন্তু কাউকে অপবিত্র বলা, তাহলে মানবে না। বলে যে কৃষ্ণপূরীতেও একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার মতন কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির ছিল। একে অপরকে সুখ প্রদানকারীদের পবিত্র বলা হয়ে থাকে। স্বর্গে কেউ দুঃখ দেয় না। ওখানে তো সিংহ-ছাগে একত্রে জল পান করে। কাউকে দুঃখ দেয় না। কিন্তু এই কথা কেউ খোড়াই বুঝতে পারে। যে শাস্ত্র পড়েছে সেই (শাস্ত্রের) কথাই বুদ্ধিতে এসে যায়। দেবতাদের পূজারী নিজেরাই নিজেকে চাটি মারে। হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের চড় মেরেছে। নিজেদের দেবতাদের বসে-বসে নিন্দা করেছে। খ্রাইস্ট, বুদ্ধ প্রভৃতিদের কত মহিমা করে থাকে। বসে-বসে দেবতাদের নিন্দা করে। এ তো ধর্মের গ্লানি হয়ে গেল, তাই না ! গীতাতেও বলা হয়ে থাকে, "যদা যদাহি ধর্মস্য....." নামও ভারতেরই রয়েছে। ভারতই ব্রহ্ম আর ভারতই শ্রেষ্ঠ হয়। শ্রেষ্ঠ ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। ব্রহ্ম মানুষ, শ্রেষ্ঠের কাছে মাথা নত করে। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র থাকে, কিন্তু ভগবানকে জানেনা। নিজেকেই ভগবান বলে দেয়। এছাড়া অন্য যে সকল গুরু প্রভৃতির রয়েছে, তারা হলো পতিত, বিকারেও যায়। পতিত বলা হয়ে থাকে বিকারীকে। তারা পবিত্রদের নমন করে। সন্ন্যাসীদের গুরু করেও সেইজন্য, যাতে আমাদের নিজের সমান আপন করে নেয়। আজকাল খুব কম জনই সন্ন্যাসী হতে চায়, তখন গৃহস্থীকে গুরু করলে প্রাপ্তি কি হবে ? যখন তারা নিজেরাই পতিত। কিন্তু নতুন আত্মারা আসলে তখন তাদের কিছু মহিমা বেরিয়ে আসে। কেউ পুত্র লাভ করে, কেউ ধন লাভ করে, তখন খুশি হয়ে যায়। তারপর এক-দু'জনকে দেখে সকলেই গুরু করতে থাকবে। বাস্তবে গুরু করা হয় সন্নতির জন্য। সেইজন্য অবশ্যই ৫ বিকার থেকে সন্ন্যাস নেওয়া পবিত্র চাই। তাছাড়া গৃহস্থীদের গুরু করে লাভ কি ? বড় বড় গৃহস্থীরাও হলো গুরু, যাদের হাজার হাজার ফলোয়ার্স রয়েছে। কেউ একজন গুরু করে তখন সেই গুরুপদ (পরম্পরা) চলতে থাকে। শিষ্যরা তাদের পা ধুয়ে (জল) পান করে, একে অন্ধ শ্রদ্ধা বলা হয়। মানুষ যদিও গেয়ে থাকে যে "হে ভগবান, অন্ধের লাঠি তুমি.....", কিন্তু এর অর্থও বোঝেনা। অন্ধ (বুদ্ধিহীন) বানায় মায়া রাবণ। সকলেই প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়। সেইজন্য বাবা বলেন - এই যে যাকিছুই শাস্ত্রাদি রয়েছে, আমি এসে এ'সবের সারকথা শুনিতে থাকি। নারদের উদাহরণ দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় তুমি নিজের চেহারা তো দেখো -- লক্ষ্মীকে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছে ? লক্ষ্মী তো স্বর্গে থাকে। এখন তোমরা জানো যে আমাদের পুরুষার্থ করে ভবিষ্যতে লক্ষ্মীকে অথবা নারায়ণকে বরণ করতে হবে। তাহলে এও এখানকারই কথা।

চেহারা মানুষের, চরিত্র বাঁদরের মতো। বাবা বলেন, নিজের চেহারা তো দেখো ! মানুষ তোমাদের বলবে যে তোমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার লোভ রাখো, তাই না ! তাদের বোঝাতে হবে আরে, আমরা তো সমগ্র সৃষ্টিকেই স্বর্গে পরিণত করি। এত পরিশ্রম করি তাহলে মালিকও অবশ্যই আমাদেরই হতে হবে, তাই না ! কেউ তো রাজস্ব করবে, তাই না !

বাবা বুঝিয়েছেন যে নান্দার ওয়ান মহাশত্রু হলো কাম-বিকার, যা মানুষকে আদি, মধ্য, অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। এ হলো অর্ধেক কল্পের কড়া শত্রু। অবশ্যই ড্রামায় সুখ আর দুঃখ রয়েছে, কিন্তু দুঃখে ক্ষেপণকারীও তো রয়েছে। সে হলো রাবণ। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণরাজ্য চলে। বাচ্চারা, এই কথাগুলি কেবল তোমরাই জানো। তোমাদের মধ্যেও নান্দার অনুরূপ রয়েছে। এখন দেখো, বলে থাকে যে কৈলাস পর্বতে শংকর-পার্বতী থাকে। প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিগণও অমরনাথ, কৈলাস পর্বতে যায়। কিন্তু এতটুকুও বোঝেনা যে সেখানে শংকর-পার্বতী কোথা থেকে আসবে ? পার্বতী কি দুর্গতিতে ছিল যে তাঁকে বসে কথা শুনিয়েছিল ? সূক্ষ্মলোকে তো দুর্গতির প্রশ্নই নেই। কত দূরে দূরে গিয়ে মানুষ হোঁচট (ধাক্কা) খেতে থাকে। এ হলো ভক্তিমার্গ। দুঃখ তো মানুষকে পেতেই হবে। প্রাপ্তি হলো অল্প কালের (সময়ের)। সেটা কোন্ প্রাপ্তি ? তীর্থে যতখানি সময় থাকে ততখানি সময় পবিত্র থাকে। কেউ তোর মদ্যপান ব্যতীত থাকতে পারে না, সেইজন্য লুকিয়েও শূরার বোতল নিয়ে যায়। তাহলে সেটা কি কোনো তীর্থ হলো নাকি ? সেখানও কতো নোংরা হয়ে গেছে, তা আর জিজ্ঞাসা করো না। বিকারী মানুষদের বিকারও সেখানে প্রাপ্ত হয়। মানুষের জ্ঞানই নেই সেইজন্য মনে করে ভক্তিই ভালো, এর মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। অর্ধেক-কল্প ভক্তির ধাক্কা খেতে হয়। অর্ধেক কল্প পরে যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখন ভগবান আসেন। বাবার করুণা হয়। এমন নয় যে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। এমন যদি হতো তাহলে আবার ভগবানকে ডাকে কেন ? স্মরণ কেন করে ? ভগবানকে কখন পাওয়া যায়, তা বোঝেনা। ভক্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হলো ব্যস, মনে করে তারা ভগবানকে পেয়ে গেছে। বৈকুণ্ঠবাসী হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয় ব্যস চলে যায় শ্রীকৃষ্ণপূরী। কিন্তু যায় না কেউই। তাহলে ভক্তিমার্গে অনেক অন্ধশ্রদ্ধা রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝে গেছো। বাবা সাধারণ দেহে আসেন সেইজন্যই তো গালি খান। নাহলে কোন্ দেহে আসবেন ? শ্রীকৃষ্ণের দেহে তো গালি খেতে পারেন না ! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পতিত দুনিয়ায় পবিত্র বানাতে আসবেন, এটা তো হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-কে পতিতপাবন বলাও হয় না। মানুষ এও বোঝেনা যে পতিত-পাবন কে? কীভাবে আসেন? সেইজন্য কারোর বিশ্বাস হয়না। শাস্ত্রে তো নেই যে কীভাবে

ব্রহ্মার শরীরে আসেন। কথিত রয়েছে, ব্রহ্মার মুখের দ্বারা সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় ধর্মের স্থাপনা হয়। তারপর ভুলে যায় যে কখন হয়, কীভাবে হয়? প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো এখানে কল্পের সঙ্গে অবশ্যই থাকা উচিত তবেই তো ব্রাহ্মণদের নতুন সৃষ্টি রচিত হবে। মানুষ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তাদের পথ দেখাতে হবে। বাবা এসে কত বড় সেবা করেন। তোমরা বোঝো যে আমরা ৫ বিকারের দ্বারা একদম বাঁদরের থেকেও খারাপ (কুংসিত) হয়ে গেছি। আমরা দেবতা ছিলাম, তারপর একদম কিরকম হয়ে গেছি ! এমনদের বাবা এসে পুনরায় কত উচ্চ বানিয়ে দেন। তাহলে বাবাকে কত ভালবাসা উচিত ! এ'কথা বাবা শোনান নাকি দাদা শোনান? এও অনেক বাচ্চারা বুঝতে পারে না। বাবা বলেন - ভেবে দেখো যে আমি কি সর্বদাই রথে হাজির থাকতে পারি? এও তো হতে পারে না। আমি তো আসিই সার্ভিসের জন্য।

বাবার কাছে সমাচার এসেছিল -- কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে মানুষ কি কাউকে সুখ দিতে পারে? তা কি মানুষের হাতে ? তখন একজন বলে যে না, একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে সুখ দিতে পারেন। মানুষের হাতে কিছুই নেই। তখন কোনো বাচ্চা আবার বুঝিয়েছে যে মানুষই সুখ দেয়, মানুষই সবকিছু করে। ঈশ্বরের হাতে কিছুই নেই। আরে, তোমরা খোড়াই কিছু দাও। ঈশ্বরের হাতেই তো রয়েছে, তাই না! বোঝানো উচিত -- শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। পরমপিতার শ্রীমং ব্যতীত কেউ সুখ দিতে পারে না। নিজের বড়াই করা উচিত নয়। আমরা শ্রীমতানুসারে সমগ্র সৃষ্টিকে স্বর্গে পরিণত করি। তাহলে দেখো বাচ্চাদের কত বড় ভুল হয়ে যায়। ওরা বলে ঈশ্বরের হাতে রয়েছে। বি.কে বলে মানুষের হাতে রয়েছে। বাস্তবে তো আছেই বাবার হাতে। শ্রীমং ব্যতীত কিছু করতে পারে না। মানুষ একদম ওয়ার্থ নট অ্যা পেনী (কপর্দকশূন্য) হয়ে যায়। বাবা বলেন - রাবণ মানুষকে প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন বানিয়ে দেয়। আমি এসে তোমাদের পারশবুদ্ধিসম্পন্ন করে দিই। সমস্ত মহিমা বাবারই করা উচিত । আমরা শ্রীমতানুসারে চলছি। ঈশ্বর ব্যতীত কেউই মানুষকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারে না। আচ্ছা !

ব্রহ্মা মুখবংশীয় ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) বাবা যে এত সার্ভিস করেন, আমাদের এত উঁচু দেবতায় পরিণত করেন, এমন বাবার সাথে হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে। দেবতাদের মতন সকলকে সুখ দিতে হবে।

২) সর্বদা অদ্বিতীয় পিতার মহিমা করতে হবে। নিজের বড়াই করা উচিত নয়।

বরদান:- সেবার ভূমিকা পালন করেও পার্টের থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয় হওয়া সহজ যোগী ভব অনেক বাচ্চারা বলে যে কখনো যোগ লাগে আবার কখনো লাগে না, এর কারণ হলো -- উপরাম স্থিতির (একান্ততার) অভাব। পৃথক না হওয়ার কারণে ভালোবাসার অনুভব হয় না। আর যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে স্মরণও নেই। যত অধিকমাত্রায় ভালোবাসা, স্মরণ ততই সহজ। সেইজন্য সম্বন্ধের আধারে ভূমিকা পালন কোরো না, সেবার সম্বন্ধে ভূমিকা পালন করো, তবেই পৃথক হয়ে থাকবে। পদ্ম ফুলের মতন পুরানো দুনিয়ার বাতাবরণ থেকে পৃথক আর বাবার প্রিয় হও তবেই সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- জ্ঞানী সে-ই যে 'কারণ' শব্দটিকে মার্জ করে প্রত্যেক বিষয়কে (সমস্যাকে) নিবারণ (সমাধান) করে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা হলেন অলৌকিক মুসাফির যিনি তোমাদের সুন্দর করে তোলেন, তোমরা এই মুসাফিরকে স্মরণ করতে-করতে ফার্স্টক্লাস হয়ে ওঠো"

*প্রশ্ন:- প্রত্যেক গডলি স্টুডেন্ট সঙ্গম যুগে কোন্ পুরুষার্থ করার জন্য শ্রেষ্ঠ মত পেয়ে থাকে?

*উত্তর:- গডলি স্টুডেন্টরা শ্রীমত পায় যে এই সময় পবিত্র হয়ে রাজত্বের পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তা করো আর অন্যদের বলো যে অসীম জগতের পিতার কাছে থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য এই অস্তিম জন্মে পবিত্রতার রাখি বাঁধো, এই মৃত্যুলোকে বৃদ্ধি করা বন্ধ করো (জনসংখ্যা)। বাবার হয়ে স্বর্গে যাওয়ার জন্য যোগ্য হয়ে ওঠো। বাবার মতে চলে এই সময় ভাইসলেস হলে ২১ জন্মের জন্য ভাইসলেস হয়ে যাবে।

*গীত:- ও দূরের মুসাফির আমাকেও সাথে নিয়ে নাও....

ওম্ শান্তি । এই রেকর্ড তো সবাই শুনছে দূরের মুসাফির আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চলো। তোমরা জানো আমাদের মাতা-পিতা তিনি যিনি দূরের নিবাসী। এই মাতা-পিতা (লৌকিক) কাছেই থাকে। সব মানুষই সেই দূরের মুসাফিরকেই স্মরণ করে। দূরের মুসাফির এসে পরিস্থান স্থাপন করেন, যাকে স্বর্গ, হেভন বলা হয়। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড বলা হয়। সেখানে কোনো দুঃখ নেই। হে দূরের মুসাফির - কে আহ্বান করে? যদি সবার মধ্যেই পরমাত্মা থাকে তবে তো আহ্বান করে বলবে না যে হে পরমাত্মা এসো। এটা তো অবশ্যই ঠিক যে সবাই দূরের মুসাফির, সবাইকে যাত্রা (মুসাফিরী) করতে হবে ওখান থেকে এখানে আসার জন্য। বাস্তবে সব মনুষ্য আত্মারাই পরমধাম নিবাসী। এখানে এসেছে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে। এটা হলো অনেক দীর্ঘ যাত্রা। কিন্তু আত্মা সেকেন্ডের মধ্যেই পৌঁছে যায়। এরোপ্লেন ইত্যাদিও এতো তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে না। আত্মা তো সেকেন্ডের মধ্যেই সূক্ষ্মলোক, মূললোকে উড়ে যেতে পারে (বুদ্ধি দ্বারা)।। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করে অথবা উপর থেকে যে নতুন আত্মারা আসে, তাদের একই টাইম লাগে। নতুন আত্মারা তো আসতেই থাকে তাইনা। এইভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আত্মার মতো তীর গতিতে কেউ-ই ছুটে পারে না।

তোমরা জানো বাবাকেও ভ্রমণ করতে হয়। তিনি একবার এসেই বাচ্চাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। ভক্তরাও জানে ভগবান এসে আমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। এখানে এসে মিলিত হবেন, সেটাও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গেয়েও থাকে - আমাদের পবিত্র করে তোলার জন্য এসো। আমাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে চলো। তোমরা জানো যারা যথার্থ রীতিতে বাবাকে স্মরণ করবে তারাই কাছে আসতে পারবে। কি চমৎকার তাইনা। তিনি তোমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গীও। তা না হলে বাবাকে আলাদা, টিচারকে আলাদা, স্মরণ করতে হবে। এখানে সম্পূর্ণ জীবৎকাল বাবাও স্মরণে থাকে, টিচারও স্মরণে থাকে। আজকাল তো ছোটবেলাতেই গুরু করিয়ে দেওয়া হয়, সুতরাং মাতা-পিতা, টিচার তারপর গুরুকেও স্মরণ করে থাকে। তারপর যখন নিজের রচনা তৈরি করে তখন নিজের স্ত্রী, বাচ্চা এদেরও স্মরণ করতে লেগে যায়। এরপর মাতা-পিতা ইত্যাদি যারা আছে তাদের স্মরণ কম হতে থাকে। এখন তোমাদের স্মরণ কেবল সেই এক মুসাফির এর। আত্মা পিওর হয়ে যখন নতুন শরীর ধারণ করবে ফার্স্টক্লাস শরীর পাবে। পরমাত্মা বলেন আমি তো নতুন শরীর পাইনা। আমি আসি তোমাদের খুব সুন্দর করে তোলার জন্য। বৈকুণ্ঠতে প্রতিটি জিনিসই খুব সুন্দর হয়। মহলও হীরা-জহরত দিয়ে সাজানো থাকে। এই মুসাফির কত অলৌকিক। কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণেই তোমরা ওঁনাকে ভুলে যাও, কেননা মায়ার সাথে তোমাদের লড়াই করতে হয়। মায়া তোমাদের স্মরণ করতে দেয় না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কেন আমাকে স্মরণ করোনা? বাচ্চারা বলে বাবা কি করব পরবশ অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হয়ে পড়ি। তোমাকে ভুলে যাই তারপর সেই খুশি আর থাকে না। রাজার কাছে জন্ম নিলে বাচ্চা খুব খুশি হয়। কিন্তু দ্বাপর রাজত্বেও সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে। কেউ ক্রোধ করল তো দুঃখ হলো। এমন নয় যে রাজত্বে কেউ রাগ করে না। রাগের বশবর্তী হয়ে রাজাও রাজকুমার, রাজকুমারীকেও উল্টো-পাল্টা কথা শুনিয়ে দেয়। সন্তান যোগ্য না হলে সে সিংহাসনে বসতে পারবে না। বড় সন্তান যদি যোগ্য না হয় তাহলে ছোট সন্তানকেই সিংহাসনে বসানো হয়। এখানে বাবা বলছেন শ্রীমৎ অনুসারে চলো। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য ভারতের রাজা করে তুলি। এই ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এ'সব শুধুমাত্র তোমরাই জানো যারা ব্রহ্মার দ্বারা ঐশ্বরীয় সন্তান হয়েছ।

তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফি (পরিচয়) সম্পর্কে জানো। বাদবাকি কোনও মানুষই তাঁর বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানে না। আমরা গডফাদার কেন বলি, সেটাও ওরা জানে না। কেন তাঁকে আহ্বান করে? আমাদের বর্সা (স্বর্গের উত্তরাধিকার) দাও বলে থাকে, কিন্তু সেটা কীভাবে পাওয়া যায়, এটা তো কেউ-ই জানে না। বর্সা তো বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। বাবা হলেন মুসাফির। এরা যারা (বাচ্চারা) সুন্দর ছিল, তাদের মায়া কালো আর কড়ি তুল্য করে দিয়েছে। মুসাফির এবং হাসিনারও (সুন্দর মেয়ে) একটা কাহিনী আছে। এই মুসাফির কতজনকে সুন্দর করে আর কত উচ্চ (এখানে শ্রেষ্ঠ) করে তোলেন। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। আমরা বাবার হয়েছি, তিনি আমাদের দেবী-দেবতা করে তোলেন। তিনি বলেন তোমাদের আত্মা ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছে সেইজন্য শরীরও এমন পেয়েছ। এখন আমাকে স্মরণ করে আত্মাকে পবিত্র করে তুললে শরীরও নতুন পাবে। তোমরা সূর্য বংশীয়, চন্দ্র বংশী মহারাজা-মহারানি ছিলে, এখন মায়া তোমাদের নোংরা করে দিয়েছে। আমাকেও স্মরণ করা ভুলিয়ে দিয়েছে। এটাও খেলা। এখন তোমরা জানো প্রত্যেক মুসাফিরকে তিনি পরিস্থান অথবা স্বর্গের মালিক করে তুলছেন। সুতরাং ওঁনার মতে চলতে হবে। এমন নয় যে বাপদাদার কোনো বাচ্চার মতে চলতে হবে। না, বাচ্চাদের শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবাকে নিজের মত দেওয়া উচিত নয়। ব্রহ্মার মত প্রসিদ্ধ। তিনি হচ্ছেন জগতপিতা তবে নিশ্চয়ই জগত মাতাকেও এমন হতে হবে। জগদস্বার মতে সবার স্বর্গের মনোকামনা পূর্ণ হয়। এমন নয় যে এই জগদস্বাকে মনুষ্য মতে চলতে হবে। না। মানুষ তো জগদস্বা, জগৎ পিতার মত সম্পর্কে জানে না। বলা হয় যে ব্রহ্মা নেমে আসলেও তুমি নিজেকে সংশোধন করতে পারবে না। জগদস্বার জন্য কেন বলা হয় না? মানুষের তো কোনো ধারণাই নেই কেন তাকে পূজা করা হয় এবং তিনি কে? তোমরা এখন জেনেছ। দেখো, মাশ্বা সব জায়গায় যেতেন মত দেওয়ার জন্য। একদিন গভর্নমেন্টও এই মাতা-পিতা সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু শেষে গিয়ে টু লেট হয়ে যাবে। এই সময় রাজা-রানির রাজ্য তো নেই। দুনিয়া এটা জানে না যে এই ড্রামা রিপটি হচ্ছে। প্রথমে আমরা খোড়াই জানতাম যে আমরা অ্যাক্টর। বলা হয় আত্মা গল্প হয়ে আসে তারপর শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে কেউ-ই জানে না যে কারা নম্বরানুসারে পূজ্য থেকে পূজারী হয়। কিছুই জানে না। এখন তোমরা জানো এই পরমধাম নিবাসী মুসাফির অত্যন্ত অনন্য, ওঁনার মহিমা অপারামঅপার। এটা হলো পতিত দুনিয়া, যে পতিত থেকে পবিত্র হবে সেই নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বর্গে চলবে না। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো রাজযোগ শিখবে না। সম্পূর্ণ দুনিয়া পবিত্র হবে না সেইজন্যই(সাফাই) পরিষ্কার করতে হবে। তারপর তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে গিয়ে রাজত্ব করবে সেইজন্যই সম্পূর্ণ দুনিয়া পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যযুগে কত পরিষ্কার ছিল। সোনা-রূপার তৈরি মহল ছিল। সেখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা থাকে। একটা কাহিনী আছে - একজন সূক্ষ্মলোকে প্রচুর সোনা দেখে বলেছিল - অল্প পরিমাণ সোনা সে তার সাথে নিয়ে আসবে কিন্তু খোড়াই এখানে আনতে পারবে। এখন তোমরা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বৈকুণ্ঠকে দেখছ যা এখন স্থাপন হচ্ছে। যার রচয়িতা বাবা। তিনি মালিক তাইনা। মালিক ধনীকে (ধনবান) বলা হয়। যখন কেউ অনাথ হয় তো বলা হয় যে এর কোনো প্রভু বা মালিক ছিল না। ধনী অর্থাৎ বাবা না থাকলে ঝগড়াঝাটি করে থাকে।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা পরমধাম থেকে এসেছি, আমরা পরদেশী। এখানে শুধুমাত্র ভূমিকা পালন করতে এসেছি। বাবাকেও অবশ্যই আসতে হয়। এখন আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা গডফাদারের স্টুডেন্ট। যেমন ইনি পবিত্র হয়ে রাজকীয় মর্যাদা পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছেন তেমনি তোমরাও করছ। সবাই আহ্বান করে বলে - হে দূরের মুসাফির এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো, সুখধামে নিয়ে চলো। সত্যযুগ হচ্ছে পবিত্র দুনিয়া। ওটা হলো ভাইসলেস দুনিয়া, সেই ওয়ার্ল্ডই পরে বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ডে সব ভাইসলেস বাস করে। এখানে সব বিকারগ্রস্ত এর নামই হচ্ছে দুঃখধাম, নরক। বাবা এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে তোলেন, পুনরায় তোমরা বাচ্চাদের রাজ্য ভাগ্য ফিরিয়ে দেওয়া - এটাই তো বাবার কাজ। ওঁনাকে বলা হয় দূরের মুসাফির। আত্মা তাঁকেই স্মরণ করে হে পরমপিতা পরমাত্মা। ওরা জানে আমরাও পরমধাম পরমপিতার কাছে ছিলাম। বাবা বুঝিয়েছেন আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন পতিত হয়ে গেছি। আহ্বান করতেই থাকো হে দূরের মুসাফির এসো। আমরা তো তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে আমাদের সতোপ্রধান করে তোলো। আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হই, তারপর আবারও সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হব। দূরের মুসাফির এসে এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা তোমাদের পড়ান - মানুষ থেকে দেবতা করে তোলার জন্য। সুতরাং পুরুষার্থ তো করা উচিত তাইনা। বাবা এসে প্রবৃত্তি মার্গ তৈরি করেন আর বলেন এই এক অস্তিম জন্ম পবিত্র হয়ে উঠলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। এই পবিত্রতা নিয়েই ঝগড়া হয়ে থাকে। অবলাদের প্রতি অত্যাচার হয়। তোমরা বাচ্চাদের এখন শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। এখন সবারই বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। বাবাকে জানেই না, ওঁনার থেকে বিপরীত সবাই। বলে থাকে পরমাত্মা তো

সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বলে দিলে তাঁর প্রতি তো কোনো প্রীতিই থাকে না।

এখন বাচ্চারা তোমরা বলছ যে আমরা সবার থেকে প্রীতি দূর করে যদি এক বাবার সাথে জুড়ে থাকি তবে অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাব। বাবা বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো কিন্তু পরিস্থানের পরী হতে চাইলে ভাইসলেস হও। তা না হলে ওখানে জন্ম কীভাবে হবে? এটা তো হলো ভিশস (বিকারগ্রস্ত) ওয়ার্ল্ড, নরক। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ডকে স্বর্গ বলা হয়। সৃষ্টি তো সেই একই শুধুমাত্র নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন হয়।

এখন বাবা এসেছেন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে সুতরাং ওঁনার মতে অবশ্যই চলতে হবে। শ্রীমত গাওয়া হয়। ভগবান বলেন - বাচ্চারা আমি তোমাদের এমন ভগবান-ভগবতী করে তুলি। বাস্তবে তোমরা দেবী-দেবতাদের ভগবান-ভগবতী বলা যায় না, এই সূক্ষ্মলোকবাসী ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়, ভগবান নয়। সবচেয়ে উচ্চ হলো মূললোক, দ্বিতীয় নম্বরে সূক্ষ্মলোক। এই স্থূললোক হলো তৃতীয় নম্বরে। এখানে যারা বাস করে তাদের ভগবান কীভাবে বলবে? ভিশস ওয়ার্ল্ডকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড করতে পারেন একজনই। এখন যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। বাচ্চারা জানে মাতা-পিতা, জগদম্বা, জগতপিতা ওখানে গিয়ে প্রথমে তারাই মহারাজা-মহারানি হয়। এখন তারাও অধ্যয়ন করছে। পড়াচ্ছেন শিববাবা, স্মরণও তাঁকেই করে থাকে। তোমরা এখন ওঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো। বাবা বলেন এই অন্তিম জন্ম আমার মতে চলে ভাইসলেস হলে ২১ জন্মের জন্য ভাইসলেস হয়ে যাবে। এই সপ্তম যুগ হলো পুরুষার্থ করার সময়। বাবা বলেন আমি এসেছি সুতরাং তোমরা এই জন্ম আমার মতে চলে ভাইসলেস হও। প্রত্যেকেই নিজের জন্য ভাবতে হবে আর যে কেউই আসুক তাকে বলতে হবে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হলে পবিত্রতার রাখি বাঁধো। এখন মৃত্যুলোকে আর বৃদ্ধি (জনসংখ্যা) করা উচিত নয়। এখানে আদি-মধ্য-অন্ত শুধুই দুঃখ। আসুরি সম্প্রদায়। সত্যযুগে দেবী-দেবতা রাজ্য করত। এখন নরকবাসীরা ওদের পূজা করে। ওদের এটা জানাই নেই যে আমরাই পবিত্র পূজ্য ছিলাম। এখন আবারও আমাদের পূজারী থেকে পূজ্য হতে হবে। তোমরা কি এমন বাচ্চার জন্ম দিতে চাও যে এই নরকের বাসিন্দা হবে? নরকে খোড়াই বাচ্চার জন্ম দিতে হয়। তার পরিবর্তে কেন স্বর্গে গিয়ে রাজপুত্রের জন্ম দেবে না? বাবার হলে তোমরা যোগ্য হয়ে উঠবে। আজকাল তো বাচ্চারাও দুঃখ দেয়। বাচ্চা জন্ম নিলে খুশি, মরে গেলে দুঃখ। সত্যযুগে যেমন গর্ভও মহল (প্রাসাদ), তেমনি বাইরে এসেও মহলে থাকে। এখন বাবা তোমাদের নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী করে তুলছেন।

আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। আমরা বাবার বাচ্চা, শিক্ষক সম্পর্কে আমরা তাঁর স্টুডেন্টস। গুরুর সাপেক্ষে আমরা তাঁর সম্পূর্ণ অনুগামী। আমরা আত্মারা বাবার ফলায়ার্স। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। স্মরণে তোমরা পবিত্র হয়ে ওঠো। নয়তো দন্ড ভোগ করতে হবে। কাজকর্ম তো করতেই হবে, তা না হলে বাচ্চাদের দেখাশোনা কীভাবে করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সকল দিক থেকে বুদ্ধির প্রীতি সরিয়ে এক বাবার সাথে জুড়তে হবে। পবিত্র হয়ে পরিস্থানের পরী হতে হবে।

২) মাতা-পিতার শ্রেষ্ঠ মতে আমাদের চলতে হবে। দেহ-অভিমানের বশে এসে তাঁদের নিজের মত দেওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বকে সর্ব শক্তির কিরণ প্রদানকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব যেমন সূর্য নিজের কিরণের দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে, তেমনি তোমরাও মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে নিজেদের সর্ব শক্তির কিরণ বিশ্বকে প্রদান করো। এই ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছেই বিশ্বের কল্যাণের জন্য, সুতরাং সবসময় এই কর্তব্যে বিজি থাকো। যে বিজি থাকে সে নিজেও নির্বিঘ্ন থাকে আর সবার জন্য বিঘ্ন বিনাশক হয়ে ওঠে। তার কাছে কোনো বিঘ্ন আসতে পারে না।

স্নোগানঃ:- দায়িত্ব পালন করার সময়েও সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট হয়ে থাকাই ফরিস্তা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিসে কখনও অলস হবে না, বাবা যাকিছু শোনাচ্ছেন, বিচার সাগর মন্থন করে তাকে অ্যাক্টে আনতে হবে”

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের প্রতি সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন?

*উত্তরঃ - যে নিজের সার্ভিস নিজেই করে। বাবাকে ফলো করে, সুপুত্র হয়। বাবার বলা রাস্তা দিয়েই চলতে থাকে। এইরকম বাচ্চাদের প্রতি বাবা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। বাবা বলেন, বাচ্চারা কখনও নিজের উপর অকৃপা করবে না। নিজে সাবধান থাকার জন্য নিজের এইম্ অবজেক্টের চিত্র পকেটে রাখা আর বারে বারে দেখতে থাকো, তাহলে অনেক খুশীতে থাকবে। রাজার মতো নেশায় থাকতে পারবে।

*গীতঃ- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা যাঁর মহিমা শুনছো, তিনি তোমাদের সম্মুখে বসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। জগতের কল্যাণার্থে যদি কেউ কিছু করে যায়, তবে পরবর্তী সময়ে তারই মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। যেরকম শংকরাচার্য নিজের সন্ন্যাস ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তাই তার মহিমা এখানে অবশ্যই হবে। সন্ন্যাসীদের ডিনায়েস্টি বলা হবে না। অন্য ধর্মে তো ডিনায়েস্টি রাজাদের চলে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে রাজাদের ডিনায়েস্টি চলে না। যেরকম খ্রীষ্টানদের রাজত্ব চলে। ধর্মও আছে, রাজত্বও আছে। সেইরকম এই (দেবী-দেবতাদের) ধর্মও আছে আর রাজত্বও আছে, যাদের চিত্রও তৈরী হয়ে আছে। নীচে রাজযোগের তপস্যা করছে আর উপরে রাজত্বের চিত্র আছে। রাজত্ব তোমাদের এখানকারই চিত্র দেওয়া হয়ে থাকে। তোমাদের ভবিষ্যতের নাম ও রূপবিশিষ্ট চিত্র তো বর্তমানে তোমাদের হাতে আসতে পারে না। তোমরা জানো যে এখন আমরা রাজযোগ শিখছি। এরপর রাজমুকুট ধারণ করে রাজত্ব করবো। সেই নাম রূপ ইত্যাদি সব বদলে যাবে। এই চিত্রও বাচ্চাদেরকে নিজেদের কাছে রাখা উচিত, যে বাচ্চারা মনে করে যে ভবিষ্যতে আমরা রাজপদ প্রাপ্ত করবো, প্রত্যেকের কাছেই, যারা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ আর যাদের মধ্যে নিশ্চয় আছে। নিশ্চয় তো সকলেই আছে। বলে যে আমি শ্রী নারায়ণকে বরণ করবো তো রাজযোগের চিত্র আর উপরে রাজত্বের চিত্র আর তার উপরে শিববাবার চিত্র থাকবে। এই চিত্রের দ্বারা কনট্রাস্ট দেখানো যেতে পারে যে - উনি হলেন শংকরাচার্য আর ইনি হলেন ভগবান শিবাচার্য। ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর। শংকরাচার্য জ্ঞানবান, কারণ তিনি জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। তিনি কি কারণে জ্ঞান শুনিয়েছিলেন? হঠযোগী কর্মসন্ন্যাসী বানানোর জন্য। তার চিত্রই হল আলাদা। তার আসনও আলাদা হয়, তো তারও চিত্র বানানো চাই। হঠযোগী আসন, গেরুয়া বস্ত্র, মুন্ডিত মস্তক... এইরকম চিত্র দেখানো চাই। তাহলে কনট্রাস্ট প্রমাণ করা সম্ভব হবে। তাদের পুনর্জন্ম এখানেই হয়। এই সব কথাগুলির উপরে বিচার সাগর মন্থন করে তোমরা অনেক কাজ বা সার্ভিস করতে পারো। কিন্তু বিরলই কোনো পুরুষার্থী এইরকম করে। সার্ভিসে মায়া অত্যন্ত অলস বানিয়ে দেয়, অনেক ধোঁকা দেয়। তো সন্ন্যাস ধর্মেরও চিত্র বানিয়ে লিখে দিতে হবে - শংকরাচার্যের দ্বারা স্থাপিত হওয়া হঠযোগ এবং কর্ম সন্ন্যাস কবে শুরু হয়েছে, কবে সম্পূর্ণ হবে। তোমরা যেকোনো ধর্মের তিথি, সম্বৎ সমেত আয়ু কাল বের করতে পারো। সকলের মঠ পথ অথবা ধর্ম একই সময়ে হয়ে থাকে। তো এইরকম-এইরকম কথার উপর বিচার সাগর মন্থন করে তারপর অ্যাক্ট আসতে হবে। কনট্রাস্ট দেখাতে হবে যে, ওটা হল শংকরাচার্যের স্থাপনা, এটা হল ভগবান শিবাচার্যের স্থাপনা। এই রাজযোগ অর্ধেক কল্প ব্যাপী চলে। শিববাবা আসেনই তখন, যখন হঠযোগের বিনাশ হয় আর রাজযোগের স্থাপনা হয়। তো এইরকম যুক্তি দিয়ে চিত্র বানাতে হবে। সেই হঠযোগ দ্বাপর থেকে কলির অন্ত পর্যন্ত চলে। রাজযোগের রাজধানী ২১ জন্ম পর্যন্ত চলে। তারপরে লিখতে হবে - সেটা হল হঠযোগ, সেখানে ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে হয় আর এখানে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করতে হয়। আমাদের তো প্রতিটি চিত্রতে লেখা আছে। অন্যদের কোনও চিত্রে এই রকম লেখা থাকে না। তোমরা তিথি-তারিখ সবকিছু জানতে পারো। তো ঘরেও নিজের রাজযোগ আর রাজত্বের চিত্র দেখে নেশা চড়বে। তোমাদের তো দেবতাদের চিত্রের সামনে হাত জড়ো করার দরকার নেই। তোমরা স্বয়ং তো সেটা তৈরী হচ্ছে। তাই সামনে চিত্র দেখে খুশীর পারদ উর্ধ্বগামী হবে আর হৃদয় রূপী দর্পণে নিজের চেহারাও দেখবে যে, আমরা এইরকম শ্রীনারায়ণকে বা শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি? যদি না হয়ে থাকো, তাহলে লজ্জা আসবে। যে যোগে থেকে বিকর্ম বিনাশ করে, সে-ই এতো উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। এটা হল ভবিষ্যতের জন্য পড়াশোনা, অন্য সব পড়াশোনা হল এই পুরানো দুনিয়ার জন্য, এই জন্মের জন্য। তোমাদের হল ভবিষ্যতের জন্য পড়াশোনা। এটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। মানুষ যার ভক্তি করে, তার চিত্র পকেটে রেখে দেয়। যেরকম ব্রহ্মাবাবা শ্রীনারায়ণের চিত্র রাখতেন। কিন্তু তখন এই জ্ঞান ছিলো না যে আমিই এটা হবো। এখন

তো জেনে গেছে - আমি এটাই (শ্রী নারায়ণ) হবো। বাবা বলছেন যে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পারো। তো এই চিত্র পকেটে রাখতে হবে। আত্মীয় পরিজনকে এই চিত্রের উপরে বোঝালে তারা খুব খুশী হবে। তাদের উপরেও করুণা করতে হবে। তারপর কেউ বুকুক বা না বুকুক। তোমাদের কাজ হলো প্রত্যেককে বোঝানো। আমাদেরকে ভগবান রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ রাজযোগের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ বানাতে পারবে না। তাই চিত্র দেখলে খুশীর পারদ উর্ধ্বগামী হবে।

সাধারণ মানুষ কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে কোথাও মন্দির দেখতে পেলে হাত জড়ো করে নমস্কার করে। সেটা হলো ভক্তি। তোমাদের কাছে তো জ্ঞান আছে, এরা হলাম আমরা। আমরা হলাম জগদম্বার সন্তান। জগদম্বা নর থেকে নারায়ণ বানানোর কর্তব্য করেন। তোমরাও করছো তাই না। তোমরাও হলে মাস্টার জগদম্বা, তাই না। তোমাদের স্মরণিক মন্দিরও আছে। তোমরা চৈতন্য রূপে এখানে বসে আছো। এতটাই ক্লিয়ারলি বোঝাতে হবে যে সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে। দিলওয়ারা মন্দিরেও কত সুন্দর স্মরণিক তৈরী হয়ে আছে, নিচে তপস্যার চিত্র, উপরে বৈকুণ্ঠ বানিয়েছে। কতসুন্দর মন্দির বানিয়েছে। তো এই চিত্র বানিয়ে নিজেদের কার্যালয়েও রাখতে পারো, যার ফলে তোমাদের স্মৃতিতেও থাকবে। মন্বনা ভব আর স্বদর্শন চক্রেরও স্মৃতি আসবে। শিববাবা আমাদেরকে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন, পুনরায় আমরা এই রাজা রানী হবো। নিজেরই চিত্র বানিয়ে নিজেকে সাবধান করতে থাকো যে, আমরা ২১ জন্মের জন্য পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছি। তাহলে চিত্রের দ্বারা নিজেদেরও সেবা হবে, অন্যদেরকে বোঝানোরও সেবা হবে। এই রকম বাচ্চাদের প্রতি বাবাও সন্তুষ্ট থাকেন। বাচ্চারা ফলো না করলে, সুপুত্র না হলে তো বাবা অসন্তুষ্ট হবেন। বলবেন - বাচ্চারা নিজের উপরে অকৃপা করছে। বাবার দেখানো রাস্তা দিয়ে না চললে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তো এই রকম চিত্রের দ্বারাও তোমাদের অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হবে। তোমরা খুব ভালো ভাবে কাউকে বোঝাতে পারবে। সেটা হলো হঠযোগ আর এটা হলো রাজযোগ। সেখানকার গুরু তো এই রাজযোগ শেখাতে পারবে না। আমরা হলাম অসীম জগতের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের অর্থই হলো পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস। তারা জঙ্গলে গিয়ে পবিত্র থাকে। আমরা ঘর-গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকি, সেইজন্য এই অলংকার বিষ্ণুকে দেখানো হয়েছে। আমরা এইরকম তৈরী হচ্ছি। বোঝানোর জন্য সুচতুর হওয়া চাই, বাবাও হলেন সুচতুর, তাই না! তোমাদেরকে আবার দিব্যগুণও ধারণ করতে হবে। তোমাদের মেজাজ (টেম্পার) অতি মিষ্টি হতে হবে। বাবার মেজাজ দেখো কতো প্রেমময়। যদিও তাঁকে কালেরও কাল বলা হয়, কিন্তু তিনি তো উগ্র মেজাজের নন। তিনি তো বলেন যে আমি এসে সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাই, এতে ভয় পাওয়ার কোনও কথাই নেই। বাচ্চারা তোমাদেরকে শ্রীমতে চলে অত্যন্ত সুন্দর ফুলের মতো হতে হবে। তোমাদের সব আত্মাদেরকেও পুরানো শরীর ত্যাগ করিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। ড্রামা অনুসারে তোমাদেরকে যেতেই হবে। তোমাদেরকে এখন এমন কর্ম শেখাচ্ছি, যে কর্ম করে তোমাদের অনুশোচনা না করতে হয়, তারপর তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো। এটাও বলবো যে - কীভাবে যাবে, কে থাকবে। সময় যখন নিকটে আসবে তখন সব বলবো। যতক্ষণ সময় আছে, নতুন নতুন যুক্তি বলতে থাকবো। বাবার নির্দেশ মেনে চললে সফল হবে, তখন বাবাও খুশী হবেন। সেবাতে সবাই সাহায্য প্রাপ্ত করবে। খুশীর পারদ উর্ধ্বগামী হবে। বাবা যুক্তি তো অনেক বলে দেন। বড় বড় চিত্র তৈরী করে তোমরা সেন্টারে রাখতে পারো, তাহলে সাধারণ মানুষ কনট্রাস্ট দেখতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ২৮-০৩-১৯৬৮

বাবা বুঝিয়েছেন এমন প্র্যাক্টিস করো, এখানে সবকিছু দেখেও, ভূমিকা পালন করেও বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সাথেই লেগে থাকে। তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এই দুনিয়াকে ছেড়ে এখন আমাদেরকে ঘরে যেতে হবে। এই চিন্তন আর কারো বুদ্ধিতে আসবে না। অন্য কেউ এটা বুঝতেও পারবে না। তারা তো মনে করে এই দুনিয়া এখনও অনেক দিন চলবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা এখন নিজেদের নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি অথবা অমরপুরীতে যাচ্ছি। এখন তোমরা তোমাদের সংস্কার পরিবর্তন করছো। অআসুরিক মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে দৈবী মানুষ তৈরী হচ্ছে। বাবা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করছেন। দেবতাদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে। তারাও মানুষ, কিন্তু তাদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে। এখানকার মানুষের মধ্যে আসুরীক গুণ আছে। তোমরা জানো যে এই আসুরিক রাবণ রাজ্য আর থাকবে না। এখন আমরা দৈবীগুণ ধারণ করছি। নিজেদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও যোগবলের দ্বারা ভষ্ম করছি। করছো, নাকি করছো না সেটা প্রত্যেকে নিজেদের গতিকে দেখে বুঝতে পারছে। প্রত্যেককে দুর্গতি থেকে সন্নতিতে নিয়ে আসতে হবে।

অর্থাৎ সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সত্যযুগে আছে বিশ্বের বাদশাহী। একটাই রাজ্য হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মহারাজন, তাই না। দুনিয়ার মানুষ এই কথাগুলিকে জানে না। ওয়ান ওয়ান ওয়ান থেকে এনাদের রাজত্ব শুরু হয়। তোমরা জানো যে আমরা এইরূপ তৈরী হচ্ছি। বাবা নিজের থেকেও বাচ্চাদেরকে উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছেন, এইজন্য বাবা নমস্কার করছেন। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান লাকি নক্ষত্র। তোমরা হলে লাকি তাই না। বুঝতে পারো যে বাবা একদম সঠিক অর্থের সাথে নমস্কার করছেন। বাবা এসে অনেক সুখ প্রদান করেন। এই জ্ঞান হল বড়ই ওয়ান্ডারফুল। তোমাদের রাজত্বও হল ওয়ান্ডারফুল। তোমরা আত্মারাও হলে ওয়ান্ডারফুল। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের নিজের সমান বানানোর জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। যদিও প্রত্যেকেই কল্প পূর্বের মতো ভাগ্য নিয়েই এসেছে, তথাপি বাবা পুরুষার্থ করতে থাকেন। এটা বলতে পারা যাবে না যে আট রত্ন কারা হবেন। আগে থেকে বলে দেওয়ার পাটাই নেই। পরবর্তীকালে তোমরা তোমাদের পাটকেও জেনে যাবে। যে যেরকম পুরুষার্থ করবে, সেইরকম তার ভাগ্য তৈরী হবে। বাবা কেবল রাস্তা বলে দেন। যে যতটা বাবার কথা মতো চলবে। এনাকে তো সূক্ষ্ম বতনে দেখেছো, প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে তোমাদের সাথে বসে আছেন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হওয়া এক সেকেন্ডের কাজ। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৫ হাজার বছর লেগে যায়। বুদ্ধিও বলে এই কথাই সঠিক। মানুষ যদিও ত্রিমূর্তি তৈরী করে - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। কিন্তু কেউই কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারছো। তোমরা হলে পদ্মাপদম ভাগ্যশালী বাচ্চা। দেবতাদের পায়ে পদ্ম ফুল দেখানো হয়, তাই না। পদমপতি নামও সর্বজনবিদিত। পদমপতি হয়ও গরীব সাধারণ মানুষ। কোটিপতি তো কেউ এখানে আসেনা। ৫-৭ লাখ টাকা উপার্জনকারীদের সাধারণ বলা হবে। এই সময় ২০-৪০ হাজার তো কিছুই নয়। এখানে পদমপতি কেউ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সেটা এক জন্মের জন্য। হয়তো কিছু জ্ঞান নেবে। সবকিছু স্বাধা তো করবে না, তাই না। সবকিছু স্বাধা তারাই করেছিল, যারা প্রথমে এসেছিল। শীঘ্রই তাদের সব অর্থ সেবার কাজে লেগে গিয়েছিল। গরীবদের অর্থ তো সবার কাজে লেগেই যায়। ধনবানদের বলা হবে, এখন সেবা করো। ঈশ্বরীয় সার্ভিস করতে চাইলে সেন্টার খোলো, পরিশ্রমও করো। দৈবীগুণও ধারণ করো। বাবা হলেন গরীবের ভগবান। এইসময় ভারত হল সবথেকে গরীব। ভারতেরই সবথেকে বেশী আদমসুমারী আছে, কেননা শুরু থেকে এসেছে তাই না। যারা গোল্ডেন এজ-এ ছিলেন তারাই আয়রন এজ-এ এসেছে। একদম গরীব হয়ে গেছে। খরচা করতে করতে সব শেষ করে দিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন এখন তোমরা পুনরায় দেবতা তৈরী হচ্ছে। নিরাকার গড তো হলেন এক বাবা। সবকিছু হল বাবার জন্যই। অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য তোমরা অনেক পরিশ্রম করো। কত চিত্র তৈরী করো। পরবর্তী কালে সবাই সবকিছু বুঝতে পারবে। ড্রামার টিক টিক তো চলতেই থাকবে। এই ড্রামার টিক টিক-কে তোমরা জানো। সমগ্র দুনিয়ার অ্যাক্ট অবিকল অ্যাক্যুরেট কল্প-কল্প রিপোর্ট হতে থাকে। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড চলতে থাকে। বাবা এই সব কথা বোঝাচ্ছেন, তবুও বলছেন মন্মনা ভব। বাবাকে স্মরণ করো। কেউ কেউ আবার জলের উপর দিয়ে বা আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যায়, এতে লাভ কিছু হয় না। এরদ্বারা কারো আয়ু থোড়াই বেড়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি আত্মিক বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের মেজাজ (টেম্পার) অত্যন্ত সুইট বানাতে হবে। শ্রীমতে চলে বাবার সমান প্রিয় হয়ে নিজেকে সুন্দর ফুলের মতো বানাতে হবে।

২) নিজেকে নিজেই কৃপা করতে হবে। নিজেকে সাবধান করার জন্য নিজের এইম্ অবজেক্টকে সামনে রাখতে হবে। আত্মীয় পরিজনদেরও কল্যাণ করতে হবে।

বরদানঃ:- তীর্থ স্থানের স্মৃতির দ্বারা সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া পূণ্য আত্মা ভব
মধুবন হলো মহান তীর্থ। ভক্তি মার্গে সবাই মনে করে যে তীর্থ স্থানে গেলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু এর প্র্যাক্টিক্যাল অনুভব বাচ্চারা তোমরা এখন করছো। এই মহান তীর্থ স্থানে এসে তোমরা পূণ্য আত্মা হয়ে যাও। এই তীর্থ স্থানের স্মৃতি অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়। এই স্মৃতিও এক (তাবিজ) রক্ষা কবচের কাজ করে। যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন, এখানকার বাতাবরণকে স্মরণ করলে সুখ শান্তির দোলায় দুলতে থাকবে। তো এই স্থানে আসাও হল অনেক বড় ভাগ্য।

স্লোগানঃ:- রমতা (ড্রাম্যমান) যোগী হওয়ার জন্য জ্ঞান আর অনুভবের ডবল অথোরিটি সম্পন্ন হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের আসরে, এখন তোমরা জ্ঞান অমৃতের আসরে মেতে রয়েছে,
তোমাদের প্রবাস ভ্রমণ (মুসাফিরি) এখন পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে"

*প্রশ্ন:- অনেক রকমের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও স্মরণকে সহজ বানানোর বিধি কি?

*উত্তর:- শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করার সময় ৫-১০ মিনিটও বুদ্ধিকে শিববাবার সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করো, এই শরীরকে ভুলতে থাকো। আমি অশরীরী আত্মা, নিজের পার্ট প্লে করার জন্য এই শরীরে এসেছি। এখন আবার অশরীরী হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। এমনভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বলো। একমাত্র সত্য পিতার সঙ্গ নিয়ে তাঁর সাথে বুদ্ধিযুক্ত হও, অন্যান্য সঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে রাখো - তবেই স্মরণ সহজ হয়ে যাবে।

*গীত:- তুমি এসেছো আমার হৃদয়ে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই সংগীত শুনলো আর তার তাৎপর্যও নিশ্চয়ই বাচ্চারা আপন হৃদয়ে অনুভব করেছে । তবুও বাবা তোমাদেরকে বোঝাতে থাকেন, কারণ বাবা এখন এই আসরে এসেছেন। এই আনন্দ আসর যেমন তোমাদের তেমন আবার সমগ্র দুনিয়ার জন্যেও। ভগবান বলেন যে আমি আসি ভক্তদের আসরে সুতরাং এখানে সবাই ভক্ত। তাদের মধ্যেও বিশেষ সেই সকল ভক্তদের আসরে আমি আসি, যারা আমার কাছ থেকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছে। যে আত্মাদের বুদ্ধিতে এখন পরমপিতা পরমাত্মার স্মৃতি রয়েছে তাদের আসরেই আমি হাজির থাকি। আনন্দ আসরে কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন আমি জ্ঞান অমৃতের আসরে বসিয়েছি। যে বাবাকে আপন করে নিয়ে তাঁর হয়ে গেছে, সে বুঝতে পারে যে আমাদের এই আনন্দ আসরে বাবা এসেছেন। পুনরায় ক্রম অনুযায়ী একে একে সকলকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এ অত্যন্ত বিশেষ এক আনন্দের আসর আর সাধারণ ভাবে সকলের। যেখানে বাবা থাকবেন সেখানে আমরা, তাঁর সন্তানেরাও অবশ্যই থাকবো। বাবা বলেন - আমিও অশরীরী, যখন তোমরা অশরীরী ছিলে, তখন তোমরা আমার কাছেই ছিলে। বাবা ৫ হাজার বছর পূর্বের পুরানো স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বলা হয় - লং লং এগো (অনেক অনেক বছর আগে একসময়ের কথা)...। ৫ হাজার বছর বেশী কোনো মুসাফিরী হয় না। শিব ভগবান কখন এসেছিলেন - ভারতবাসী বাচ্চারা তা ভুলে গেছে। কিন্তু তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করতে থাকে। মানুষ বলতে থাকে যে - তিনি এসেছিলেন অবশ্যই, লং লং এগো..., কিন্তু কবে এসেছিলেন - তা সঠিক কেউ জানে না। কেউ বলে - কয়েক লাখ বছর আগে তিনি এসেছিলেন, কেউ বা অন্য কিছু বলে। অ্যাক্যুয়েট তো কারোরই জানা নেই। তা শুধুমাত্র বাবাই বলতে পারেন যে তিনি কখন এসেছিলেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পূর্বেও ঠিক এমন ভাবেই আমি তোমাদের কাছে এই আনন্দের মিলন আসরে এসেছিলাম। জগতের মানুষ শিব জয়ন্তী তো পালন করে। সেই দিনে তাদেরকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে - এই শিব জয়ন্তী কত বছর ধরে চলছে? গান্ধীজীর জন্মজয়ন্তী যখন পালন করা হয়, তখন চট করে তারা বলে দিতে পারে যে কত বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু শিবের বিষয়ে কেউই বলতে পারবে না। কিন্তু বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে শিববাবার এখানে আসার পর অনেক সময় কেটে গেছে। সাধারণ মানুষ তো এইসব কিছুই জানেনা, তারা বলে যে শিব হলেন জনম-মরণ রহিত, তাঁর নাম রূপ নেই। আরে, যদি তাঁর নাম রূপ নেই, তাহলে কার জয়ন্তী পালন করছো? তিনি নাম রূপ ছাড়া হতে পারেন না। নিশ্চয়ই তিনি ভারতেই এসেছিলেন, তাইতো তাঁর জয়ন্তী পালন করো তাই না। তাহলে তাঁর যে নাম রূপ নেই - তা কি করে বলতে পারো? তাঁকে স্মরণ তো করো কিন্তু তিনি কখন এসেছিলেন? অবশ্যই যখন ভক্তির সময় পূর্ণ হবে তখন ভগবানকে আসতে হবে, তোমরা তাঁকে ঘরে বসে বসেই পেয়ে গেছো। ভগবান কি রূপে আসেন, তা কেউ জানে না। লোকেদেরকে অত্যন্ত চতুরতার সাহায্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে আর তারপর তা বোঝাতেও হবে। ভগবান তো নিরাকার। তোমরা তাঁর পূজা করে থাকো, বলা যে হে পরমাত্মা, হে ভগবান - কেউ তাঁকে দেবতা বলে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন দেবতা। সুতরাং এই চিত্র দেখিয়ে তা বোঝাতে হবে। তোমরা যখন শিবের মন্দিরে যাবে তখন সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করবে যে - তিনি কখন এসেছিলেন, কীভাবে এসেছিলেন? নিরাকারী দুনিয়া থেকে তো সকলেই আসে। পরমপিতা পরমাত্মাকে পতিত-পাবন বলা হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই কি তিনি এমন কিছু করেছিলেন? তিনি পতিতকে পবিত্র কীভাবে করেছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি সাকারে এসে মুখের দ্বারা বুদ্ধিয়েছিলেন। কোনো শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এমনিই তো কেউ বলতে পারে না! নিশ্চয়ই মনুষ্য তনেই আসবেন। ভগবান আসেন

নতুন দুনিয়ার রচনা করতে। সুতরাং তিনি অবশ্যই কারোর তনে এসেছিলেন। গায়ন রয়েছে যে - ব্রহ্মার মুখ দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা হয়েছিল। এই সৃষ্টির নাম মনুষ্য সৃষ্টি, এর নাম ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হিসেবে লেখা নেই। ব্রহ্মার মুখকমল থেকে মানুষের রচনা করা হয়েছিল, সুতরাং ব্রহ্মার সন্তান অবশ্যই ব্রাহ্মণ হবেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের রচনা করেছিলেন। শুধুমাত্র মেল-দের রচনা করলে বুদ্ধি কীরূপে সম্ভব? কিম্বা শুধুমাত্র ফিমেলদের রচনা করলেও বুদ্ধি কীরূপে সম্ভব? সেই কারণে উভয়কেই রচনা করেছেন - ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী, তবেই তো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তৈরি হবে। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন রচয়িতা, তিনি ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেছেন, তাই তাঁকে অবশ্যই ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে এখানে আসতে হয়েছে। এই সকল কথা যে ভালোভাবে বুঝে জীবনে ধারণ করবে, সেই তারপর অন্যদেরকে বোঝাতে পারবে। যে সম্পূর্ণ রাজযোগী হবে সে বাবাকে আর রাজস্বকে স্মরণ করবে, সেইজন্যই বাবা বলেন - বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী হও। সবাই তো পুরোপুরি স্মরণ করে না। বাচ্চারা বাবার কাছে আসে আর বলে - জ্ঞান তো খুবই সহজ আর আমরা চক্রকেও বুঝে গেছি। ৮৪ জন্মের রহস্যও ঠিকঠাক বুঝে গেছি। ৮৪ জন্ম তো অবশ্যই নিয়ে থাকে। আর যারা প্রথম স্থান অধিকারী তারাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করবে - এইসব তো ঠিকই আছে। কিন্তু তাঁর স্মরণে থাকা - এ বড় কঠিন। যোগে অনেক রকমের ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে, কীভাবে সেসব নিজের করায়ত্ত করা যাবে? তার কি উপায়? কোন্ সময়ে বাবাকে ঠিকভাবে স্মরণ করা যায়? তখন বাবা বুঝিয়েছেন - এমনিতে তো চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে স্মরণ করো। এই যে এখন তোমরা এখানে বসে আছো, যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে স্মরণ করো? যেইমাত্র স্ত্রীর কথা শুনবে অমনি ঝট করে বুদ্ধিতে স্ত্রীকে মনে পড়ে যাবে। বুদ্ধি এইভাবেই কাজ করে। ঠিক সেই ভাবেই তোমরা শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্ম করতে থাকো কিন্তু শিববাবার সাথে বুদ্ধিযোগে যুক্ত হয়ে থাকার চেষ্টা করো। ৫ মিনিট, ১০ মিনিটও স্মরণ করো। তবে হ্যাঁ, মায়াও অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। অত্যন্ত তীব্র বেগে ঝড় আসবে বুদ্ধিকে তার স্থিতি থেকে বিচ্যুত করার জন্য। তথাপি তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ করতে থাকো। এই দেহের স্মৃতি ভুলে থাকা অথবা বাবার স্মৃতিতে ডুবে থাকা - দুটো একই কথা। নিজেকে অশরীরী আত্মা রূপে বুঝতে হবে। আমি প্রকৃতপক্ষে অশরীরী ছিলাম। নিজের পাট পালন করার জন্য এই শরীর ধারণ করেছি, পুনরায় অশরীরী হয়ে ঘরে ফিরে যাব। বুদ্ধিতে যেন সর্বদা বাবা আর বাবার বাড়ি স্মরণে থাকে, বাবার বাড়ি হলো সেটাই - যেখানে এখন ফিরে যেতে হবে। তারপর বুদ্ধিতে এটাও আছে যে বাবার সম্পত্তি (প্রপার্টি) হলো সত্যযুগ। সুতরাং এক বাবার স্মৃতি মনে থাকলে সত্যযুগও স্মরণে থাকবে। ভক্তিমার্গ অথবা জ্ঞানমার্গে বুদ্ধি তো অন্যদিকে চলে যায়। কন্যার যখন বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায় তখন তারা একে অপরকে সদা মনে রাখে। ভক্তি মার্গেও যদি কেউ আরাধনা করতে বসে তখনও মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তখন তাদের বুদ্ধি কাজকর্ম ব্যবসা ইত্যাদির দিকে ধাবিত হবে। মায়ার শত্রুতা আছে না! ভক্তরা দেবতাদেরকে যখন স্মরণ করে তখনও তাদের বুদ্ধি অন্য নানান দিকে ধাবমান হয়। মায়া বুদ্ধিকে কোনো সঠিক স্থানে টিকে থাকতে দেয় না। যখন অফিসে যাও তো সেই কাজেই বুদ্ধি যুক্ত হয়ে থাকে। পড়াশোনা করে পরীক্ষায় পাস করেছ তাই সেই কাজ করতে বুদ্ধি সহজে যুক্ত হয়ে থাকে। অব্যক্ত জিনিসে বুদ্ধিযুক্ত করতে গিয়ে মায়া অনেক হয়রানি সৃষ্টি করে। ভক্তদেরও অতি কষ্টেই সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। যখন অত্যন্ত তীব্র ভক্তি করে তবেই বাবা তাতে প্রসন্ন হন। এখন তো ভক্তির কথা হচ্ছে না। এখন তো হলো নলেজ। বাস্তবে ভক্তিও শুধু এক এরই করা উচিত। অব্যাভিচারী ভক্তি হলে তবেই সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব। এখন তা ব্যভিচারী ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, সকলকেই স্মরণ করতে থাকে। তাই বাবা সাক্ষাৎকারও করান না। এক এর উপরে সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকলে তবেই বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন। তাই বাবা বুঝিয়ে দেন - একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। মুখে কিছু বলার দরকার নেই। যখন তোমরা নিজের স্ত্রীকে স্মরণ করো, তখন মুখে কিছু কথা বলার প্রয়োজন পড়ে কি? মনে পড়া মাত্রই বুদ্ধি স্ত্রীর দিকে ধাবিত হয়। এই অসীম জগতের বাবা সর্বদাই তোমাদেরকে সুখ প্রদান করবেন। এখন তোমাদের গাটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। তাই তাঁকে স্মরণ করবার চেষ্টা করো। মায়া তো অনেক রকমের ঝড় তুলবেই। যদি সমগ্র দুনিয়াও তোমাদের শত্রু হয়ে যায়, তবুও কখনো যেন বাবাকে ভুলে যেও না। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। এমন অনেক মানুষই রয়েছে যারা সারাদিনে একবারও ভগবানের নাম স্মরণ করে না, অত্যন্ত কুসঙ্গে পড়ে যায়। সেইজন্যই বলা হয় - সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ..... একমাত্র সত্য পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গেই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে পারে। এখন সমগ্র দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে - তাদের সঙ্গে প্রয়োজন এখন পতিত-পাবনের। সেইজন্যই তাঁকে এখানে সাকারে আসতে হবে, তাই না। সত্য তো একজনই, এই সত্যের আসরেই তোমরা এখন বসে আছো। তোমরা জানো যে এখন আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার অমূল্য সঙ্গ লাভ করছি, তাঁর সাথে রয়েছি। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। সৎ সঙ্গে থাকলে মুরলী শুনবে, বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথে যুক্ত থাকবে। এমন সঙ্গ করলে তবেই উদ্ধার পাবে অর্থাৎ পবিত্র করে তুলবেন তিনি। পবিত্র না হলে তাঁর কাছে কেউ যেতে পারে না। বাবা নিজেই শিখিয়ে দেন যে তাঁর সাথে কীভাবে আমরা যোগ যুক্ত হয়ে থাকতে পারি। আমাদেরকে পড়ানোর জন্য তিনি নিজে

এসে পড়ান। বুদ্ধির যোগ অন্যান্য সকল সঙ্গ ত্যাগ করে শুধু এক বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে - এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। পবিত্র দুনিয়া হলো স্বর্গ, সেখানে সুখ হলো অপার। ওখানে কোনো দুঃখ নেই, কোনো দৈত্য নেই। ওখানে কোনো রকম দুঃখের নামটুকুও থাকে না, তাও আবার ২১ জন্মের জন্য। বাবা তো এখানে এসে আমাদেরকে পড়ান। ভগবানবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজার রাজা বানানোর জন্য সহজ রাজযোগ শিখিয়ে দিই। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে তো শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ছবি ভেসে ওঠে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমাদেরকে যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন শিববাবা, তিনি জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা, তোমাদেরকে তিনি এই জ্ঞান প্রদান করছেন। এ হলো স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার জ্ঞান, ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠার জ্ঞান। ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ যে ৩ কালকেই জানে। এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানা আর তিন লোক সম্বন্ধে জানা। এখন তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন স্থূলবতন - এই তিন লোক সম্বন্ধে জানো। তোমাদের মধ্যেও ক্রম অনুযায়ী আপন আপন পুরুষার্থ অনুযায়ী সকলে জানতে পারে। এতে আর কোনো কষ্ট করতে হয় না। জীবনযাপন করার জন্য কাজ তো করতেই হবে। এমন নয় যে কন্যাদেরকেও জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। তাদেরকে তো পতির কাছেই থাকতে হবে। পতিকেই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। মেয়েদেরকেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এক পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে যে - একজন কন্যা তার পিতাকে বলেছিল যে, সে নিজের ভাগ্যে খায়। সুতরাং কন্যাগণ, তোমরাও নিজেদের পুরুষার্থ করছো। যত পড়াশুনা করবে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তবেই ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব করতে পারবে। কন্যাদের কাজই হল পড়াশুনা করা আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। তোমাদেরকেও বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ স্বর্গে পাঠানো হয়। তোমরা যত পড়াশোনা করবে, ততই উচ্চপদ লাভ করবে। তারা তো কিছু কথা কাহিনী বলে থাকে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এ তো এখনকার কথা। বাবা নিজে এসে এই সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে দেন। তোমরা সকলেই হলে কন্যা। অধর কন্যারাও নিজেদের জীবন গঠন করছে। বাবা এমন কর্ম শিখিয়ে দেন যার ফলে কখনো দুঃখী অথবা বিধবা হতে হবে না। তা সত্ত্বেও অতি বিরল কেউ নিজের উচ্চভাগ্য গড়ে তুলতে পারে। কেউ কেউ তো সেই ভাগ্য গঠন করতে করতেও আশ্চর্যবৎ ভাগ্যন্তি হয়ে যায়, বাবাকেও তালুক দিয়ে দেয়। ডাইভোর্সও দিয়ে দেয়, কারণ শিববাবা যেমন বাবাও তেমনি তিনি পতিরও পতি। এই রকম বাবাকেও বাচ্চারা দূরে সরিয়ে দিয়ে চলে যায়! নিজেদের দুর্ভাগ্য নিজেরাই ডেকে আনে। তাঁর সজনী হলেও তাঁকে ডাইভোর্স দিয়ে দেওয়ার জন্য এখন তার আর কানাকড়িও মূল্য থাকবে না। এটাও বলা হয়ে থাকে - আশ্চর্যবৎ ডাইভোর্স দেবন্তি, বিচ্ছেদ করন্তি...। যে বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়, তাঁকেও ধোঁকা দিয়ে দেয়। কেউ কেউ এসে অবশ্যই বাবার হবে। কেউ কেউ মহামূর্থও হবে, যারা বাবার হয়েও বাবার সাথে সম্পর্ক ছেদও করবে, ডাইভোর্সও দিয়ে দেবে। তাদের চালচলনেই তা বুঝতে পারা যায়। বিকারের বশীভূত হয়ে যায়, তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার কাছে এসে বসে আর বাবাকে লিখে পাঠায় যে, বাবা ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। এখন তারা যে শতগুণ দণ্ডের ভাগী হয়ে গেছে, তা কি করে ক্যানসেল হতে পারে? বাবার কাছে সত্যি কথা বলে, ভুল স্বীকার করে নিলে অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে। তাই বাবা বলেন - লুকিয়ে লুকিয়ে কখনো বিকারে যেও না। ফ্যামিলিয়ারিটিতেও (কারোর সাথে ঘনিষ্ঠতাকে) যেও না। ক্রোধও অনেক বড় ভূত, অনেকের দুঃখের কারণ হয়। বাবাকে ৫ বিকারের দান দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নিলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের উচ্চ ভাগ্য গঠন করার জন্য বিকর্ম বিনাশ করার পুরুষার্থ করতে হবে। পড়াশুনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

২) কুসঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে। পতিতপাবন বাবার সঙ্গে দ্বারা নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ:-

স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে প্রতিটি কর্ম চরিত্রের রূপে করে মায়াজীত, সফলতামূর্তি ভব

বাবার প্রতিটি কর্ম যেমন চরিত্রের রূপে গাওয়া হয়ে থাকে, তেমনভাবে তোমাদেরও প্রতিটি কর্ম চরিত্রের সমান হোক। যারা বাবার সমান স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছে, তাদের দ্বারা কখনো সাধারণ কর্ম হতে পারে না। স্বদর্শন চক্রধারীর লক্ষণই হল সফলতার স্বরূপ। যে কার্যই করবে তাতে সফলতা সমাহিত হয়ে থাকবে। স্বদর্শন চক্রধারী মায়াজিৎ হওয়ার জন্য সফলতামূর্তি হবে আর যে সফলতামূর্তি, সে হলো প্রত্যেক

পদক্ষেপে পদমাপদম পতি।

স্লোগান:- খুশির সমর্থ সংকল্প গুলির রচনা করো, তবেই তন-মন এর দ্বারা সর্বদা আনন্দে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা সম দয়ালু হৃদয়বান হয়ে সকলকে জীবন দান দিতে হবে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অনেক মানুষের সৌভাগ্য নির্মাণ হয়”

*প্রশ্ন:- এই সময় দুনিয়াতে প্রতিটি মানুষ গরিব, তাই তাদের জন্য কেমন সুবিধা দিতে হবে তোমাদের?

*উত্তর:- তোমাদের কাছে যারাই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রূপী রুটি অর্থাৎ ভোজন নেওয়ার জন্য আসে তাদের ঝুলি খুব ভালোবাসার সাথে তোমাদের ভরে দিতে হবে, সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। প্রত্যেককে ভালোবাসা দিয়ে পরিচালিত করতে হবে, কেউ যেন অসন্তুষ্ট না হয়ে যায়। তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসে নিজের জন্য জীবন দান নিতে, তাই ভান্ডারা খুলতে থাকো। তাদের সৌভাগ্যবান বানানোর জন্য তোমাদের দ্বার সদা খোলা রাখা উচিত। যদি জীবনদান করার পরিবর্তে দূর দূর করে দাও তবে তা হল বিশাল বড় পাপ।

*গীত:- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। অসীম জগতের পিতা পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মার দেহে বসে বোঝান যে বাচ্চারা তোমরা মাতা-পিতার আপন হয়েছো, শৈশবের এই দিন গুলি ভুলে যেও না। ওই লৌকিক শৈশবের কথা তো কেউ ভুলে যায় না। ঘরে মাতা পিতার সাথে সন্তানরাও থাকে। মাতা-পিতাকে চিনতে চিনতে বড় হতে থাকে। মাতা পিতার অকুপেশান ইত্যাদির বিষয়েও তাদের জানা হয়ে যায়। এখন এখানে তোমরা সন্তান হয়েছো নিরাকার পিতার সন্তান। বাবা হলেন ভাণ্ডারী, অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকেন। তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্নে নিজের ঝুলি ভরপুর করো ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য। যদি মাতা-পিতাকে ভুলে যাও তাহলে ঝুলি পুনরায় খালি হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা এখানে নিজের উঁচু জীবন নির্মাণ করছো। বিশাল অধিকার প্রাপ্ত করছো। এখানে তোমরা বাবার কাছে আসো মালামাল অর্থাৎ ভরপুর হতে। গরিব থেকে বিত্তবান হতে। গরিব তো সবাই। গরিব মানুষ আসে, নিজের অজীবিকা বানাতে বা ২১ জন্মের জন্য নিজের অধিকার অর্থাৎ বর্সা নিতে। তাই তাদের অবিনাশী জ্ঞানের খাজানা প্রাপ্তি যাতে সুগম হয় বাচ্চারা, তোমাদের তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কারণ এই খাজানা অন্য কোথাও প্রাপ্ত হবে না। সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। প্রত্যেককে ভালোবাসার সাথে পরিচালিত করতে হবে, যাতে কেউ অসন্তুষ্ট না হয় এবং অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রূপী রুটি অর্থাৎ ভোজন নিতে আসে তো তাদের ঝুলি ভরে দিতে হবে। দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে না। বাবার কাছে বাচ্চারা আসে ভান্ডারা ভরপুর করতে। গরিব মানুষ দান পেলে অত্যন্ত খুশী হয়। অনেক দুর্ভাগ্যও থাকে, যারা গরিবদের দূর করে দেয়। যারা ধর্মাত্মা, দয়ালু হয়, তারা ডেকে এনেও কিছু দান করে। তোমরা বাচ্চারা জানো এই সময় দুনিয়ায় সবাই গরিব। যদিও স্থূল ধন আছে কিন্তু তারাও সবাই কাঙাল হয়ে যাবে। টাকা পয়সা সবার মাটিতে মিশে যাবে। সেই ধনের নেশার দরুন এই জ্ঞান রত্নের খাজানা নেওয়া তাদের জন্য খুবই কঠিন। বাবা তো হলেন দীননাথ। যারা সন্তান রূপে আসে তারাও আপন অথবা সৎ হয়ে আসে - বাবার কাছে নিজের উঁচু জীবন তৈরি করতে, ২১ জন্মের জন্য গরিব থেকে ধনী হওয়ার জন্য। সত্যযুগে তো সবাই বিত্তবান হয়। যদিও নশ্বর অনুসারে গরিবও হয়, কিন্তু এমন গরিব নয় যে কুঁড়ে ঘরে থাকবে। এখানে তো কতো কর্দমে থাকে। সেখানে এই সব ব্যাপার নেই।

তো যেখানে তোমাদের সেন্টার গুলি আছে, ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা আছে, তাদের কাছে অনেক মানুষ আসে - নিজের জীবনদান নিতে। তোমরা বাচ্চারা ভান্ডারা খুলতে থাকো, জীবনদান প্রদান করার জন্য। এইভাবে কত পুণ্য হয়। যদি ভান্ডারা খুলে পুনরায় বন্ধ করে দাও তো বলাে এতজনের অবস্থা কি হবে! দুঃখী হবে। আমরা জানি তারা দীন হীন দুঃখী কাঙাল। এখানে এসে সৌভাগ্যবান হয়। তাদের জন্য সর্বদা দ্বার খোলা থাকা উচিত। ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সদা সুখী হওয়া যায় তো কতখানি দান করা উচিত। শিববাবা, যিনি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন সেসব অন্যদেরকে বিলিয়ে দিতে হবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে তাইনা। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, এখন নেই, পরে হিষ্টি জিওগ্রাফি রিপিট হবে। তাই শিববাবা রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন। অন্যদেরকে শেখাতে হবে তোমাদের। এমন ব্যবস্থা করা উচিত - যেখানে অনেক মানুষ এসে নিজের সৌভাগ্য বানাতে পারে। সবাইকে জীবনদান করতে হবে। যদি জীবন দান করার পরিবর্তে তাদের দূর দূর করে দাও তবে অনেক পাপ হবে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বোঝাতে হবে। মায়া এমন যে একদম জ্ঞানশূন্য করে দেয়। ট্রেটর হয়ে গেলে আগের চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়ে যায়। সব সেনা বাহিনীতেই কেউ না কেউ ট্রেটর হয়ে যায়। কত রকম ভাবে গুপ্তচর বৃত্তি করে। আমাদের লড়াই তো হলই মায়ার সাথে।

যারা বাবার বাচ্চা হয়েও মায়ার দিকে চলে যায় তারা ড্রেটর হয়ে যায়। অনেককে দুঃখী করে। অনেক অবলা, কন্যারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের জ্ঞান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। শারীরিক মাতা পিতার উত্তরাধিকার বিষয় পান করা ও করানো সবই বন্ধ হয়ে যায়। এ'হল খুব খারাপ কাজ, তাই যা পাস্ট হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প তো সবাই পতিত হয়েই এসেছি, এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, এর দ্বারাই তোমাদের দুর্গতি হয়েছে। এখন এই কর্ম তোমরা বন্ধ করো, এ'হল পতিত দুনিয়া যাকে কোনো মতেই ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী তো বলা হবে না। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল সূর্য বংশী। রাম সীতাকেও চন্দ্রবংশী, ক্ষত্রিয় বলা হবে। মানুষ তো তাদেরকেও ভগবান বলে মনে করে। তোমরা বাচ্চারা জানো সূর্য বংশী এবং চন্দ্রবংশীতে রাত দিনের তফাৎ আছে। তারা হলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়ার মালিক এবং ওনারা হলেন ১৪ কলা সম্পূর্ণ, দুই কলা কম হয়ে যায়। দুনিয়া একটু পুরানোও হয়ে যায়। সূর্য বংশীদের নাম সুবিস্মৃত। বাচ্চারা বলেও থাকে বাবা আমরা সূর্য বংশী হবো। দুই কলা কম কেন থাকবে। স্কুলে যদি কেউ ফেল হয় তো মাতা পিতার নাম বদনাম করে দেয়। পাশ করলে খুশী হয়। ফেল করলে ভয় হয়। কেউ তো ডুবে মরে। যারা ফুল পাস করে তারা সূর্য বংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের কূলে স্থান পায়। কল্প পূর্বেও এমনটাই হয়েছিল। অবশ্যই এই সময় বাবা এসে প্রথমে ব্রাহ্মণ কুল স্থাপনা করে তাদেরকে বসে পড়ান, তারা পরে সূর্য বংশী, চন্দ্রবংশী হয়, এতে পড়াশোনা করা এবং করানো হয়। না করলে শিক্ষিতদের সামনে মাথা নত করতে হবে। এখানে তোমাদের সামনে এইম অবজেক্ট আছে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধা থাকতে পারে না। বোঝানো হয় আমরা পাঠশালায় পড়ি মানুষ থেকে দেবতা হতে। সাক্ষাৎকারও করি তবেই তো বলি যে আমরা লক্ষ্মী নারায়ণ হবো। তা এমনই তো আর হবো না। বাবা ব্যতীত কেউ বানাতে পারে না। যারা গীতা পাঠ করে শোনায় তারাও এমন কথা বলতে পারে না যে আমরা রাজার রাজা বানাবো। মন্মনাভব, আমার সন্তান হও। এমন কথা তো প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বাই বলতে পারেন। নিজেকে কেউ প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বলতে পারে না। যতই মিথ্যা বেশ ধারণ করুক কিন্তু এই কথা গুলি বোঝাতে পারবে না। এই কথা তো কেবল শিববাবাই বুঝিয়ে বলেন। মানুষ খোড়াই বলবে মন্মনাভব, তারা চক্রের রহস্য খোড়াই বোঝাবে যে কল্পের আয়ু এত বছরের হয়। চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। সে কথা কেউ জানেনা। তোমরা বাচ্চারা অনেক নলেজ প্রাপ্ত করেছো। স্কুল বুদ্ধির অধিকারী এত পড়াশোনা করতে পারে না। পরীক্ষা হল খুবই কঠিন। আই. সী. এস. পরীক্ষায় অনেক কম জনই সাহস রাখে। গভর্নমেন্টও ভাবে পরীক্ষা কঠিন থাকলে কম পাশ করবে। এখানেও লিমিট আছে। ৮ জন নম্বর ওয়ানে যায় তারপরে ১০৮। এই সময়ে কোটি কোটি ভারতবাসীরা আছে। তার মধ্যেও যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারা বেরোবে। ৩৩ কোটি দেবতাদের গায়ন আছে। তাতে ৮-জন নম্বরওয়ান সূর্যবংশী হয়। প্রিন্স-প্রিন্সেসও অনেক হবে তাইনা। পরীক্ষা খুবই কঠিন। ৮-জন বিজয় মালার মুক্তো দানা হয়। এতে এক হলেন মাম্মা কুমারী আর অন্য জন হলেন বৃদ্ধ। মাম্মার বয়স কম। ভালো পড়াশোনা করে পদ প্রাপ্ত করে। ইনিও বৃদ্ধ শরীরে পড়াশোনা করে পরীক্ষা পাশ করেন, তাইনা। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করাই হল পরিশ্রমের কথা। বাচ্চারা, তোমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন, এ তো খুবই সৌভাগ্যের কথা, যার দ্বারা ভগবানের সন্তান হয়ে তাঁর সার্ভিসে যুক্ত হই। সিন্ধু এ তোমরা অনেকে এসেছিলে তার মধ্যেও অনেকে ছেড়ে চলে গেছে। বাকি যারা তীক্ষ্ণ ছিল তারা তো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কতো কতো জনকে নিজ সম গড়ে তুলছে। তাই ধন্যবাদ তো দিতে হয় তাইনা। ভাড়া থেকে ৩০০ জন বেরিয়েছে নম্বর ক্রমে। এখন তো হাজার হাজার হয়েছে। নতুন নতুন সেন্টার খুলতেই থাকে। কত মানুষ এসে নিজের জীবন হীরে সম করে নিচ্ছে। নিজের পরিবর্তন করে অন্যদেরও বানানো উচিত। নিস্তুজ হয়ে গেছে যারা তাদেরকে সুরজিৎ করতে হবে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে এক একজনকে হাত করতে হয়। বেচারাদের পা যেন কোথাও পিছলে না যায়। যত বেশি সেন্টার থাকবে ততই বেশি মানুষ এসে জীবন দান পাবে। পবিত্র হীরে তুল্য জীবন তৈরি করবে। এখন পতিত কড়ি তুল্য জীবন রয়েছে। তাই বাবা বলেন পুরুষার্থ করে সূর্যবংশে এসো। বাবাকে স্মরণ করো। এমন বলেন না যে ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকে স্মরণ করো। অনেক মানুষ জিজ্ঞাসা করে শঙ্করের পাট কি? প্রেরণার সাহায্যে বিনাশ কীভাবে করেন? বলা, এইসব তো গায়ন আছে, চিত্রে আছে। এই পয়েন্টে বোঝানো হয় বাস্তবে এইসব কথার সঙ্গে তোমাদের কোনও কানেকশন নেই। প্রথমে তো বুঝে নাও বাবার কাছে আমাদের বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। মন্মনাভব হয়ে যাও। শঙ্কর কি করেন, অমুকে কি করে, এই সবের মধ্যে যাওয়ার কি দরকার আছে। তোমরা শুধু দুটি শব্দ বুদ্ধিতে ধারণ করো বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার, তাহলেই রাজধানী প্রাপ্ত হবে। এছাড়া শঙ্করের গলায় সাপ দেখানো হয়েছে কেন, যোগে এমনভাবে কেন বসা হয়... এইসব কথার কোনো কানেকশন নেই। মুখ্য কথা হলই বাবাকে স্মরণ করা। যদিও এমন এমন অসংখ্য প্রশ্ন উঠবে, তাতে তোমাদের লাভ কি হবে। তোমরা সব কথা ভুলে যাও।

বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। আমরা বাবার বার্তা প্রদান করি। স্মরণ না করলে বিকর্মজিত হবে না, তখন জ্ঞানের ধারণা হবে কীভাবে। অনর্থক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বলা প্রথমে নলেজ তো বুঝে নাও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। বাকি সব কথা ছাড়া। ভবিষ্যতে সব বুঝতে পারবে। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার

সাহস দেখাও। আমরা বাবার সন্দেশ প্রদান করি তারপরে গ্রহণ করো বা না করো তোমাদের ইচ্ছে। বাবার কাছে পবিত্র হয়ে যাবে তখন নতুন পবিত্র দুনিয়ায় উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। শুধু ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করো। যে যতখানি স্মরণ করবে তারাই বিজয় মালায় স্থান অর্জন করবে। এছাড়া কোনও জপ তপ ইত্যাদি করতে হবে না। এসবের থেকে মুক্ত করে দেন। দ্বাপর থেকে জাগতিক উত্তরাধিকার তো নিয়েই এসেছি। এখন অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন তোমরা যে বর্ষা প্রাপ্ত করো তা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী হয়ে যায়। সেখানে এই কথাটি তোমরা জানতে পারো না যে আমরা এই অধিকার কীভাবে প্রাপ্ত করেছি বা এ'হল অবিনাশী বর্ষা। এই কথা তোমরা এখন জানো যে আমরা ২১ জন্ম রাজ্য-ভাগ্য ভোগ করবো। সেখানে তো সুখের আনন্দ থাকে। মানুষ বুঝবে বর্ষা তো প্রত্যেককে বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত করতে হবে। কিন্তু সেখানে থাকে তোমাদের বর্তমানের পুরুষার্থের প্রালব্ধ, যা ২১ জন্ম চলে। এমন নয় সেইসময় কেউ সু কর্ম করে। এখানে এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করার শিক্ষা অর্জন করো, যার ফলে জন্ম জন্মান্তর তোমরা রাজত্ব আসবে। বাবা আদেশ করেন এক তো পবিত্র হও এবং আমাকে স্মরণ করো। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেসব স্মরণ করলে আমরা চক্রবর্তী রাজা রানী হই। কত সহজ কথা। কন্যাদের জন্য সবচেয়ে সহজ। অধর কুমারীদের (বিবাহিত) তো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার পরিশ্রমও করতে হয়। সব স্থান থেকে কুমারীরাই বেশি বেরিয়ে আসবে। এই সময় বিবাহ ইত্যাদি করা হল সম্পূর্ণ অধঃপতন। এখানে শিব সজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে পূর্ণ উত্তরণ, স্বর্গে। তোমরা এখন গড ফাদারলী সার্ভিসে আছো, এতে কি পুরস্কার লাভ হবে? তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। এ'হল প্রকৃত সত্য উপার্জন। তোমরা ব্রাহ্মণরা ভরা হাতে ফিরবে। এ হলো তোমাদের সত্যিকারের উপার্জন। বাকি সকলের হল মিথ্যা অর্জন, তাই খালি হাতেই ফিরবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি... দেখো হারানিধি শব্দের অর্থ কত সুন্দর। এমন কথা কেউ আর বলতে পারে না। কতো আন্তরিক ভাবে মিলিত হয়। আত্মা পরমাত্মা দূরে থেকেছে বহুকাল..... তোমরা ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় এসে মিলিত হও, একেই বলে অসীম জগতের হারানিধি সন্তান। অবশ্যই এখন কল্পের সঙ্গমে বাবার সাথে এসে মিলিত হয়েছো। তারপর ভিন্ন নাম রূপে মিলিত হবে। যারা কল্প পূর্বে এই পাঠ পড়েছিল তাদেরকেই বাবা পড়াবেন তারপরে কল্প-কল্প পড়তে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিস্তুজকে সতেজ বা সুরজিত বানাতে হবে। ভালোবাসার সাথে প্রত্যেকের দেখাশোনা করতে হবে। কোনও কারণের বশে কারো যেন পা পিছলে না যায় - তার প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

২) পবিত্র দুনিয়ায় উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য অন্য সব প্রশ্ন গুলিকে ছেড়ে দিয়ে বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। অনেককে জীবন দান করার সেবা করতে হবে।

বরদান:- বিন্দুর মাত্রার গুরুত্বকে জেনে যা হয়ে গেছে তাকে বিন্দু লাগিয়ে সহজ যোগী ভব সবচেয়ে সরল মাত্রা হলো বিন্দু। বাপদাদা কেবলমাত্র বিন্দুর হিসেব বলে দেন। নিজেও বিন্দু স্বরূপে স্থিত হও, স্মরণও করো বিন্দুকে আর ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যে জানার পরে বিন্দুর মাত্রা লাগিয়ে দাও। এই বিন্দুর মাত্রার গুরুত্বকে জেনে যা ঘটে গেছে তাতে বিন্দু লাগিয়ে দাও, বিন্দু হয়ে যাও, তবে সহজ যোগী হয়ে যাবে। যদিও এখন বিন্দু হয়েই ঘরে ফিরে যেতে হবে। ঘরে (পরম ধামে) সবাই বিন্দু রূপেই থাকে, যেখানে সঙ্কল্প, কর্ম, সংস্কার সব মার্জ থাকে।

স্লোগান:- কর্মযোগী হয়ে কর্ম করেও উপরাম স্থিতিতে থাকা অর্থাৎ উড়ন্ত বিহঙ্গ হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মোস্ট বিলাভেড বাবার যথার্থ পরিচয় দেওয়ার যুক্তি খুঁজে বের করতে হবে, অ্যাক্যুরেট শব্দের দ্বারা অল্ফ এর পরিচয় দাও তাহলে সর্বব্যাপীর কথাটির নিরসন হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - অবিনাশী জ্ঞান রত্ন চয়নকারী বাচ্চাদের কর্তব্য কি?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের প্রতিটি কথায় ভালো ভাবে বিচার সাগর মন্ডন করে অদ্বিতীয় বাবার সঠিক পরিচয় সবাইকে প্রদান করা। পুণ্য আত্মায় পরিণত করার সাথে পাপাত্মায় পরিণত কে করে - সেই বোধও প্রদান করা, বাচ্চারা তোমাদেরই কর্তব্য। সবাইকে রাবণের ফল কুড়ানোর পরিবর্তে জ্ঞান রত্ন চয়ন করাতে হবে। সার্ভিসের ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তি বের করতে হবে। সার্ভিসে বিজি থাকলে অপার খুশী থাকবে।

*গীতঃ- প্রিয়তম এসে মিলিত হও...

ওম্ শান্তি । বাবা পরমপিতাকে সদা রচয়িতা বলা হয়। মানুষ বলে দেয় এই পশু পাখী ইত্যাদি সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে ভগবান রচনা করেন। কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে হবে যে সবার আগে মানুষের বিষয়টিকে তো বোঝো। পরম পিতা যিনি হলেন রচয়িতা, তিনি মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কীভাবে করেন। মানুষই তাঁকে বাবা বলে সম্বোধন করে, কারণ তারা দুঃখে আছে। সবাই সেই অদ্বিতীয় রচয়িতাকে স্মরণ করে। তো সর্ব প্রথমে এ'কথা বোঝানো উচিত যে মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা কে। সেই রচয়িতাই হলেন সকলের পিতা। সর্বপ্রথমে পিতার পরিচয় দিতে হবে। আত্মার তো না নিজের না পিতার পরিচয় জানা আছে । যদি অহম্ আত্মার পরিচয় জানে তাহলে বুঝবে যে আমরা কাঁর সন্তান। আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। তিনি হলেন বাবা, রচয়িতা তিনি, তবে তৈ নিশ্চয়ই সবার আগে মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করবেন, সেই সৃষ্টি নতুন দুনিয়া অথবা স্বর্গ হবে। বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গের রচনা করবেন। বাবা দুঃখের জন্য রচনা করবেন, এমনটা তো হতে পারে না। যদি আমরা সেই পিতার সন্তান হই, যিনি স্বর্গের রচয়িতা তো আমাদেরও সেখানে বাস করা উচিত বা পরমধামবাসী হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের তো এখানে পার্ট প্লে করতে আসতে হয়। এইসব হল বিচার সাগর মন্ডন করার যুক্তি। যখনই সময় পাবে এ'সবেরই বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি কেউই যথার্থ রূপে বাবার পরিচয় জানেনা। রচয়িতা অবশ্যই স্বর্গ রচনা করবেন তখন সব আত্মাদের নির্বাণধামে থাকা উচিত। ওই নির্বাণধাম হলো আমাদের সবার অর্থাৎ সব আত্মাদের নিবাস স্থান, যেখানে বাবাও বাস করেন। বাচ্চারা, তোমাদের অসীম জগতের পিতার সাথে বুদ্ধি যোগ যুক্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। যোগ যুক্ত না থাকার দরুন মানুষের দ্বারা পাপকর্ম হয় বা ধারণা হয় না। বাবাকে স্মরণ করে না। ভগবান তো হলেন একজনই। উনি হলেন মোস্ট বিলাভেড স্বর্গের রচয়িতা। সেখানে আছে অসীম সুখ । এখানে দুঃখ হওয়ার কারণেই ভগবানকে স্মরণ করে। বাবা, সন্তানদের জন্ম দেন সুখের জন্য। সত্যযুগ ত্রেতাকে বলা হয় সুখধাম। বর্তমানে হলো কলিযুগ। এর পরে পুনরায় সত্যযুগ আসবে। তাই অবশ্যই বাবার আসা উচিত। এমন ভাবে বিচার সাগর মন্ডন করে তারপরে বসে কাউকে বোঝানো উচিত। এখানে তোমরা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করো বাবার দ্বারা। মানুষ মোস্ট বিলাভেড পিতার পরিচয় জানেনা। পিতাকে জানেনা তাই নিজেকে তাঁর সন্তান রূপেও মানেনা। আমরা বাবাকে জেনেছি তাই তাঁকে স্মরণ করি। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা সকল আত্মাদের পিতা। তিনি হলেন নিরাকার, এই সাকার প্রজাপিতার দ্বারা রচনা করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাও আছে। অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার পিতা পরমপিতাই হবেন, যাঁকে ক্রিয়েটর বলা হয়। যখন কেউ আসবে সর্ব প্রথমে তাঁকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। অল্ফ এর কথা যখন স্মরণে আসবে তখন পরের কথা গুলি বোধগম্য হবে। অল্ফ ব্যতীত কিছুই বুঝবে না। এমনভাবে বোঝাতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এরা যা কিছু বলছে তা তো সম্পূর্ণ অ্যাক্যুরেট মনে হচ্ছে । এমন করে তো অন্য কেউ বোঝাবে না যে উনি হলেন অসীম জগতের পিতা, তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। নিশ্চয়ই নরকের রচয়িতাও তবে কেউ হবে। পবিত্র করেন একমাত্র বাবা, তাহলে যে পতিত করে এমনও কেউ একজন হবে। এই কথাটি ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। পিতা কে যাঁকে আমরা স্মরণ করি। রাবণকে তো স্মরণ করবে না। মানুষ না তো পবিত্রকারী রাম পরমাত্মাকে জানে, না পতিত কারী রাবণকে জানে, মানুষ একেবারেই বোধ শূন্য । ফর্ম ভরানোর সময় সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের আত্মার পিতা কে, এই প্রশ্ন আর কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। আত্মা তো প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই আছে। জীব আত্মা, পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা বলা হয় তাইনা। পুণ্য আত্মা তো একমাত্র বাবা বানিয়ে দেন তাহলে পাপ আত্মা কে বানায়? এই কথাটিও অবশ্যই বোঝাতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, আমরা সবাই তাঁরই সন্তান তাঁকে আমরা কি জানি? উনি তো অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া রচনা করবেন? এখন হলো

পতিত দুনিয়া, তাই মানুষ গানও করে হে পতিত-পাবন এসো। এতজন পতিত মানুষকে পবিত্র কে বানাবে? সর্বব্যাপী হলে তো এই কথাটি উঠবেই না যে পরমপিতা পরমাত্মা এসো। সর্বব্যাপী হলে তো তাঁকে স্মরণ করারও দরকার নেই। এখন আমরা তোমাদের ভালো পরামর্শ দিচ্ছি। ব্রহ্মার পরামর্শ তো সুবিখ্যাত তাইনা। আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। ব্রহ্মাকে পরামর্শ দেনযিনি, তিনি তো সর্বোচ্চ হবেন। ব্রহ্মা কেয়ার অফ পরমপিতা পরমাত্মা শিব। উনি হলেন আমাদের পিতা। ইনি হলেন প্রজাপিতা। তোমরা বাচ্চারা সার্ভিস করার জন্য এমনভাবে বিচার সাগর মন্থন করবে তখন অনেক খুশীতে থাকবে। কেউ এলে তাকে জ্ঞান রত্ন প্রদান করতে হবে। বাবা এসে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন চয়ন করান, যার দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হই। পরে রাবণ এসে টকফল চয়ন করায়। শিবের চিত্র, দেবতাদের চিত্র সবই হল পাথরের। পাথর পূজা করতে করতে পাথরবুদ্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। শিবের চিত্রও পাথরের। নিশ্চয়ই কোনও এক সময়ে শিববাবা চেতন্যে এসে পড়িয়েছিলেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও থাকবেন। ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতীও থাকবেন। এখন প্রাক্টিক্যাল আছেন। ওনার জন্য গায়ন আছে সকলের মনস্কামনা পূরণ করেন উনি। অবিনাশী জ্ঞানের রত্ন প্রদানকারী গডেজ অফ নলেজ। তারা সরস্বতীর হাতে ব্যাঞ্জো দেখিয়ে দিয়েছে। এই সব কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যে ভাষণ করবে তাকে তো বিচার সাগর মন্থন করতে হয়। প্রথমে ভাষণ লিখে রিফাইন করা উচিত। বড় বড় স্পিকার যারা হয় তারা খুব সতর্কতার সাথে ভাষণ করে। একেবারে অ্যাক্যুরেট শোনান। এতটুকুও থামলে (দোমনা হলে) সম্মান নষ্ট হবে। আগে থেকে পুরোপুরি প্র্যাক্টিস করে নেয়। এখানেও এতখানি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যাতে কাউকেও বাবার পরিচয় দিতে পারো। সার্ভিস করতে হবে। বিকারী গুরুদের শিকলে অনেকেই আবদ্ধ আছে। তারা কারো সদগতি করতে তো পারে না। পতিত-পাবন নিরাকার ভগবানকেই বলা হয়। সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা কারো সন্নতি তো হয় না। পতিত-পাবন হলেন এক শিববাবা, তাঁকে রুদ্রও বলা হয়। রুদ্র যজ্ঞও হল বিখ্যাত। এত বড় যজ্ঞের রচনা আর কেউ করতে পারে না। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ কত বছর চলে? জ্ঞান শোনাতেই থাকে। যজ্ঞ যখন রচনা করা হয় তখন তাতে শাস্ত্র ইত্যাদিও রাখা হয়। রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদির কাহিনী শোনায়, তাকেই রুদ্র যজ্ঞ বলে। বাস্তবে রুদ্র যজ্ঞ হল এটাই। এই যজ্ঞ তো অনেক বছর চলে। তাদের যজ্ঞ তো এক মাস চলবে। এই যজ্ঞ তো দেখো বহু বছর চলে। এতে যা কিছু পুরানো বস্তু আছে সেসব শেষ হয়ে যায়। এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া এতে ভস্ম হয়ে যাবে। কত বিশাল এই যজ্ঞ, চিন্তন তো করো। যখন সকলের দেহ স্বাহা হবে তখন সব আত্মারা পরমধামে ফিরে যাবে। যতক্ষণ বাবা না আসেন ততক্ষণ পতিত থেকে পবিত্র কীভাবে হবে, মায়ার শৃঙ্খল থেকে লিবারেট কে করবে? কেউ তো থাকা উচিত, তাইনা, তাই মালিক নিজেই আসেন। এমন নয় সর্বব্যাপী হয়ে বসে জ্ঞান প্রদান করেন, উনি তো আসেন। আমি হলাম তাঁর সন্তান পৌত্র। বাস্তবে সন্তান তো তোমরাও। এখন বাবা এসেছেন, নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। আমরা হলাম রাজযোগ ঋষি, তারা হল হঠযোগ ঋষি। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীও শোনানো হয়েছে যে অমুক ঋষির ওজন বেশি, নাকি, রাজ ঋষির ওজন বেশি। এই সবই হল ভক্তিমার্গের কথা এবং এ'হল জ্ঞান মার্গ। ভক্তি এবং জ্ঞানের দাড়িপাল্লার কিছু কাহিনী। একদিকে সব ভক্তির শাস্ত্র, অন্য দিকে এক জ্ঞানের গীতা। তো একটি গীতাই ভারী হয়ে যায়। গীতা হল রাজঋষিদের, হঠযোগীদের তো অনেক শাস্ত্র আছে। তুলায়ন্ত্রের এক দিকে সেসব রাখো অন্য দিকে গীতা রাখো। বাস্তবে সেসব আমাদের নয়। আমাদের হলো জ্ঞানের কথা। গীতার ভগবান আসেন সদগতি করার জন্য। তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এইসব থাকা উচিত। তারপরে কেউ বুক বা না বুক, আমাদের কর্তব্য হলো প্রত্যেককে বোঝানো। মৃত্যুর সময় সবার চোখ খুলবে। এই জ্ঞানের দ্বারাই বিনাশ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এখন তোমরা পান্ডব, তোমাদের স্বামী হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। পতিতদের পবিত্র করেন এক পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ নয়। উনি তো হলেন প্রিন্স। শ্রীকৃষ্ণকে কেউ গড ফাদার বলে না। ফাদার তখন বলা হয় যখন সন্তান জন্ম নেয়। শ্রীকৃষ্ণ তো হলো নিজেই শিশু তাহলে তাকে ফাদার বলা হবে কীভাবে। ল' এই কথা বলে না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তো জুড়ি থাকা উচিত। তাদের সন্তানের জন্ম হলে তখন ফাদার বলা হবে। তাহলে তো গৃহস্থ হয়ে গেল। এখানে তো নিরাকার পিতা বসে জ্ঞান প্রদান করেন। উনি কখনও গৃহস্থে আসেন না, উনি হলেন সদা পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণ তো মাতার গর্ভে জন্ম নেয়, তাহলে তাকে পতিত-পাবন কীভাবে বলা হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো পরমপিতা পরমাত্মাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহেই আসতে হয়। প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানে থাকা উচিত তাইনা, তাই তার নাম ব্রহ্মা রেখে শিববাবা বলেন আমি এই সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। ইনি ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন অন্তিম জন্মে আছেন এবং ইনি হলেন বাণপ্রস্থ অবস্থায় পূর্ণ অনুভবী রথ। অর্জুনের জন্যও বলা হয় অনেক গুরু করেছিলেন। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছিলেন তো এমন ভাবেই বোঝানো উচিত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম কখনও শুনছো? ব্রহ্মা যখন আছেন তো অবশ্যই প্রথমে ব্রাহ্মণ চাই। বর্ণও হল মুখ্য। চক্রেও বর্ণ দেখানো হয়। ব্রাহ্মণ কুল হল সবচেয়ে ছোট। তাদের জ্ঞান অর্জনের সময়ও হয় খুব কম। সংখ্যায় কত কম হয় ব্রাহ্মণ। তারচেয়ে বেশি হয় দেবতারা, তার চাইতে বেশি ক্ষত্রিয়, তারও বেশি বৈশ্য, শূদ্র। সুতরাং তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সংখ্যায় খুবই কম। এই কমে মধ্যও অনেক কম আছে, যাদের খুশীর পারদ সদা উর্ধ্ব থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে অমৃতবেলায়। দিনের বেলার আর রাতের বায়ুমন্ডল খুবই খারাপ থাকে। সেই সময় স্মরণে স্থির হওয়া খুবই

কঠিন। অমৃতবেলায় গায়ন আছে। সেই সময় সব আত্মারা ক্লান্ত হয়ে শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে নিদ্রিত থাকে। সেই সময়টি হল শুভ মুহূর্ত। যদিও অন্তর থেকে বাবার স্মরণে চলতে ফিরতে থাকা উচিত। কিন্তু যদি হঠাৎ যোগের মতো এক জায়গায় বসে স্মরণ করবে তো স্মরণ স্থির থাকবে না। ঋষি মুনি ভক্তরাও অমৃতবেলায় উঠে কীর্তন ইত্যাদি করে, কারণ সেই সময় বায়ুমন্ডল শুদ্ধ থাকে। তো যেই আসবে তাকে বোঝাতে হবে যে, আমরা পড়াশোনা করছি। এতে কোনও রকম অঙ্ক শ্রদ্ধার কথা নেই। নিরাকার বাবা টিচার রূপে আমাদের সহজ রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। তো মানুষ আশ্চর্য বোধ করবে যে, এদেরকে নিরাকার এসে পড়ান কীভাবে। ভগবানুবাচ তো অবশ্যই আছে, তো নিশ্চয়ই শরীরে এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন। কোনও শরীর লোনে নিয়েছেন নিশ্চয়ই, তাই প্রথমে যুক্তি দিয়ে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। সর্বব্যাপী বললে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। যতক্ষণ না ভগবানের মহাবাক্য কানে না পড়ছে ততক্ষণ কেউ বুঝতে পারে না। ভগবান হলেন নিরাকার, ব্রহ্মা হলেন সাকার প্রজাপিতা, তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। নিরাকার পরমাত্মা ব্রহ্মার দেহের দ্বারা পড়ান। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। বাবার পরিচয় দিলে তো বাবার স্মরণ থাকবে। কেউ কেউ লেখে ভগবান হলেন নিরাকার, তাই তাদের বোঝানো উচিত। কেউ আবার লেখে আমরা জানি না। আরে তোমরা বাবার পরিচয় জানো না? পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তাহলে তো অবশ্যই কেউ আছেন, তাইনা! বাচ্চারা তো জানে আমরা পরম পিতা পরমাত্মার কাছে ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আজীবিকা প্রাপ্ত করি। এতে যারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাদের উপরে কতো পাপ জমা হতে পারে! তাও যারা জেনে বুঝে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বোধহীনদের কোনও দোষ নেই। সম্পূর্ণ বিশ্ব তো হলো বোধহীন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন....এর এক-একটি শব্দের অর্থ তোমরা বাচ্চারা জানো। সর্ব প্রথমে মাতা-পিতা পরে বাপদাদা। মাতা-পিতা তাঁকে বলা হয় যিনি স্বর্গের মালিক করেন। তারপরে ইনি হয়ে গেলেন বাপদাদা। এরপর বলা হয় জগদম্বা। এ'হল খুবই গুহ্য কথা। সবচেয়ে গুহ্য প্রহেলিকা বা ধাঁধা হলো এটাই, যা বুঝলে মানুষের অনেক লাভ হয়ে যায়। তারপরে বলেন হারানিধি, এ'হল দ্বিতীয় প্রহেলিকা বা ধাঁধা। পরে বলেন ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী - এ হল নতুন প্রহেলিকা। এক-একটি কথায় হেঁয়ালি বা গুপ্তরহস্য আছে। আচ্ছা!

স্ব দর্শন চক্রধারী নূরে রত্নদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অমৃতবেলায় শুভ মুহূর্তে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করে খুশীর পারদ উর্ধ্বে রাখতে হবে। চলতে-ফিরতেও স্মরণের অভ্যাস করতে হবে।

২) পাপ কর্ম থেকে সুরক্ষিত বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারণার জন্য এক বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে রাখার পরিশ্রম করতে হবে।

বরদান:- বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে সারযুক্ত, যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত স্বরূপের অনুভবকারী সদা সমর্থ ভব কোশ্চেন মার্কেটের বাঁকা পথে যাওয়ার পরিবর্তে প্রতিটি কথায় বিন্দু লাগাও। বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে যাও তো সারযুক্ত, যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত স্বরূপের অনুভব করবে। স্মৃতি, বোল এবং কর্ম সব সমর্থ হয়ে যাবে। বিন্দু স্বরূপে স্থিত না হয়ে বিস্তারে গেলে কেন, কি ইত্যাদির ব্যর্থ বোল এবং কর্মে সময় ও শক্তি গুলি ব্যর্থ নষ্ট করবে। কেননা জঙ্গল থেকে বেরোতে হবে, তাই বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে সর্ব কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুসারে চালাও।

স্লোগান:- "বাবা" শব্দের ডায়মন্ড চাবি সাথে থাকলে সর্ব খাজানার অনুভূতি হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণদের নেচার হলো বিশেষত্বের নেচার - একে ন্যাচারাল স্মৃতি স্বরূপ বানাও"

আজ বাপদাদা তাঁর বিশ্বের সকল বিশেষ আত্মাদেরকে দেখছেন। ড্রামানুসারে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের কতখানি বিশেষ পাট নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। আজ বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্ব গুলিকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। প্রতিটি বাচ্চাকে দেখে 'বাঃ বাচ্চা' এই স্নেহের গীত হৃদয়ে বেজে চলেছে। তার সাথে সাথে এটাও দেখছিলেন যে, বাচ্চাদের হৃদয় থেকে এই 'বাঃ বাঃ' এর সঙ্গীত কি সদাই বের হতে থাকে? সকল কর্মে, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি সংকল্পে এই শ্রেষ্ঠ অনুভব হয় নাকি কখনো কখনো হয়? সাধারণ জীবন থেকে বিশেষ জীবন সর্বদা স্বাভাবিক ভাবে থাকে? নাকি স্মরণ করলে তখন অনুভব হয়? জীবন যখন রয়েছে জীবনের অর্থই হলো সদা আর স্বতঃতই থাকবে। স্মরণে আনা মানে অনুভব করলে আর স্মরণে না আনলে তবে বিশেষত্বের পরিবর্তে সাধারণ জীবন হয়ে যাওয়া - তোমাদের মতো বিশেষ আত্মাদের বিশেষত্ব এই রকম নয়। ব্রাহ্মণ জন্মই হলো বিশেষ জন্ম। জন্মই যার বিশেষ, তার জীবন কেমন হবে? বিশেষ হবে নাকি সাধারণ হবে? ব্রাহ্মণ জন্মও শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ধর্মও শ্রেষ্ঠ আর ব্রাহ্মণ কর্মও হলো শ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রাহ্মণ জন্মদাতা, ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পরম আত্মা এবং আদি আত্মা ব্রহ্মা বাবা। সুতরাং রচয়িতা যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তো রচনাও হলো সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিশেষ। ব্রাহ্মণদের কর্ম বিশেষ কেন? কেননা কর্মে ফলো করবার জন্য তোমাদের সকলের সামনে আদি আত্মা ব্রহ্মা বাবা স্যাম্পল দিয়েছেন। কর্মে ফলো তোমরা সাকার ব্রহ্মাকে করে থাকো, সেই কারণে ভাগ্য বিধাতা অর্থাৎ কর্ম দ্বারা ভাগ্যের রেখা শ্রেষ্ঠ যিনি বানান তিনি হলেন ব্রহ্মা, এটাই তো খ্যাত রয়েছে। ভাগ্যের রেখার কলম হলো কর্ম। তো শ্রেষ্ঠ কর্মের সহজ সিদ্ধল হলেন ব্রহ্মা বাবা। সেইজন্য তোমরা সবাই বিশেষ পুরুষার্থের জন্য এই শব্দই বর্ণনা করে থাকো যে, বাবা সম হতে হবে।

এই অব্যক্ত বর্ষে প্রত্যেকের লক্ষ্য কী ছিল? নিরাকারী স্থিতিতে নিরাকার বাবার সমান অশরীরী স্থিতির অনুভব করেছো? সাকার কর্মে ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার নম্বর ক্রমানুসারে অনুভব করেছো? তো বিশেষ জীবনের আধার হলো বিশেষ জন্ম, ধর্ম আর শ্রেষ্ঠ কর্ম। লৌকিক জীবনেও যেমন কোনো আত্মার জন্ম যদি বিশেষ রাজ পরিবারে হয়, রাজকুমার বা রাজকুমারী হয়, সে তো এই বিশেষ জন্ম হওয়ার কারণে স্মরণ সকল সময় সদা আর স্বতঃতই থাকে নাকি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে আমি হলাম রাজকুমারী? সহজেই স্মরণে থাকে তাই তো? পুরুষার্থ করতে হয় কি তাকে? সে যদি সাধারণ কাজকর্মও করে, নিজের রুচি অনুযায়ীই করুক না কেন, নিজের জন্মের বিশেষত্বকে কি সে ভুলে যায়? সেটা তো ন্যাচারাল আর তার নেচার হয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের নেচার কী? বিশেষ নাকি সাধারণ? এখনও কোনো কোনো বাচ্চা যখন কোনো সাধারণ কর্ম করে ফেলে তবে বাপদাদার কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য কী করে থাকে? আমি চাইনি এই কাজটা করতে, কিন্তু আমার নেচার যে, তাই হয়ে গেলো। এই রকম করা কিস্তি ভাবা সেটা কি ঠিক? আমি কে? তোমাদের জীবন হলো ব্রাহ্মণের জীবন, তাই না? তো যাদের জীবন ব্রাহ্মণ জীবন, সেই আত্মারা ভাবতে পারে কি যে এটা হলো আমার নেচার? এই রকম বলাটা কি রাইট? তো সেই সময় কেন বলে থাকে? সেই সময় ব্রাহ্মণ বলে না, মায়া বলে। সুতরাং এ যেন সাধারণ নেচার বা মায়াবী নেচার ন্যাচারাল ভাবে কাজ করতে থাকে। সেইজন্য বলে থাকে, চাইনি কিন্তু হয়ে গেছে। তো ব্রাহ্মণ নেচার অর্থাৎ বিশেষত্বের নেচারও ন্যাচারাল হওয়া উচিত। ন্যাচারাল জিনিস সব সময় বজায় থাকতে পারে। অতএব বিশেষ জীবনের স্মৃতি নেচারের রূপে ন্যাচারাল হওয়া উচিত নাকি কখনো ভুলে যাওয়া কখনো মনে রাখা উচিত? তাই সদা স্মৃতি স্বরূপে থাকো। স্মরণ করাতে হবে না, স্মৃতি স্বরূপ। সেইজন্য বাপদাদা দেখছিলেন যে, অব্যক্ত বর্ষ সময় মতো সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু বাপদাদা সমান নিজেকে সম্পন্ন বানিয়েছো? এই অব্যক্ত বর্ষের বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যে অব্যক্ত অর্থাৎ ফরিস্তা স্বরূপ হওয়া এবং বানানোও। সকলে এই লক্ষ্য রেখেছিলে তাই তো? তাহলে কি রেজাল্ট বেরিয়ে এলো? নিজেকে নিজে চেক করেছো? "ফরিস্তা ভব" র বরদানও পেয়েছো, তবে বরদান আর লক্ষ্য - এই দুইয়ের স্মৃতির দ্বারা কতদূর পর্যন্ত সফলতা অনুভব করেছো, নিজের এই সৃষ্টি চেকিং করেছো? নাকি এটা ভেবে নিয়েছো যে, অব্যক্ত বর্ষ শেষ হলো, যথাশক্তি যতটুকুও অনুভব করেছি ড্রামানুসারে সেটুকুই ঠিক আছে? বর্ষ পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনের গতি কি ছিল - এই বিধির দ্বারা চেক করেছো? যেমন বছর শেষ হলো সেই রকমই লক্ষ্য আর লক্ষণে সম্পন্ন হবে নাকি মনে করো যে এই বছরে আরও বেশি করে হবে? সময় আর নিজের গতি সমান ছিল? এমনিতে তো সময়ের থেকেও নিজের গতি তীব্র হতে হবে কেননা সমাপ্তির সময়কে নিয়ে আসার জন্য নিমিত্ত হলে তোমরা আত্মারা। তীব্র গতির সাথে বছর তো সম্পন্ন হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো যে

বছর কীভাবে শেষ হলো? তো চেক করো আমি বিশেষ আত্মার পরিবর্তনের গতি তীব্র ছিল নাকি কখনো তীব্র, কখনো মধ্যম ছিল?

ফরিস্তা অর্থাৎ যার পুরানো সংস্কার আর সংসারের সাথে কোনো রিস্তা অর্থাৎ সম্পর্ক নেই? তো চেক করো পুরানো সংসারের কোনো আকর্ষণ, সেটা সম্বন্ধের রূপে হোক অথবা নিজের দেহের প্রতি আকর্ষণ বা কোনো দেহধারী ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ, কোনও বস্তুর প্রতি আকর্ষণ কত পার্সেন্ট ছিল? সেই রকমই পুরানো সংস্কারের আকর্ষণ, সেটা সংকল্পের রূপে হতে পারে, বৃত্তির রূপে হতে পারে, বাণীর রূপে হতে পারে, সম্বন্ধ-সম্পর্ক অর্থাৎ কর্মের রূপে কত পার্সেন্টেজ ছিল? ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট। তো নিজের লাইট স্বরূপ স্মৃতি স্বরূপে কতখানি ছিল? তার সাথে সাথে লাইট অর্থাৎ হাল্কা ভাব, নিজের পরিবর্তনের পুরুষার্থে কতখানি লাইট অর্থাৎ হাল্কা ছিল? ব্রাহ্মণ পরিবারের সম্বন্ধে, সেবার সম্বন্ধে কতখানি হাল্কা ছিল? একে বলা হয় ফরিস্তা ভাবের তীব্র গতির স্থিতি। এই বিধির দ্বারা চেক করো আর ভবিষ্যতের জন্য চেঞ্জ অর্থাৎ পরিবর্তন করো। নিজের ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্বকে ন্যাচারাল নেচার বানানো, একেই বলা হয় সহজ পুরুষার্থ। কেবল আমি হলাম এক বিশেষ আত্মা - এই স্মৃতি স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও, তবে বাবার সমান অতি সহজ অনুভব করবে। কারণ স্মৃতি স্বরূপ তথা সমর্থী স্বরূপ হয়ে যায়। বছর শেষ হয়েছে। বাপদাদা রেজাল্ট তো দেখবেন, তাই না? তো রেজাল্টে যথাশক্তি মেজরিটি রয়েছে আর সদা শক্তিশালী, যথাশক্তির মেজরিটিতে হলো মাইনোরিটি।

স্মৃতি দিবসও অত্যন্ত স্নেহের সাথে উদযাপন করেছে তোমরা। এখন যেমন বিশেষ স্নেহের সাথে উদযাপন করলে, সেই রকম স্নেহের প্রমাণ বাবার সমান স্মৃতি স্বরূপ হতেই হবে। রেজাল্ট শুনলে? এবারে কী করতে হবে? যথাশক্তি নাকি সদা শক্তি স্বরূপ? তো দেখা হবে যে, এই বছরে মেজরিটি সদা শক্তিশালীর প্রমাণ তোমরা কতখানি দিতে পারো? টিচার্স তোমরা কী মনে করো? কোন্ সারিতে আসবে? সদা শক্তিশালী! টি. ভি. তে সকলের ফটো চলে এসেছে। যা কিছুই হয়ে যাক, যেমন পরিস্থিতিই উদ্ভূত হোক না কেন, সদা শক্তিশালী। নাম তো নোট হয়ে যায় যে কে কে কোন্ গ্রুপে আসছে? এখন টিচারদের সম্মেলন সামনে না? ততদিন পর্যন্ত সব টিচারদের রেজাল্ট কেমন হবে? যারা করার তারা কখনোই ভাবে না। দূঢ় সংকল্পের অর্থই হলো এখন। সাধারণ সংকল্পের অর্থ হলো হয়ে যাবে কখনো না কখনো। তাহলে 'কখনো'র দলে নাকি 'এখন' এর দলে তোমরা? শক্তি সেনা হলো অনেক বড় সেনা। 'কখনো'র দলে নাকি 'এখন' এর? পান্ডব কী মনে করো? দেখো নাম কিন্তু সকলের নোট করা রয়েছে। এখন নাম বলে দেওয়া হবে না, সেই সময়ও এক সময় আসবে যখন নাম ঘোষণা করা হবে। বুঝেছো!

সব চেয়ে বেশী সংখ্যা কোন্ জোন থেকে এসেছে? পাঞ্জাব, ইন্দোর কেমন চমৎকারিত্ব দেখাতে পারে দেখা যাক। টিচার্সও বেশী সংখ্যায় আসে, সংখ্যা বেশী তো টিচার্সও বেশী হয়। পাঞ্জাব নম্বর ওয়ান নেবে নাকি সেকেন্ড? ইন্দোরও নম্বর ওয়ান নেবে? আর কর্ণাটক কী করবে? কোন্ নাটক দেখাবে? কর-নাটক, তো হীরো নাটক দেখিও, যেমন তেমন দেখিও না। আর মহারাষ্ট্র তো মহানই হবে, তাই তো? আর ইউ. পি. কে কী বলা হয়? ইউ. পি. তে অনেক নদী রয়েছে অর্থাৎ ইউ. পি. পতিতকে পাবন করবে তোমরা। পাবন হতে - হওয়াতে তোমরা হলে নম্বর ওয়ান। তাহলে ইউ. পি.ও নম্বর ওয়ান হবে। এই সময় তো কাউকেই নম্বর টু বলা যাবে না। রাজস্থান তো হলোই লাকী, রাজস্থান তো হলোই চরিত্র ভূমি। হেড কোয়ার্টার তো রাজস্থানেই না! তো যেখানে হেড কোয়ার্টার রয়েছে, তারা কী হবে? হেড হবে, তাই না? সবাই খুশী মনে বলছে নম্বর ওয়ান, কিন্তু সেখানে গিয়ে এই রকম বলবে না যে, কী করব... করতে পারছি না... আমি তো চাইনা, কিন্তু হয়ে যায়... এই রকম ভাষা ভাববেই না। আচ্ছা, ডবল বিদেশিও সেবায় রেস খুব ভালো করছে আর রেসে নম্বর ওয়ান আসতেই হবে, তাই তো? দেশের ভাই বোনেদেরকে সাহস প্রদানের ক্ষেত্রে বিদেশের ভাই বোনেরা ভালোই নিমিত্ত হয়েছে। এই সাহস সঞ্চারের কারণে এক্সট্রা সাহায্যও পেয়ে থাকে। বুঝেছো! একেও স্মৃতিতে রেখে সহজে এগিয়ে চলো আর অন্যদেরকেও এগিয়ে নিয়ে চলো। আচ্ছা!

চতুর্দিকের সকল বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা সাকার ব্রহ্মা বাবার শ্রেষ্ঠ কর্মকে ফলো করতে পারা কর্মযোগী আত্মাদেরকে, সদা বিশেষত্বকে ন্যাচারাল আর নেচার বানানো কোটির মধ্যে কেউ কেউ আত্মাদেরকে, সদা দূঢ় সংকল্পের দ্বারা বিশেষ জন্ম, ধর্ম আর কর্মের স্মৃতি স্বরূপ আত্মাদেরকে বাপদাদার বিশেষত্ব সম্পন্ন স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎ -

আপনারা ব্রাহ্মণরা যত যত সম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকবেন, ভবিষ্যতে প্রকৃতিও (তত্ত্ব) প্রগতিকে প্রাপ্ত করবে। কেননা প্রকৃতি

সময়ে সময়ে নিজের সিগন্যাল দেখাচ্ছে। তো যত প্রকৃতির অস্থিরতা তত বেশীই অচল স্থিতি প্রকৃতিকে পরিবর্তন করবে। কতো কতো আত্মারা সময়ে সময়ে দুঃখের ঢেউ এর মধ্যে চলে আসে। তো এই রকম দুঃখী আত্মাদের আশ্রয় তো বাবা আর তোমরাই। তাই দয়ার উদ্রেক হয় তো না? যখন খবরাখবর শোনো তখন মনের মধ্যে কী আসে? নাথিং নিউ, নিজের অচল স্থিতির জন্য তো ঠিক আছে, কিন্তু প্রকৃতির অস্থিরতার মধ্যে যখন আত্মারা (গ্রাহি গ্রাহি) আত্ননাদ করে, তো কাদেরকে আত্ননাদ করে ডাকে? তো যখন মার্সি যাঁচা করে, তখন তোমাদের কাছে তাদের সেই কৃপার আহ্বান পৌঁছায় তো না? সেই সব ছোট ছোট বিপর্যয়ে তারা আরও বেশি যন্ত্রণার্ত হয়। ব্রাহ্মণ সম্পন্ন হয়ে যাও, তবে দুঃখের দুনিয়ার অবসান হয়ে যাবে। তো দয়া আসে মনে নাকি আসে না? যদি দয়া আসে, তাহলে তখন তোমরা কী করো? যতই হোক এরা তো ঈশ্বরীয় পরিবারেরই না! তো পরিবারের যে কোনো দুঃখকে সুখে পরিবর্তন করার সংকল্প মনে আসে তো না? পরিবারে কেউ যদি অসুস্থও হয়ে পড়ে, তখন কী সংকল্প আসে? তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাক। তো আত্ননাদ করতে করতে মরা আর এক লহমায় পরিবর্তন হওয়া, তফাৎ তো আছে না? মহাবিনাশ আর রিহর্সালের বিনাশ তফাৎ আছে না? মহাবিনাশ অর্থাৎ মহান পরিবর্তন। তার নিমিত্ত হলে তোমরা। সম্পন্ন হলে সমাপ্তি হবে। সুতরাং যারা বিপর্যস্ত তারা তো মনে করে প্রত্যক্ষতার পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাক। কিন্তু স্টেজে যে হীরো অ্যাক্টররা উপস্থিত হওয়ার তাদেরও তো তৈরী হয়ে থাকা চাই, তবেই তো পর্দা খুলবে। অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই খুলে যাবে নাকি? পরিবর্তনের শুভ ভাবনাকে তীব্র করা অর্থাৎ নিজেকে তীব্র গতিতে সম্পন্ন বানানো। তোমরাও যদি কখনো এক রকম কখনো আরেক রকম হও, প্রকৃতিও কখনো অত্যন্ত তীব্র গতির সাথে কাজ করতে থাকে, কখনো মন্থর হয়ে যায়। তাহলে এখন কী করতে হবে? করুণার ভাবনাকে ইমার্জ করো, সেটা নিজের প্রতিই হোক অথবা সকল আত্মাদের প্রতি। ইমার্জ হয় তাই তো? ঢেউ ছড়িয়ে দাও। করুণার ভাবনার দ্বারা বিপ্লবও সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেখানে করুণা থাকবে, সেখানে আমার-তোমার এর দোলাচল থাকবে না। পূজ্য স্বরূপ, মার্সিফুলকে ধারণ করো। ঠিক আছে না? এখন এই ঢেউ ছড়িয়ে দাও। প্রতিটি সংকল্পে মার্সিফুল। সংকল্পেও হবে তো বাণী আর কর্ম স্বভাবতঃই হয়েই যাবে। সবাই আত্ন চিংকার করে কী বলছে? মার্সি মার্সি। আচ্ছা!

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার - "মায়ার ছায়া থেকে বাঁচার উপায় হলো - বাপদাদার ছত্রছায়া" :

সর্বদা নিজেকে বাপদাদার ছত্রছায়ার নীচে থাকা সদা সেফ আত্মা মনে করো? সদা ছত্রছায়া থাকে নাকি কখনো বাইরে বেরিয়ে যাও? হয় রয়েছে বাবার ছত্রছায়া নাহলে মায়ার ছায়া। তো মায়ার ছায়ার থেকে বাঁচার সাধন (উপায়) হলো ছত্রছায়া। তো ছত্রছায়াতে যারা থাকবে তারা খুশীতে থাকবে! কেননা বেকির বাদশাহ হয়ে গেছে না! চিন্তা থাকলেই খুশী অদৃশ্য হয়ে যায়। কখনো যদি খুশী লুপ্ত হয়ে যায়, তার কারণ কী ঘটে? কোনো না কোনো চিন্তা, দুশ্চিন্তা, বোঝা খুশীকে অদৃশ্য করে দেয়। আর খুশী অদৃশ্য হলো তো মায়ার ছায়ার প্রভাব পড়েই যায়। দুর্বলতা মায়াকে আহ্বান করে। যেমন শারীরিক দুর্বলতা অসুখ বিসুখকে আহ্বান করে থাকে, তো আত্মিক দুর্বলতা মায়ার আহ্বান করে থাকে। তারপর সেই ছায়ার থেকে বেরিয়ে আসতে কতোই না পরিশ্রম করতে হয়। মায়ার ছায়া যদি স্বপ্নের মধ্যেও পড়ে গেলে, তবে স্বপ্নও নাজেহাল করে তুলবে। ব্রাহ্মণ তখন ক্ষত্রিয় হয়ে যায়, তখন যুদ্ধ করতে হয়। ক্ষত্রিয় জীবন হলো পরিশ্রমের আর ব্রাহ্মণ জীবন হলো আনন্দের। তাহলে কোনটা পছন্দ? কখনো কখনো যুদ্ধ করতে হয় কী? যুদ্ধ করতে ভালো লাগে? এতটুকু ব্যর্থ সংকল্পের ছায়া কতো পরিশ্রম করায়। সেইজন্য সর্বদা বাবার স্মরণের ছত্রছায়াতে থাকো। স্মরণই হলো ছত্রছায়া। তো সদাকালের জন্য ছত্রছায়ার নীচে থাকতে জানো? কখনো কখনো-র জন্য নয়, সদা। অবিনাশী বাবা আছেন না! তো উত্তরাধিকারও সদাকালের জন্যই নিতে হবে। সদা খুশীতে থাকা। ছত্রছায়া অর্থাৎ খুশীতে থাকা। নিশ্চিত থাকবে যে। সব চিন্তা বাবাকে দিয়েছো নাকি একটি-দুটি যত্ন করে রেখে দিয়েছো? কী করবো...কীভাবে করবো...এই সব শব্দ হলো চিন্তার। যে নিশ্চিত থাকবে তার বোল সদা বিজয়ের হয়ে থাকে। 'কী', 'কীভাবে'র হবে না। তো সর্বদা এটা স্মরণে রাখো যে, আমরা সবাই বাবার ছত্রছায়ায় রয়েছি। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই না। সংকল্পেও যদি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকবে, তবে ভেঙে চূরচূর হয়ে যাবে। তোমরা তো হলে অমর, তাই তো? অমর হয়ে গেছি - এই স্মৃতি সদাই নিজেকেও আর অন্যকেও নিশ্চিত বানাতে থাকবে। সদা খুশীতে এই গীত গাইতে থাকবে - যা পাওয়ার ছিল পেয়ে গেছি। বাবার বাচ্চা হয়ে যাওয়া মানেই পেয়ে যাওয়া। বাচ্চা হয়েছো অর্থাৎ পেয়ে গেছো। আচ্ছা!

বরদান:-

সকল আধ্যাত্মিক (রুহানী) সম্পদে (খাজানা) সম্পন্ন হয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকা অলরাউন্ড সেবাধারী ভব অলরাউন্ড সেবাধারী অর্থাৎ মাস্টার সুখ দাতা, মাস্টার শান্তি দাতা, মাস্টার জ্ঞান দাতা। দাতা সদা সম্পন্ন মূর্তি হয়ে থাকে। সে নিজে যেমন হবে, অন্যকেও সেই রকমই বানাবে। রুহানী সেবাধারী অর্থাৎ এভাররেডি আর অলরাউন্ড। অলরাউন্ডার সেই হতে পারে যে সম্পন্ন হবে। যে সম্পন্ন হবে সে নিজেও সন্তুষ্ট থাকবে আর সকলকেও সন্তুষ্ট করবে। যে কোনো প্রকারের অপ্রাপ্তি অসন্তুষ্টতার জন্ম দেয়। সন্তুষ্ট

থাকা আর সন্তুষ্ট করার বিধি হলো সম্পন্ন আর দাতা হওয়া ।

স্লোগান:- শুভ ভাবনা, শুভ কামনার গোল্ডেন গিফট সাথে থাকলে তবে যে কোনো আত্মাকে পরিবর্তন করতে পারবে।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় অনুভব করুন যে, জ্ঞান সূর্য সর্বশক্তিবান পরমাত্মার কিরণ আমার উপরে পড়ছে আর আমার থেকে সমগ্র জগৎ সংসারে যাচ্ছে, যার দ্বারা বিশ্ব সংসারে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য-পিতার সঙ্গে সৎ(সততার সঙ্গে) হয়ে থাকো তবেই প্রতিটি পদক্ষেপে পদমণ্ডল উপার্জন জমা হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ প্রাপ্তি ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করাতে পারেনা ?

*উত্তরঃ - মানুষ চায় যে আমরা যেন সুখ শান্তি পাই। শান্তি পাওয়া যায় মুক্তিধামে আর সুখ প্রাপ্ত হয় জীবনমুক্তিতে। সেইজন্য মুক্তি আর জীবনমুক্তি এই দুটি জিনিসের প্রাপ্তিই ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করাতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের এখন এইরকম ইতস্ততঃ বিচরণ করে বেড়ানো আত্মাদের উপর করুণা আসা উচিত। বেচারারা, পথ খুঁজছে, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের পথ দেখাতে হবে।

*গীতঃ- ন্যায়ের এই পথে বাচ্চারা দেখাও চলে....

ওম্ শান্তি । এই গানও বাচ্চাদের জন্য কারণ সত্যতার পথে সত্য-পিতার ডাইরেকশন মতো বাচ্চারা চলে। তারপর কেউ তো ভালোভাবেই চলে, কেউ আবার চলেও না। যে চলবে সে-ই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। যে চলবে না সে উচ্চপদ পেতে পারবে না। বাবা বা প্রিয়তমের সাথে সৎ হয়ে থাকতে হবে। কারণ ওঁনার থেকে সত্য-মত (শ্রীমৎ) পাওয়া যায়। অন্যরা সকলেই অসত্য-মত দিয়ে থাকে। মানুষ মানুষকে সব অসত্য মত-ই দিয়ে থাকে। গায়ন করা হয়েছে -- মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া.... এখানে তো মিথ্যাই মিথ্যা রয়েছে। সত্যথন্ডে অসত্যতা থাকে না। যে সত্যথন্ডের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। নাহলে তো সত্যথণ্ডে এত (উচ্চ) পদ পেতে পারবে না। আচ্ছা, এ তো হলো বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে সাবধানতা।

এখন বাচ্চাদের কাউকে বোঝানোর কৌশলও শিখতে হবে যে অবুঝকে (অবোধ) কীভাবে বোঝাবো। অবুঝ কেন বলা হয়? কারণ মানুষের বোধ নেই। বলে তো থাকে যে মানুষ সৃষ্টির রচনাকার হলেন পরমাত্মা, তাহলে তিনি হলেন রচয়িতা। কিন্তু রচনার আবার এ কথা জানা নেই যে আমাদের রচয়িতা কে? ভক্তি ইত্যাদি করে থাকে - শান্তি অথবা সুখের জন্য। আমি তুমিও তেমনই করতাম, যখন বাবাকে পাইনি। কৃষ্ণের ভজনা করে, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁকে মানানোর (তুষ্ট করার) জন্য সাধনা করে থাকে, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কি চাইবে? কিছুই জানা থাকে না। আমাদের রচনাকার কে? কিছুই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে যতক্ষণ পর্যন্ত বাবাকে পাইনি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনেক প্রকারের সাধনা, ভক্তি করে এসেছি। করতে করতে রেজাল্ট কি হয়েছে? কিছুই না। সৃষ্টিকে তো তমোপ্রধান হতেই হবে। তারপর এত যে সাধনা করা হয় তার দ্বারা কিছু পাওয়া যায় কি যায় না ! সেই বিচারও করা হয় না। এখন বোঝে, কিছুই পাওয়া যায় না। আমাদের চাই কি ? সেও কারোর বুদ্ধিতে থাকে না। সন্ন্যাসীরা বলবে, নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য আমরা সাধনা করে থাকি। কিন্তু সে তো যার রাস্তা জানা আছে, গিয়ে ফিরে এসেছে তবেই তো রাস্তা বলতে পারবে আর কেউ তো রাস্তা বলে দিতে পারবে না। যারা আসে তাদের পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত পুনর্জন্ম নিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যায় অথবা সৃষ্টিকর্ষী বৃষ্ণ জরাজীর্ণ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সকলকে থাকতে হবে। মানুষ অনেকের ক্ষেত্রে মনে করে, অমূকের জ্যোতি জ্যোতিতে (মহাজ্যোতিতে) বিলিন হয়ে গেছে, বৈকুণ্ঠ-নিবাসী হয়ে গেছে অথবা স্বর্গে চলে গেছে। বাস্তবে এখন তো কেউই স্বর্গে পদার্পণ করতে পারে না। স্বর্গ কোথায়, নির্বাণধাম কোথায়, সেখানে কি হয়, সেখানে গিয়ে পুনরায় কখন আসতে হয় ! কিছুই জানে না। তোমরা সব কিছুই জানো পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমে। কেউ এলে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তোমরা কি চাও? যখন গুরু করো তখন হৃদয়ে(মনে) কি ইচ্ছা রাখো? বাস্তবে তাদের ইচ্ছাকে তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা জানো। কি ইচ্ছা রাখা উচিত, কোন্ বিষয়ক ইচ্ছা রাখা উচিত - সেও কেউ জানে না। এখানে কিছুই ভালো লাগেনা, তাই এখান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধনা করে থাকে। এখন যাওয়ার জন্য ধাম হলো দুটি। নির্বাণধাম, ওটা হলো শান্তিধাম। ওখানে আত্মারা বসবাস করে। তোমরা কি সেই ধামে যেতে চাও ? বাচ্চারা, তোমাদের করুণা হওয়া উচিত ! বেচারারা-রা বিভ্রান্ত হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকে। পথ কেউ জানেই না। গাইড হলেন একজনই। সকলকে দুঃখধাম থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাওয়া অথবা জীবনমুক্ত করা উনি হলেনই একজন (অদ্বিতীয়)। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত কারোরই মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হতে পারে না। স্বর্গে সুখ এবং শান্তি দুই-ই রয়েছে। শান্তি কেন বলা হয়ে থাকে ? ওখানে লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদি হয় না। এছাড়া আসল শান্তিধাম তো রয়েছে নির্বাণধামে। যেখানে সকল আত্মারাই শান্ত থাকে, তারপর আত্মা যখন অরগ্যান্স(কর্মেন্দ্রিয়) পায় তখন বলে। ওখানে সুখ শান্তি দুই-ই রয়েছে। সুখ হয় সম্পদের দ্বারা। ওখানে (সত্যযুগে) প্রচুর সম্পদ থাকে। এখানে সম্পত্তি থাকে না

তখন মানুষ বেচারার রুটির টুকরোও মুশকিলই খেতে পারে। সম্পত্তি আছে তো এরোপ্লেন, বড় বড় অট্টালিকা ইত্যাদি সব বিলাসিতাই (বৈভব) আছে। সেইজন্য সম্পত্তিও চাই, তারপর আবার শান্তিও চাই। নিরোগ শরীরও চাই। এইসব দিয়ে থাকেন বাবা। বোঝানো হয়ে থাকে যে এই কলযুগ হলো দুঃখধাম। নতুন দুনিয়া হলো সুখধাম। সেখানে দুঃখ থাকে না। পবিত্রতা সুখ শান্তি সবই রয়েছে। দ্বিতীয় হলো মুক্তিধাম, সেখানে কেউ সদাকালের জন্য থাকতে পারে না। পুনর্জন্ম নিয়ে অবশ্যই ভূমিকা পালন করতে হবে। পরমধামে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভূমিকা পালন করতে আসে। প্রকৃত সুইট হোমকে স্মরণ করে, নাটকের সব সময় নম্বরের সীমা থাকে। অমুক নাটকে এতজন অ্যাক্টর রয়েছে, এ হলো অনাদি পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। সংখ্যা সীমিত, ভারতে ৩৩ কোটি দেবতাদের সীমা রয়েছে। এই সময় তো প্রচুর কনভার্ট হয়ে গেছে। তাহলে প্রথম-প্রথম যারা আসবে তখন তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে হৃদয়ে(মনে) কি আশা রয়েছে? কি চাও? দর্শনে তো কোনো লাভ নেই। গুরুর কাছে কোনো আশা নিয়ে যায়। এক তো আশা থাকে যে কিছু প্রাপ্ত হোক। আশীর্বাদ করুক, আমরা অনেক কিছুতে জয়লাভ করি, কেউ বলে -- আমাদের এমন রাস্তা বলে দাও যাতে আমরা সর্বদাই শান্তিতে থাকি। মন অত্যন্ত চঞ্চল। বলা, শান্তি তো পাওয়া যাবে পরমধামে। এক হলো শান্তিধাম, দ্বিতীয় হলো সুখধাম, তৃতীয় হলো দুঃখধাম। তোমরা কি চাও? তারপর আমরা বলে দেবো যে এই সাধনা অথবা পুরুষার্থ করো। সাধনা অথবা পুরুষার্থ হলো একটি কথা। ভক্তরা সাধনা করে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য অথবা পুনরায় পরমধামে যাওয়ার জন্য। মোক্ষ (মুক্তি) তো কেউ পেতে পারেনা। এই হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। সন্ন্যাসীদের পুনরায় নিজেদের সন্ন্যাস ধর্মে আসতেই হবে। খ্রীস্টান ধর্ম থ্রাইস্টের দ্বারা পুনরায় অবশ্যই স্থাপিত হবে। সত্যযুগ, নতুন দুনিয়ায় পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবই রয়েছে, তাকে বলা হয়ে থাকে সুখ-ধাম, শিবালয়। এ হলো বেশ্যালয়। তোমরা কি চাও ? শান্তি চাও কি ? সে তো শান্তিধামেই পাওয়া যাবে। সেও ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ সুখধামবাসীদের অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের ভূমিকা(পার্ট) রয়েছে। তারপরে তো সকলকেই নম্বরের অনুক্রমে ভূমিকা পালনে আসতে হবে। তোমরাও পুরুষার্থ করলে তখন বৈকুণ্ঠে যাবে। ভারত বৈকুণ্ঠ ছিল, তাদের প্রলুব্ধ করা উচিত। উত্তরাধিকার বাবার থেকেই পাওয়া যায়। তিনিই এসে বাম্বাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাবা-ই না থাকলে বাম্বারা চিনবে কীভাবে ? এইরকম তো হয় না যে বুঝে থাকে, যে আমরা হলাম ভগবানের সন্তান। যদি এইরকম বলে তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করবো যে -- বলা, ভগবান কি রচনা করে থাকেন? তিনি তো স্বর্গ রচনা করেন। তাহলে তোমরা কেন নরকে ধাক্কা খেতে থাকো ! তারপর ৮৪ জন্মকে বলতে হবে। ঈশ্বর তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন নরকে এসে পড়েছো। এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা এ'কথা জানো না আমি বলে দিই। তোমরা প্রথমে স্বর্গে ছিলে তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করেছো। এখন পুনরায় বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করো। পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। সন্ন্যাসীদের-কেও বোঝাতে হবে, তোমাদের হলো হঠযোগ। এ হলো রাজযোগ। গৃহস্থী জীবনে থেকেও পদ্মফুলের মতন হয়ে থাকতে হবে। এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ। তোমাদের পৃথকীকরণের (ত্যাগের) পথই সম্পূর্ণ আলাদারকমের। এই প্রবৃত্তি মার্গ হলো জীবনমুক্তির পাওয়ার জন্য। আমাদেরকেও বাবাই বলেছেন। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তবেই অগ্নিমে যেমন মতি তেমনি গতি হয়ে যাবে। বিকর্মের বোঝা তখনই বিনাশ হবে যখন বাবাকে স্মরণ করবে। এই দুই স্থান রয়েছে যেখানে সুখ-শান্তি পাওয়া যেতে পারে। তোমাদের কি চাই? তোমরা কি স্বর্গে যেতে চাও?

গাওয়া হয়ে থাকে, তোমরা হলে মাতা পিতা.... তোমাদের যদি অগাধ সুখ চাই তাহলে গৃহস্থী জীবনে থেকে রাজযোগ শেখো। পবিত্রও থাকতে হবে। তারপর এই দুটোকে গ্রহণ করে নিয়ে যে চলেবে। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। স্বর্গের মালিক হওয়ার অধিকারী না হলে তখন থোড়াই ঝুলে থাকবে নাকি ! বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে আর পবিত্র থাকতে হবে। একজন সন্ন্যাসী লিখেছে আমি সাধু কিন্তু সম্পূর্ণ রাস্তা আমার জানা নেই। শুনেছি তোমাদের দ্বারা মার্গ প্রাপ্ত হয়। এখন কি করবো ? আমি তোমাদের হয়ে গেলে তখন ফলোয়ার্স (শিষ্য) সহ চলে আসবো। কিন্তু এইরকমভাবে কেউ আসতে পারে না। তারা মনে করে ফলোয়ারদের (শিষ্যদের) আমরা যা বলবো তাই মানবে। কিন্তু এমন তো করবে না। বি.কে-দের নাম শুনে বলবে, এনাকে জাদু করা হয়েছে। হ্যাঁ, কেউ কেউ বেরিয়েও আসবে, কিন্তু আমরা কোনো সন্ন্যাসীর আশ্রমকে হাত করে (দখল) নিই না। মনে করো কেউ যদি বোঝে যে এই মার্গ ভালো, তাহলে কি আমরা তার আশ্রমের দেখাশোনা করবো নাকি? হ্যাঁ, কন্যারা গিয়ে ভাষণ দেবে আর যদি পছন্দ হয় তাহলে থাকবে। এছাড়া আশ্রমের আমরা কি করবো? লিখেছে, আমরা এসে কিছু শিক্ষা পেতে পারি? সেইজন্য তাদের লেখাতে হবে, তোমরা সাধনা করো কোথায় যাওয়ার জন্য? কোন্ এইম অবজেক্টের (লক্ষ্য) দ্বারা? কার সাথে মিলিত হতে চাও? কোথায় যেতে চাও? তোমরা তো হলে হঠযোগী সন্ন্যাসী, আমাদের হলো রাজযোগ। এর শিক্ষাদাতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। এই কলিযুগ হলো দুঃখধাম, সত্যযুগ হলো সুখধাম। কলিযুগে দেখো অনেক-অনেক ধর্ম রয়েছে, কত লড়াই-ঝগড়া হয়। সত্যযুগে রয়েছে এক ধর্ম। ওটা হলো সত্যপ্রধান দুনিয়া। যেমন রাজারানী তেমনই প্রজা, সত্যপ্রধান। এখানে হলো

যেমন রাজা রানী তেমনই প্রজা, তমোপ্রধান। এ হলো কাঁটার জঙ্গল, সেটা হলো ফুলের বাগান। তাহলে মার্গ হলোই দুটি। হঠযোগ আর রাজযোগ। এই রাজযোগ হলো স্বর্গের জন্য। রাজার-রাজা স্বর্গে হবে। স্বর্গ স্থাপনাকারী হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিই রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। সন্ন্যাসীরা বলে যে আমরা সন্ন্যাসেই রয়েছে সেজন্য জ্ঞান গ্রহণ করতে পারি না। গৃহস্থী জীবনে থাকতে হবে। এ হলো একটা ল', যা ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। এরপর এদেরও কল্যাণ করতে হবে। প্রথমে তোমরা ভালোভাবে বোঝো তারপর চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম। তোমরা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। যদি বাল-ব্রহ্মচারী হয় তাহলে মাতা-পিতাকে ত্যাগ করেছে, তাদেরকেও এরপর বোঝাতে হবে। নিয়মকানুন তো প্রথমে বোঝাতে হবে।

পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে তৈরি করা এ তো বাবার-ই কাজ। বাবাকে পরমধাম থেকে আসতে হয়। তিনি হলেন পতিতদের পবিত্র, নরককে স্বর্গে পরিণতকারী। স্বর্গে থাকেই দেবী-দেবতারা। বাকি সকলে নির্বাণধামে থাকে। সকলকে সুখ-শান্তি প্রদানকারী, তিনি হলেন একজনই। বাবা আসেনই এক ধর্মের স্থাপনা করে, বাকি সবার বিনাশ ঘটাতে এবং সকলেই পরমধামে গিয়ে নিবাস করবে। এ হলো বিনাশের সময়। সব হিসেব-পত্র পূর্ণ করে ফিরে যাবে। সকল আত্মাদেরই নিজের নিজের ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েছে। কেউ কত জন্ম, কেউ কত জন্ম ভূমিকা পালন করে থাকে। সকলকে তমোপ্রধান হতেই হবে। এছাড়া কেউ ফিরে যেতে পারে না। আর না মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। বাকি রইলো মুক্তি-জীবনমুক্তি, আমরা জীবনমুক্তির জন্য পুরুষার্থ করে থাকি। এরমধ্যে মুক্তিও চলে আসে। আত্মা, তুমি যদি মুক্তি চাও তাহলে বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আর তুমি বাবার কাছে চলে যাবে। এই একটিই রাস্তা স্বয়ং বাবা-ই বলে দেন আর স্বদর্শন-চক্রও ঘোরাতে থাকবে। পড়াশোনা করতে থাকলে স্বর্গে চলে আসবে। তাহলে সন্ন্যাসীদেরও পুনরায় গৃহস্থী-জীবনে যেতে হবে, সাহস থাকা চাই। একটি জ্ঞানেশ্বর গীতা রয়েছে, যেখানে এ'কথা লেখা রয়েছে, বলেছে একটি বাচ্চার জন্ম দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নাও তবেই কুলের বৃদ্ধি হবে। তাহলে তো কেউই বাল-ব্রহ্মচারী হতে পারবেনা। বাল-ব্রহ্মচারী ভীষ্ম পিতামহের তো অনেক মান। কিন্তু মানুষ তো একে-অপরের উপরে বিশ্বাসও করে না। মনে করে গৃহস্থে থাকে আর বিকারে যায় না, এটা হতে পারে না। কিন্তু তাদের সর্বশক্তিমান ভগবানের সহযোগ খোড়াই রয়েছে ! না কারোর মধ্যে রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের স্থাপনা করার শক্তি রয়েছে। সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখে নিয়ে যাওয়া, তা পরমাত্মা ব্যতীত কেউ করতে পারে না। দুটি দরজার চাবিই বাবার কাছে রয়েছে। স্বর্গের ফটক (দরজা) খুললে তখন মুক্তিরও খোলে। মুক্তিতে যাওয়া ব্যতীত স্বর্গে কীভাবে যাওয়া যাবে। দুটি গেটই একত্রে খোলে। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মুক্তির জন্য বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে আর জীবনমুক্তির জন্য স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে।

২) দয়াময় হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোদের (আত্মাদের) ঘরের রাস্তা বলে দিতে হবে। প্রত্যেককে বাবার থেকে মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাতে হবে।

বরদান:- আত্মিক ভাব-এ (রুহানীয়তে) থেকে স্বমানের সিটে উপবেশনকারী সদা সুখী, সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ ভব প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যেই কোনো না কোনো গুণের বিশেষত্ব রয়েছে। সকলেই হলো বিশেষ, গুণবান, মহান, মাস্টার সর্বশক্তিমান -- এই রুহানী (আত্মিক) নেশা সদা স্মৃতিতে থাকলে, তাকেই বলা হয় স্ব-মান। এই স্বমানে অভিমান আসতে পারে না। অভিমানের আসন হলো কাঁটার আসন, সেইজন্য ওই আসনে বসার প্রচেষ্টা করো না। আত্মিক ভাব-এ থেকে স্বমানের আসনে বসে পড়ো তবেই সদা সুখী, সদাশ্রেষ্ঠ, সদা সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপের অনুভব করতে থাকবে।

স্নোগান:- নিজের শুভ ভাবনার দ্বারা সকল আত্মাকে দুয়া (আশীর্বাদ) প্রদানকারী এবং ক্ষমা দানকারীই হলো কল্যাণকারী।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভগবান এসেছেন সব ভক্তদের ভক্তির ফল, মুক্তি-জীবনমুক্তির ঠিকানা দেখাতে। তোমরা ভক্ত থেকে এখন উত্তরাধিকারী (বাচ্চা) হয়েছে।"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কোন্ স্মৃতিতে থাকলে অন্তরে খুশির ঢোল-করতাল বাজতে থাকবে?

*উত্তরঃ - সবসময় এই স্মৃতি যেন থাকে যে অতি প্রিয় বাবা এসেছেন আমাদের বিশ্বের মালিক, রাজারও রাজা করে তুলতে। আমরা এখন সূর্য বংশী রাজা রাণী হতে চলেছি। বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য এভার হেল্দি, ওয়েল্ডি বানাচ্ছেন। আমাদের সত্যযুগী রাজ্যে সব জিনিসই ফার্স্টক্লাস হবে। তত্ত্বও সত্যোপস্থান হবে। আত্মা এবং শরীর দুই-ই সুন্দর ফুলের মতো হবে। এই স্মৃতিতেই অন্তরে খুশির ঢোল-করতাল বাজতে থাকবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন পরমধাম নিবাসী। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের বলেন যে এখন তোমরা ভক্ত নও। এখন তোমরা ভগবানের সন্তান হয়েছে। ভক্ত, ভগবানকে খুঁজতেই থাকে। ভক্তকে ভগবান বলতে পারো না। ভক্ত অনেক, ভগবান এক। ভক্তরা যখন মানুষ তখন ভগবানকেও নিশ্চয়ই মানুষের রূপে আসতে হবে। কথিত আছে যে ঘরে বসে আসেন। কার ঘরে আসেন? মানুষের ঘরে। ভগবানকে নিশ্চয়ই মানুষ রূপ গ্রহণ করতে হবে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন অদ্বিতীয়, ভক্ত অনেক। সমস্ত মানুষ এই সময় ভক্ত, ভগবানকে স্মরণ করে। ওরা মনে করে কোনো সময় ভগবানকে অবশ্যই আসতে হবে। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা নিশ্চয়ই একজনই হবেন, তাই না ! অনেক তো হতে পারে না। ভগবান এসে মানুষ রূপে ভক্তদের বোঝান। অর্ধেক কল্প তো আমাকে স্মরণ করো। ড্রামা অনুসারে ভক্তি মার্গে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তারপর আমি ভগবান মানুষের রূপ ধারণ করে ভক্তদের কাছে আসি। ভক্তরা মানুষ সুতরাং আমাকেও মানুষের সাথে মিলিত হতে হবে। অবশ্যই মানুষের রূপ ধারণ করতে হবে, কোনো কচ্ছ মচ্ছ নয়। বাবা বলেন আমি এসে বাচ্চাদের কাছে নিজের পরিচয় দিই। কেউ-ই আমার পার কেউই পায় না। সেইজন্যই আমি নিজে এসে তোমাদের আমার পরিচয় দিয়ে বলি যে আমি এসেছি। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা মানুষ শরীর নিয়ে আসেন (মানুষ শরীরে প্রবেশ করেন)। তিনি সেটাও বুঝিয়ে বলেন যে আমি কোনো ভক্তের শরীরে প্রবেশ করি। এই ব্রহ্মা হলেন সবচেয়ে বড় ভক্ত। একজন ভক্ত নয়। যত পুরানো ভক্ত আছে তাদের হিসেব তিনি তোমাদের কাছে বলেন। প্রাচীন দেবী-দেবতা যারা সত্যযুগের আদিতে ছিল, তারাই ভক্তি মার্গে যখন আসে তখন ভক্তি শুরু করে দেয়। সুতরাং ওরাই হলো সবচেয়ে পুরানো ভক্ত। ওরাই সম্পূর্ণ রূপে ভক্তি করেছে। তারাই আবার এসেছে ভগবানের সাথে মিলিত হয়ে দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করার জন্য। তারপর তারা সামনে এসে মিলিত হয়। তোমরা জানো আমরা ভক্ত ছিলাম, এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া ভক্ত। ভগবান এসেছেন ভক্তদের রক্ষা করতে, কেননা ভক্তরা খুব দুঃখী। ভক্তদের জানা নেই যে শান্তি আর সুখ কোথায় থাকে? ভগবান এসে বোঝান আমি যখন আসি বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসি। অসীম জগতের পিতা নিশ্চয়ই অসীমিত উপহার নিয়ে আসবেন। এখন তোমরা বুঝেছে যে আমরা ভক্ত নই। ভগবান এসে তাঁর উত্তরাধিকারী করেছেন। ভক্তরা উত্তরাধিকারী হয় না। ওরা এমন মনে করে না যে আমরা ভগবানের সন্তান। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। ওরা তো সর্বব্যাপী বলে থাকে, সুতরাং ভগবান কোথা থেকে আসবেন। এখন তোমাদের উত্তরাধিকার অবশ্যই চাই আর সেইজন্য আমাকে স্মরণ করে থাকো। উত্তরাধিকারও ফার্স্টক্লাস চাই। সেকেন্ড, থার্ড ক্লাস নয়। সব ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে ওঁনার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু জানে না যে কীভাবে ওঁনার কাছে পৌঁছাবে। তাই ভগবানকেই আসতে হয়। তিনি শিক্ষাও প্রদান করেন, তোমরা জানো ভগবান এসেছেন সকলের ভক্তির ফল প্রদান করতে বা সুখী করতে। ভগবানকে এই সময়েই আসতে হয়। তিনি হলেন রুহানী পান্ডা। বাস্তবে মানুষের সত্যিকারের তীর্থ হলো মুক্তি আর জীবনমুক্তি ধাম। স্বর্গ নিবাসী দেবী-দেবতাদের জড় চিত্র এখানে আছে। ঐ জড় চিত্রদের কাছে মানুষ যায় তীর্থযাত্রা করতে, ওটা হলো শারীরিক যাত্রা। দিলওয়ারা মন্দিরে বা জগৎ অস্থার কাছে যাত্রা করতে যায়, ওটা হলো ভক্তি। ভগবান এসে এসব যাত্রার ধাক্কা থেকে মুক্ত করেন। ভক্ত ভগবানের সাথে মিলিত হলে ভগবানও ভক্তির দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেন। বাবা বলেন সব ধর্মের সমস্ত মানুষদের সঠিক গন্তব্য দেখাতে এসেছি। প্রকৃত ঠিকানা হলো মুক্তি জীবনমুক্তি ধাম। সবাইকে নিজের ধাম বা স্বর্গ ধামে নিয়ে যান। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। আত্মা চায় ভগবানের কাছে যেতে। স্মরণ কে করে? আত্মা স্মরণ করে এই অরগ্যান্স দিয়ে। বাবা বলেন এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রবাহ হতেই থাকে। পূর্বের মতোই ড্রামা অনুসারে বাবা এসেছেন। বাচ্চাদের রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যাবেন। তিনি গাইড হয়ে এসেছেন।

তোমাদের রুহানী তীর্থ যাত্রায় যেখানে যেতে হবে, সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে না। এখানে তো অল্প সময়ের জন্য শারীরিক তীর্থ যাত্রা করে থাকে। এই জড় তীর্থ যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তোমরা সবাই তীর্থে যাও। প্রকৃত তীর্থ একটিই, তা হলো মুক্তিধাম, দ্বিতীয় হলো জীবনমুক্তি ধাম। জাগতিক তীর্থে যাওয়ার জন্য ভক্তরা শারীরিক তীর্থ করতেই থাকে। পূর্বের মতোই শারীরিক তীর্থ জন্ম-জন্মান্তর ধরে করার পর পুনরায় সেটা ছেড়ে দিয়ে আমরা রুহানী তীর্থ করতে চলে যাব, তারপর এই মৃত্যুলোকে আসতেই হবে না। মুক্তিধামে গিয়ে বসবো, তখন আসা - যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর স্বর্গে চলে গেলে ওখানে আসা-যাওয়া চলতে থাকবে। আমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাব। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের স্বর্গ বাসী বানাচ্ছেন। আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। দুনিয়াতে তো কারো জানাই নেই, সম্পূর্ণ বুদ্ধ (বোকা)। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কোনো লাভ হয় না। এখনকার সময়ের সাথে তুলনা করে তো এটাই বলবেন। অল্প সময়ের জন্য সুখকে সাময়িকই বলা হবে। বেশি মিষ্টি আর অল্প মিষ্টির মধ্যে পার্থক্য তো হবেই তাইনা।

এখন তোমরা বুঝেছো যে, আমরা সূর্য বংশী রাজা রানী হচ্ছি। মানুষ আশা করে অনেক ধনবান হওয়ার। সম্পত্তি তো অবশ্যই প্রয়োজন তবেই তো সুখ অনুভব হবে। সম্পত্তির সাথে হেল্‌থও প্রয়োজন। হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ দুটো থাকলে তবেই অনেক সুখ থাকে। এই দুনিয়াতে হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ দুটো পাওয়া যাবে না। এক জন্মের জন্য একজন মানুষের কাছে এই দুটোই একসাথে থাকতে পারে না। ওখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য হেল্‌দী, ওয়েল্‌দী থাকো। ওখানে প্রতিটি জিনিসই খুব সম্ভা হবে। পয়সার কোনো দরকার নেই। পয়সার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করবে এবং জিনিসও ফার্স্টক্লাস হবে। তত্ত্বও সেখানে সত্যপ্রধান হয়ে উঠবে এবং সেই তত্ত্ব থেকে উৎপাদিত সবকিছুই ভালো হবে। খেতেও খুব মজা হবে। তোমাদের অন্তরে এখন ঢোল-করতাল বাজা উচিত। মোস্ট বিলভেড (অতি প্রিয়) বাবা এসেছেন। তিনি বলেন আমি তোমাদের অতি প্রিয় বাবা। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা আমাকে স্মরণ করেছো। নিশ্চয়ই আমি বিলাভেড, তবেই তো আমাকে স্মরণ করতে তাইনা। মানুষের তো কিছুই জানা নেই। বাবা আমাদের রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক, বিশ্বের মালিক করে তোলেন। দেবী-দেবতারা বিশ্বের মালিক, তাই না ! কিন্তু তাদের উপরেও মিথ্যা কলঙ্ক ছোটবেলা থেকেই লাগানো হয়েছে। কত মিথ্যা কথা আরোপ করা হয়েছে। মায়া ১০০% অবিবেচক বুদ্ধি করে তোলে। এটাও ড্রামার খেলা। সুতরাং এখন মোস্ট বিলভেড বাবা বলছেন সম্পূর্ণ রূপে আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। সুন্দর সুন্দর ফুল হয়ে ওঠো। আত্মা গুলগুল হলে শরীরও তেমনই সুন্দর পাবে। স্বমেব মাতাশচ পিতা... এটা কার মহিমা করা হয়? কুকুর বিড়াল সবকিছুর মধ্যেই যদি ঈশ্বর থাকে তবে কি ওদের বলবে মাতা-পিতা? মানুষের বুদ্ধি কি হয়ে গেছে! ওরা কত জাঁকজমক দেখায়। একে বলে মায়ার জৌলুস (পাম্প)। রাবণ রাজ্যে মানুষের কত নেশা। জানে না কিছুই। তোমাদের মধ্যেও যে খুব ভালো জ্ঞান ধারণ করে, তারই নেশা (ঈশ্বরীয়) বুদ্ধি পায়। জ্ঞানের ধারণা না থাকলে চেহারা যদিও মানুষের মতো কিন্তু আচরণ বাঁদরের মতো। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছ আমরা শ্রীমতে চলে ভারতের মানুষকে শ্রেষ্ঠ দৈবীগুণ ধারণকারী করে তুলি অর্থাৎ আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠ দৈবী রাজস্থান গড়ে তুলি। যার মধ্যে এই নেশা থাকবে সেই এমন বলবে। কোথাও ভাষণ দিলে বলো আমরা শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মতে চলি। ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, আমরা ঔনার মতে চলছি। যাদব আর কৌরব চলে রাবণের মতে আর আমরা পান্ডব ভগবানের শ্রীমতে চলি। জয়ও আমাদের হয়। শ্রী কৃষ্ণ কোনো স্বর্গ স্থাপন করে না। ভগবান বাবাই স্থাপন করেন। আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠ করে তুলি আর কেউই এমন বলতে পারে না যে আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলি। তবে হ্যাঁ ওরা বলবে ঈশ্বরের প্রেরণাতে করছি। বাবা বলেন আমি এই শরীরে এসে মত দিই। এতে প্রেরণার কোনো বিষয় নেই। সুতরাং প্রথমে নিরাকারের মহিমা করা উচিত। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। ঔনার মতে আমরা চলি। তিনি আমাদের পিতা, পরমধামে থাকেন। তিনি স্বর্গের রচয়িতা, যে জানবে সেই তাঁর মহিমা করবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে পবিত্র করার জন্য তো একজনই প্রয়োজন। থোড়াই অনেক প্রয়োজন। সুতরাং আমরা ছাড়া বাকি সবাই রাবণের মতে চলে। আমরা শ্রীমতের দ্বারা ভারতকে পুনরায় দৈবী রাজস্থান করে তুলছি। এই অনেক ধর্ম সব বিনাশ হয়ে যাবে। আমরা যারা বি.কে. আমরা সবাই এটা প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করেছি। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। তোমরাও সন্তান, কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি এখন আছি। এরপর ভক্তি মার্গে গাওয়া হবে – পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেছিলেন। ওরা মনে করে হয়তো হঠাৎ করে দেবতা হয়ে গেছে। কিন্তু না, ব্রহ্মার দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা করা হয় তারপর বর্ণে নিয়ে আসেন। কাহিনী শুনিয়া বা নাটক করে কোনো লাভ নেই। শুধুমাত্র বাবার শিক্ষা সম্পর্কেই বলা উচিত। বাবা আমাদের কি বলেন? হে মিষ্টি বাচ্চারা, হে আত্মারা.... প্রতিটি সন্তান বলা উচিত, আমরা শ্রীমতে চলছি – দেবতা হওয়ার জন্য। তিনি আমাদের রাজযোগ শেখান। গীতার ভগবানও তিনি যিনি নিরাকার। তিনি সাকারে আসেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা বেরিয়ে আসে। আমরা হলাম বি.কে.। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মা মুখ দ্বারা রচনা করেছেন। আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র। বি.কে.দের পরিচয় দেওয়া উচিত। তোমরাও সব আত্মারা শিবের পৌত্র এবং প্রজাপিতা

ব্রহ্মার সন্তান। এখন পুনরায় এই নতুন রচনা হচ্ছে। এইভাবে বোঝাতে হবে। যাতে তারা বুঝতে পারে যে আমরাই শিবের পৌত্র ব্রহ্মার সন্তান। আমরা ঔঁনার হয়েছি সেইজন্যই আমাদের নাম ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। কল্প পূর্বেও এরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছিল। এখন আবারও ব্রাহ্মণ হয়েছে। এভাবেই যথার্থ রীতিতে চক্রের রহস্য বুদ্ধিতে বসানো উচিত। প্রথমে তো বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া উচিত। বাবা আমাদের শুনিয়েছেন, আমরা এরপর তোমাদের শোনাচ্ছি। এই ড্রামার চক্র কীভাবে ঘুরছে, চক্রবর্তী রাজা কীভাবে হতে হবে - এটাই হলো নলেজ। এর মধ্যে কোনো অস্ত্রশস্ত্র বা পাওয়ার নেই। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীকে তো অবশ্যই মানুষ জানবে তাইনা। মনুষ্য সৃষ্টির চক্র কীভাবে ঘুরছে এটা অবশ্যই জানা উচিত। আমরা বাবার কাছ থেকে শুনে চক্রবর্তী রাজা হই। তোমাদেরও অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে সুখ পেতে হলে পুরুষার্থ করো। অসীম জগতের পিতাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ঔঁনার কাছে অনন্ত সুখ পাওয়া যায়, তবে মানুষ অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করবে না কেন। লৌকিক পিতার উত্তরাধিকারে ওরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য সুখ পেয়ে থাকি। বাদবাকি সবই ভক্তি মার্গের সামগ্রী। তোমরা বলে থাকো শাস্ত্র ইত্যাদি হলো অনাদি। কিন্তু এতসব থেকেও তো এখন কলিযুগ এসেছে। দুনিয়া পতিত হয়েই চলেছে। লাভ তো কিছুই হয়নি। এখন বাবা স্বয়ং এসেছেন, আমরা ঔঁনার পৌত্র ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ। বাস্তবে তিনিও (ব্রহ্মা) তোমাদের পিতা। এইভাবে ভালো করে বোঝালে তারাও গলে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্মিক যাত্রায় তৎপর থেকে, স্মরণের দ্বারা আত্মা এবং শরীর দুই-ই গুলগুল (ফুলের মতো) করে তুলতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

২) আমরা ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় মতে ভারতকে শ্রেষ্ঠ, মানব মাত্রকেই দৈবীগুণধারী করে তোলার সেবায় নিমিত্ত রয়েছি – এই স্মৃতিতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- সূর্যমুখী ফুলের মতো জ্ঞান সূর্যের প্রকাশে আলোকোজ্জ্বল হয়ে সদা সম্মুখ আর সমীপ ভব
সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যের সকাশে সবসময় ঘিরে থাকে। এর মুখ সূর্যের দিকে থাকে, পাপড়ি গুলোও সূর্যের
কিরণের মতো বৃত্তাকারে থাকে। তেমনই যে বাচ্চা সবসময় জ্ঞান সূর্যের সমীপ আর সম্মুখে থাকে, কখনও
দূর হয় না - সে সূর্যমুখী ফুলের মতো জ্ঞান সূর্যের প্রকাশে নিজেও উজ্জ্বল হয় এবং অন্যদেরও উজ্জ্বল করে
তোলে।

স্লোগানঃ:- - সদা সাহসী হও আর সবাইকে সাহস দিতে থাকলে পরমাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হতেই থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হয়ে থাকা, এটাই হলো সব চেয়ে বড় লক্ষ্য, দেহী-অভিমানীকেই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হবে, তাদের কাছে বাবা আর পরমধাম ছাড়া আর কোন কিছুই ভালো লাগবে না"

*প্রশ্নঃ - কোন একটি ধারণার মাধ্যমে ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য সঞ্চয় হয়ে যায়?

*উত্তরঃ - শ্রীমৎ অনুযায়ী নিজের এবং অন্যের উপকার করলে তবেই হয়। উপকার সেই করতে পারে যে সম্পূর্ণরূপে দেহী-অভিমানী হতে পেরেছে, যার বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে গেছে। দেহ অভিমানে এলে অপকার হয়ে যায় আর সঞ্চিত পুঁজি সমাপ্ত হয়ে যায়। লোকসান হয়ে যায়। ক্রোধের ভূতও অপকার করিয়ে দেয়। সেইজন্যই নিজের স্বভাব অত্যন্ত মধুর করে তুলতে হবে।

*গীতঃ- কে এলো আজ আমার মনের দ্বারে.....

ওম্ শান্তি । যখন পরমাত্মা বাবা এসে জীবাত্মাদের সাথে এসে মিলিত হন, তখন জীব আত্মা ভুলে যায় যে তারা জীব। তাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে যায় যে - আমরা আত্মা এবং পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এছাড়া বাকি যা কিছু আমরা দেখি - এই দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধী ইত্যাদি এর কোনো কিছুই যেন মনে না থাকে। বাবা এখানে আসেন এইজন্যই যাতে বাচ্চাদেরকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তোমরা এ কথা শুনে চমকে ওঠো যে - এ আবার কেমন কথা। ব্রহ্মার অঙ্ককারময় রাত্রিকাল পূর্ণ হয়ে নতুন ভোরের সূচনা হয়। তখন দেহ সহ দেহের যা কিছু সম্বন্ধ রয়েছে সেসবই ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তোমরা চমকে ওঠো যে একি হলো! এই পুরানো দুনিয়া তখন আর চোখে পড়ে না। তখন শুধু বাবা আর পরমধামের কথাই ভালো লাগে। এ বড় আশ্চর্যের কথা তাই না। কিন্তু বাবাকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে না পারার জন্য, বুদ্ধিযোগ সঠিকভাবে তাঁর সাথে যুক্ত হয় না বলে, দেহ অভিমানও পুরোপুরি সমাপ্ত হয় না। তাদেরকে বানর সম্প্রদায় বলা হয়। যখন দেহী-অভিমানী হয়ে উঠতে পারে, তবেই তাকে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হয়। এই বানর সম্প্রদায় নিয়ে নারদের রূপে একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। নারদ খুব বড় ভক্ত ছিল, তাঁর হাতে থাকতো করতাল। তাঁকে বাবা দেখিয়েছিলেন যে দেখো - তুমি বানর সম্প্রদায়ের। সুতরাং দেহী অভিমানী হয়ে থাকা বড়ই কঠিন, এ হলো শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। অনেকেই পবিত্রও হয়ে থাকে। এইরকম ভালো আর খারাপ মানুষ তো থাকেই। সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে পবিত্র হয়ে থাকে। যারা ঘর সংসার ত্যাগ না করে গৃহস্থী হয়ে থাকে, তারা গিয়ে সেই সন্ন্যাসীকে নিজ গুরুপদে বরণ করে। কলিযুগী দুনিয়ার সকল মানুষই নাস্তিক নির্ধন (অনাথ) । হে ভগবান হে পরম পিতা পরমাত্মা - এ কথা বলে তারা তাঁকে আহ্বান তো করে, কিন্তু তাকে চিনতে পারে না বলে সঠিক জানেনা যে তিনি কে। আহ্বান করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন তারা বলে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাঁর আরাধনা ও বন্দনা করে, কিন্তু তাঁকে জানে না। এটি অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝার বিষয়। ভগবানুবাচ, গীতাতেও বলা হয়েছে ভগবানুবাচ - এখন এ হল আসুরিক সম্প্রদায়। ভগবান এমন কেন বললেন যে - তোমরা বানর সদৃশ? নিজের মুখ আয়নায় দেখো, ওরা ভগবানকে জানেই না, খালি খুঁজতেই থাকে। তাই মানুষেরই ভগবানকে পাওয়া উচিত । অনেক খোঁজে কিন্তু তাঁকে পায় না কিছুতেই। তাই যখন ভগবান নিজে আসেন তখন তিনি নিজের পরিচয় আমাদেরকে দেন। গীতাতে সম্পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। বলা হয় যে - আমি হলাম রুদ্র। আমি রুদ্র, এই জ্ঞানযন্তের রচনা করেছি। যদি ওরা বলে যে শ্রীকৃষ্ণ এই যন্তের রচনা করেছে তাহলে শ্রীকৃষ্ণ বলবে যে - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযন্ত - এই নামে কোনো যন্ত হয় না। বাচ্চারা, এ কথা এখন শুধুমাত্র তোমরাই জানো, বাকি সমস্ত মানুষই হলো আয়রন এজেড (লৌহযুগে)। তাদের মুখ থেকে শুধু পাথরই নির্গত হতে থাকে। মিথ্যাবাদীদের জন্য বলা হয় যে তাদের মুখ কালো হয়ে যাবে। যখন সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপনা হয় সেই সময়ে এই সৃষ্টি রজঃপ্রধান স্থিতিতে ছিল। ভারতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই পবিত্র সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপনা হয়। তাই তাদেরকে রজঃগুণী সন্ন্যাসী বলা। তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কিন্তু তা হল রজঃ গুণযুক্ত সন্ন্যাস। তা সতপ্রধান নয়। যখন ভারতে কাম বিকারের চিতায় উঠে তাতে জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে, তখন ড্রামাতে এই সন্ন্যাস ধর্মেরও পাট রয়েছে। এই সন্ন্যাস ধর্ম কে সহজ রাজযোগ বলা হয় না, কারণ এটি ভগবান শিখিয়ে দেননি । তারা তো ভগবানকে জানেই না। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে এসেছিলেন - তা অত্যন্ত বড় ভুল করা হয়েছে। বাবা বসে সেই সকল ভুলে যাওয়া মানুষদেরকে বোঝাতে থাকেন। কিন্তু এ কথা বোঝানোর জন্য অত্যন্ত রিফাইনেনেস (সূক্ষ্মতা) এর প্রয়োজন। সন্ন্যাসীরা বলেন যে - তোমরা সন্ন্যাস ধর্মের নিন্দা করো। তখন তাদেরকে বলা যে - এখানে এসে এই কথা আগে শোনো, বোঝো তারপর বলা। প্রথমে তাদেরকে বোঝাও যে তোমরা কার নিন্দা করো । পরমপিতা পরমাত্মা যিনি সকলের পিতা, গীতার ভগবান, তিনি

এই জ্ঞান আমাদেরকে শুনিয়েছেন বুঝিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ নয়। পরমপিতা পরমাত্মা এসে বলেছেন যে, এখন কলিযুগের অন্তিম সময় চলছে। এখন সমস্ত মানুষের বুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পচনশীল আসুরিক বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। এখন এখানে পতিত আসুরিক রাজত্ব চলছে। সত্যযুগে থাকবে পবিত্র দৈবী রাজত্ব। ওরা মনে করে যে, আমরাই ঈশ্বর - কিন্তু তা তো নয়। সকলের ঈশ্বর একই, যাঁকে সকলেই স্মরণ করে। এটা বোঝার বিষয়। কেউ যদি বুঝতে চায় তবেই তো বুঝবে। কিন্তু যিনি বোঝাবেন তাকেও খুব রিফাইন (পারদর্শী) হতে হবে। যার নিজের মধ্যেই ক্রোধের ভূত বিদ্যমান, সে অন্যকে কি করে কিছু বোঝাতে পারবে। ক্রোধের ভূত, মোহের ভূত, লোভের ভূত ইত্যাদি ছোট বড় নানান রকমের ভূত তো থাকেই। অনেক খারাপ অভ্যাস থেকে যায়। অনেক ভালো ভালো বাচ্চাদের দিয়েও মায়া কিছু না কিছু ভুল ব্রান্ডি করিয়ে দেয়। এই সমস্তই হল দেহ অভিমানের শয়তানি। দেহ অভিমান আসামাত্রই একদম বানরের তুল্য হয়ে যায় তারপর আর সে মন্দিরে পূজার যোগ্য হতে পারে না।

তোমরা জানো যে একমাত্র দেবী দেবতারাই মন্দিরে পূজার যোগ্য হতে পারেন। তাদের জন্যই মন্দির বানানো হয়। সত্যযুগে সমগ্র দুনিয়াকেই শিবালয় বলা হয়, কারণ সেখানে সকলেই মন্দিরে থাকেন। সমগ্র সৃষ্টিটাই মন্দিরের মতো পবিত্র হয়ে যায়। বিশ্ব শিবালয় হয়ে যায় আর সেই শিবালয়ে যথা রাজারানী তথা প্রজা, সকলেই পবিত্র হয়ে থাকে। তো যখন এ সমস্ত কাউকে বোঝাবে তখন তাকে অত্যন্ত যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। ইঁদুর তার দাঁত দিয়ে সব কেটে দেয় আর তারপর ফুঁ দিতে থাকে, তাদের মধ্যে সেটুকু বুদ্ধি রয়েছে। কোনো সাধু সন্ন্যাসী যখন আসবে, তখন প্রথমে যুক্তিসহকারে তাদের মহিমা কীর্তন করতে হবে - আসুন সন্ন্যাসী মহারাজ, আপনি অত্যন্ত মহান যে এই সন্ন্যাস ধারণ করেছেন, ঘর-সংসার ত্যাগ করেছেন। তোমরা জানো যে দুই রকমের সন্ন্যাস রয়েছে। প্রথমটি হল ঘর সংসার ত্যাগ করার সন্ন্যাস, দ্বিতীয় হল ঘর সংসার ত্যাগ না করার সন্ন্যাস। এই দ্বিতীয় সন্ন্যাস হলো - ঘর গৃহস্থের মধ্যে বসবাস করে রাজযোগ শিখে স্বর্গের মালিক হওয়া। কখনো এইরকম কথা শুনেছেন ? তখন ওরা বলবে যে এইরকম কোনো কথা তো কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দ্বাপরে বলা হয়েছে, তাহলে মানুষ বুঝবে কীভাবে ? এখন চিত্রের উপর বোঝাতে হবে। সন্ন্যাসীদের বোঝাতে হবে যে - তোমাদের সন্ন্যাস হলো ঘর সংসার ত্যাগ করার সন্ন্যাস। সকলে তো তা ত্যাগ করতে পারবে না, কারণ তারা প্রবৃত্তি মার্গ এ রয়েছে। তোমরা প্রবৃত্তিতে থেকেও ৫ বিকারের সন্ন্যাস করনি, কিন্তু আমরা তা করছি। এই কাজে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত করছি। এইভাবে ঘর গৃহস্থ থেকেও ৫ বিকারের সন্ন্যাস করার মাধ্যমে আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাব। সত্যযুগে দেবী দেবতার পবিত্র ছিল, এখন আর নেই। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ আসবে। বাবা নিজে এসে সত্যযুগের স্থাপনা করেন। প্রবৃত্তিতে থেকেও কমল পুষ্পের মত পবিত্র করে তোলেন। তোমরা বলে থাকো যে - আগুন আর তুলো একত্রে বাস করতে পারে না, কিন্তু এখানে আমরা সেটাই করে দেখাই। তোমাদের কাছে প্রাপ্তির এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য) তো কিছুই নেই। অসীমের পিতা যখন এখানে আসেন তখন পুরাতন সৃষ্টির বিনাশ হয় আর নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয়। আমরা এই জ্ঞানলাভ করে থাকি নতুন দুনিয়ার জন্য। বাবা বলেন - দেহ সহিত তোমাদের যা কিছু সম্বন্ধ ইত্যাদি আছে, সে সমস্ত ভুলে নিজেকে দেহী জেনে আমাকে স্মরণ করো। আমাদের এই রাজযোগ হল সতোপ্রধান। এখন এই সৃষ্টি তমোপ্রধান হয়ে আছে, পুনরায় এই সৃষ্টি তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে উঠবে। একে সতোপ্রধান করে তোলেন একমাত্র রচয়িতা বাবা। আমরা সেই অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে এই সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করছি। ভগবান তো এক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়। তাদের পরবর্তী শ্রেণীকে মানুষ বলা হয়। ভগবান থাকেন পরমধামে, আমরা আত্মারাও ওখানেই বাস করি। এতটা রিফাইন (সূক্ষ্ম) ভাবে বোঝাতে হবে। কিন্তু যোগ পূর্ণ না হলে ধারণা হয় না। বাবা যা বোঝাতে থাকেন তা কারোর মনে পড়ে না। যদি কোনো কোনো বাচ্চারা বলেও যে আমরা স্মরণ করি, কিন্তু বাবা তা স্বীকার করেন না। বাবা বলেন - যদি তোমরা স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত আর জ্ঞানের ধারণাও ভালোভাবে হওয়া উচিত। যদি জ্ঞান এর ধারণা হয়ে থাকে তাহলে তা অন্যকেও করতে হবে। উপকার করতে হবে। তোমরা জানো যে বাবা এসে সকলের উপকার করেন। মায়া রাবণ সকলের অপকার করে। বাবা এসে একবারই এতটা উপকার করেন যে ২১ জন্ম ধরে আমরা উপকৃত হয়ে থাকি। একে উপকার বলা অথবা কৃপাই বলা, আশীর্বাদ ইত্যাদি যাই বলে থাকো, দ্বাপর থেকে পুনরায় অকৃপা শুরু হয়ে যায়। রাবণ অপকার করে। শ্রীমৎের সাহায্যেই তোমরা অন্যের উপকার করতে পারবে। কিন্তু যদি দেহ অভিমানী হয়ে যাও তো অন্যের অপকার করা শুরু করে দেবে। উপকার করলে ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য পুঁজি সঞ্চিত হয়ে যায়। কারোর অপকার করলে যা সঞ্চিত হয়েছিল তাও সমাপ্ত হয়ে যায়। যদি উপকার করতে জানো তাহলে তা করতে হবে। যদি উপকার করতে না জানো তাহলে নিশ্চয়ই আসুরিক মতে চলে অপকারই করবে। প্রত্যেক মানুষ একে অপরের অপকার করতে থাকে। কাম বিকারের বাণ ছুঁতে থাকে। যখন কেউ বাবাকে ভুলে যায়, উপকার করা ভুলে যায় তাহলে সে অন্যের অপকারী হয়েই যায়। এক সেকেন্ডে উপকার, পরের সেকেন্ডেই পুনরায় অপকার করে ফেলে। অনেক ভালো

ভালো বাচ্চারা উপকারী ছিল। তারা উপকার করার শিক্ষা জানতো। নিজের প্রতিও উপকার করত আর অন্যদের প্রতিও উপকার করত। তারপর মায়ার চক্রবৃহৎ ফেঁসে গিয়ে ভাগলী হয়ে গেল, অপকারী হয়ে গেল। এখন তারা কত অপকার করে। মানুষ ভাবে যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছিল যার জন্য তারা বাবাকে ছেড়ে চলে গেল, তাহলে আমরা কীভাবে যাব? তারা এইরকম উল্টোপাল্টা রটনা করতে থাকে। উপকার করে যতটা নিজের জমার খাতা বৃদ্ধি করেছিল, তারপর অপকার করে নিজেই নিজের সমস্ত সঞ্চিত পুঁজি নষ্ট করে ফেলল। এইরকম অনেক ঘটেছে এবং আরো হতে থাকবে। দেখো যে উপকার করেছিল সেই দেহ অভিমানে এসে অপকারী হয়ে গেল। মানুষই মানুষের অপকার করে থাকে। যতক্ষণ না শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে, কেউ কখনো কারোর উপকার করতে পারবে না। রাবণের মত অপকার করায়। এই মুহূর্তে শ্রীমতে চলছে তো পরবর্তী মুহূর্তেই আবার রাবণের মতে চলতে শুরু করে। যেইমাত্র ক্রোধের ভূত চেপে বসলো, অমনি অপকার করে ফেলল। বাবার উপর অপকারের কলঙ্ক লাগিয়ে দেয়, নিন্দা করিয়ে দেয়। এসব দেখে বাবা কি বলবেন - ঈশ্বরের সন্তান এমন হয় কি! সে তখন বাবার হৃদয় সিংহাসনে আর স্থান পায় না। যখন কারোর ভূত ছেড়ে যায় তখন সে আবার মহিমা করতে শুরু করে। ক্রোধ অত্যন্ত ক্ষতিকারক সেই কারণেই বাবা সর্বদা বলতে থাকেন যে মিষ্টি মধুর টেম্পার (স্বভাব) যুক্ত হও। ক্রোধী টেম্পার হলো অজ্ঞানতার পরিচয়। বাবা বোঝাতে থাকেন যে, মোহ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে হবে। নষ্টমোহ হতে হতে যখন অস্তিমের সময় আসবে তখন সম্পূর্ণ হতে পারবে। এ তো একটা রেস তাই না। বাচ্চারা জানে যে মাস্টার আর বাবা প্রথমে পৌঁছে যান। সুতরাং তাঁদের মত অনুযায়ী চলে তাঁদেরকে অনুসরণ করা উচিত, সেই রকম ধারণা করতে হবে। মাতা পিতার হৃদয়ে স্থান করে নিলে তখন সিংহাসনেও বুম্বতে পারবে। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে - আমরা শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য অর্থাৎ মাতা পিতার সিংহাসনে বসার যোগ্য হয়েছি কি? যদি বুম্বতে পারো যে আমাদের মধ্যে ক্রোধ এখনও রয়েছে, তাহলে কখনও হৃদয়ে স্থান পাবে না। আর ভবিষ্যতেও মহারাজা মহারানী হতে পারবে না। প্রত্যেক কদমে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। যদি বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাও তাহলে সত্যযুগে গিয়ে চন্ডাল হবে। হুবহু পূর্বকল্প অনুযায়ী সমস্ত কথা বাবা রোজ রোজ শোনাতে থাকেন। এতে এতটুকুও পার্থক্য হতে পারে না। বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের অফুরন্ত নেশা থাকা উচিত। যারা সেবাতে যুক্ত থাকবে তাদের মধ্যে এই নেশা বিদ্যমান থাকবে। যে যেমন সেবা করে, সে সেই অনুযায়ী ফল অবশ্যই পায়। সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা হল জ্ঞান দান করা। এই সেবার মাধ্যমে বহু জনকে সুখ প্রদান করে চক্রবর্তী বানাতে হবে। অন্যদেরকে কীভাবে তৈরি করবে - সেবার এ সমস্ত যুক্তি বাবা খুব ভালো করে বলে দেন। এই সেবা যে কোনো স্থানেই হতে পারে। সেবায় ১০০ জনের মধ্যে হয়তো একজন জেগে উঠবে। এ যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ।

এমনিভাবেই রাত দিন বাবার বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে। অনেক রকমের বিচার আনাগোনা করতে থাকে। কত বাধা বিঘ্ন আসে, বিশ্বকে পবিত্র স্বর্গ করে তুলতে হবে। তার জন্য অসংখ্য সংকল্প চলতে থাকে। ভাবতে ভাবতে রাত থেকে সকাল হয়ে যায়, সেই কারণেই তো গায়ন আছে - নিদ্রাকে জয়কারী... ব্রহ্মা বাবার কখনো কখনো এ সমস্ত ভেবে ঘুমই আসত না। বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক করে তুলতে হবে, কত বড় দায়িত্ব, এত চিন্তা তাঁর থাকতো। বাচ্চারা তোমাদেরও এতটা চিন্তা থাকা উচিত যে - আমরা কতদূর পর্যন্ত শ্রীমতে চলতে পারছি। বাপদাদার সাথে সাথে আমাদেরকেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। সমগ্র পুরানো দুনিয়াকে রওনা করে দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কখনোই রাবণের মতে চলে, দেহ অভিমানে এসে বাবার অপকার করো না, নিন্দা করিও না। শ্রীমতে চলে নিজের তথা সকলের উপকার করতে হবে।

২) ক্রোধের ভূত যেন আমাদের ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ না পায়। অত্যন্ত মধুর স্বভাবের হতে হবে। যুক্তির দ্বারা সেবা করতে হবে।

বরদান:- সম্পর্কে যে আত্মারা আসে, তাদেরকে সদা সুখের অনুভূতি করিয়ে মাস্টার সুখদাতা ভব তোমরা সুখদাতার সন্তান মাস্টার সুখদাতা। সেইজন্যই সুখের খাতা জমা করতে থাকো। শুধু এটা চেক করো না যে - আজ সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিলাম না তো? বরঞ্চ এইটা চেক করো যে - কতজনকে সুখ দিতে পেরেছি? তোমাদের সম্পর্কে যেই আসুক না কেন তারা তোমাদের মাস্টার সুখদাতা স্বরূপের মাধ্যমে,

প্রত্যেক পদক্ষেপে যেন সুখের অনুভূতি করতে পারে - একেই বলা হয় দিব্যতা বা অলৌকিকতা। সর্বদা যেন এই স্মৃতি থাকে যে - এই এক জন্মে, ২১ জন্মের সঞ্চয় জমা করে নিতে হবে।

স্লোগান:- এক বাবাকেই নিজের সম্পূর্ণ জগৎ সংসার বানিয়ে নাও, তবেই অবিনাশী প্রাপ্তি হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হও, তাহলে পুরানো জগৎ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা আর নতুন জগতের সাথে সম্পর্ক জুড়বার কুশলতা এসে যাবে, এক বাবার সাথে লভ জুড়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পারলৌকিক মাতা-পিতার সাথে সর্বদা জুড়ে থাকতে পারে?

*উত্তরঃ - যে জীবিত থেকেও মরে গিয়ে ঈশ্বরীয় সার্ভিসে তৎপর থাকে। ঘর-গৃহস্থ থেকেও সকলের বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে জোড়ার সেবা করে, বাবার থেকে যে আলোক প্রাপ্ত হয়েছে তা অন্যদেরকে প্রদান করে, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য পবিত্র থাকার যুক্তি বলে দেয় - তার বুদ্ধিযোগ স্বতঃতই বাবার সাথে জুড়ে থাকে।

*গীতঃ- কে আমাদের পিতা, কে আমাদের মাতা...

ওম্ শান্তি । এই গীতের অর্থ কী? বলে যে - জগতের (লৌকিক) মাতা-পিতাকে, মিত্র সম্বন্ধীদেরকে ত্যাগ করো আর বুদ্ধির যোগ নিজের সত্যিকারের মাতা-পিতা, যিনি সৃষ্টির রচয়িতা, তার সাথে যুক্ত করো। এখানকার যে মাতা, পিতা, আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি আছে, এদের সাথে এখন সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হবে আর এক বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়তে হবে। তাঁকেও মাতা-পিতা বলা হয়। তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার... এইসব কথা এক বাবার উদ্দেশ্যেই বলা হয়, লৌকিক বাবা-মা তো সকলের আলাদা আলাদা হয়। ইনি হলেন সমগ্র ভারত তথা সমগ্র দুনিয়ার মাতা-পিতা। তো পারলৌকিক মাতা-পিতার হওয়া আর লৌকিক মাতা-পিতা, আত্মীয় পরিজনদেরকে পরিত্যাগ করা - এর জন্য দেহী-অভিমানী হওয়ার জ্ঞান চাই। যতক্ষণ দেহী-অভিমানী না হবে, ততক্ষণ এদেরকে ভুলে যাওয়া কঠিন মনে হবে। এই পুরানো জগৎ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে আর নতুন জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে - এটাই হল বিশেষত্ব। লৌকিকের এক ঘরের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, অন্য এক ঘরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা তো খুবই সহজ। প্রত্যেক জন্মেই সম্পর্ক ত্যাগ করে নতুন করে জুড়তে হয়। এক মাতা-পিতা, আত্মীয় পরিজনদেরকে ত্যাগ করে অন্য এক মাতা-পিতা, আত্মীয় পরিজনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এক শরীর ত্যাগ করলেই নতুন করে মাতা-পিতা, আত্মীয় পরিজন, গুরু ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। আর এখানে তো হল জীবিত থেকেও মরে যাওয়ার বিষয়। জীবিত থেকেও পারলৌকিক মাতা-পিতার ক্রোড়ে আসতে হবে। এই কলিযুগী জগতের মাতা-পিতা ইত্যাদি সবাইকে ভুলতে হবে। ইনি তো হলেন বাবা, তাহলে ইনি মাতা কি করে হবেন? এটা হলো গুপ্ত রহস্য। বাবা এই শরীর ধারণ করেন, তারপর এনার দ্বারাই নিজের বাচ্চা রচনা করেন। কিন্তু কিছু বাচ্চারা এই কথাটি প্রায়শঃই ভুলে যায়। অগুণত কালে (যতদিন গুণত পায়নি) কখনও (শরীরের) বাবা-মাকে ভুলত না। এই বাবা মাকে ভুলে যায়, কারণ এটা হল নতুন কথা। এই মাতা-পিতার সাথে বুদ্ধির যোগ জুড়তে হবে তারপর সেবাতে তৎপর থাকতে হবে। যেরকম বাবার চিন্তা থাকে কীভাবে সেবা করা যায়, সেইরকম বাচ্চাদের মধ্যেও এই চিন্তা থাকতে হবে। বলে যে - ভগবানের ইচ্ছা হল নতুন দুনিয়া রচনা করবেন। তো এটা কত বড় চিন্তা! অসীম জগতের বাবার অসীম জগতের চিন্তা থাকে - সবাইকে পবিত্র বানাতে হবে। ওই পবিত্র দুনিয়া স্বর্গের জন্য রাজযোগ শেখাতে হবে। কতজনকে শেখাতে হবে! সকলের বুদ্ধির যোগ এক বাবার সাথে জুড়তে হবে। এই ধান্দা হল আমাদেরও। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা ঘর-গৃহস্থ থেকে সেবা করে দেখাও।

সন্ন্যাসীদের চিন্তা থাকে যে আমরা কাউকে কাক-বিষ্ঠা সম সুখভোগ করা থেকে কীভাবে মুক্ত করবো, পবিত্র বানাবো। তাদেরও রেসপন্সিবিলাটি থাকে - কারোর মধ্যে বৈরাগ্য এনে পবিত্র বানানো। তারা মনে করে যে এরজন্য ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতে হবে। এটা বুঝতে পারে না যে পতিত দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে। এটা তো যখন বাবা এসে পবিত্র দুনিয়ার সাক্ষাৎকার করান, তখন আমরা পতিত দুনিয়ার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। তথাপি এটা নিজেদের দায়িত্ব মনে করে ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে কতো মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য এনে দিয়ে পবিত্র বানিয়েছে। মহিমা তো তাদেরও গাওয়া হয়। এই সন্ন্যাস ধর্ম যদি না থাকতো তাহলে ভারত আরোই কাম-চিন্তাতে প্রজ্বলিত হয়ে ভস্ম হয়ে যেত। এখন সেই রজোগুণী সন্ন্যাস কে স্থাপন করে আর এই সত্যপ্রধান সন্ন্যাস কে স্থাপন করেন - এটা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তাদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন শংকরাচার্য, তারও অনেক অনুগামী থাকবে! লক্ষ কোটির সংখ্যায় হবে। তারা পবিত্র না থাকলে তো তাদের প্রজাও এত বুদ্ধি হত না। তো এই সন্ন্যাসীরাও ভালো কাজই করেছে। প্রথম নম্বরে দেবতাদের স্থান, দ্বিতীয় নম্বরে সন্ন্যাসী। সবকিছুই নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। সমগ্র জগতকে অপবিত্র থেকে পবিত্র আর পবিত্র থেকে অপবিত্র হতেই হবে। সত্যযুগ থেকে শুরু করে যাকিছু ড্রামাতে অতীত হয়ে গেছে, সেইসব পূর্ব নির্ধারিত ছিল। ভক্তিমার্গে সাক্ষাৎকার

ইত্যাদি প্রতি সেকেন্ডে যাকিছু হয়, সেইসব অবিকল পরের কল্লেও হবে। ড্রামাতে এইসব পূর্ব নির্ধারিত আছে। ড্রামার চক্রকে বুঝতে হবে। এটা বুঝে বসে থাকবে না যে ড্রামাতে যা আছে তাই হবে। ড্রামাতে অ্যাক্টস তো সবাই। তবুও প্রত্যেকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করে। পুরুষার্থ ছাড়া থাকতে পারে না। যদিও কিছু মানুষ বুঝতে পারে যে, এই সবকিছুই হল নাটক, আমরা পরমধাম থেকে এসেছি ভূমিকা পালন করতে। কিন্তু বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে পারবেনা। প্রথমে কোন্ ধর্ম আসে, সৃষ্টি কিভাবে রচিত হয়, জানে না। সৃষ্টি নতুন করে রচনা করা হয় নাকি পুরানো সৃষ্টিকে বাবা এসে নতুন বানান - এটা না জানার কারণে তারা প্রলয় দেখিয়ে তারপর নতুন সৃষ্টি দেখিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে এসব কথার জ্ঞানযুক্ত রহস্য বুঝিয়ে বলে দেন। তারপর সেই জ্ঞান অন্যদেরকে বোঝানোর দায়িত্ব তোমাদের উপরেই থাকে। কতো সেবা আছে! যেরকম বাবা তোমাদেরকে মুক্তি-জীবন্মুক্তিতে আসার মার্গ বলে দিয়েছেন, যে মার্গের জন্য অর্ধেক কল্প ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেয়েছে। তো অসীম জগতের বাবার এই চিন্তা থাকে যে আমরা আমাদের স্যালভেশন আর্মির বৃদ্ধি কীভাবে করবো? সবাইকে রাস্তা কীভাবে বলবো?

বাচ্চারা তোমরা সবাইকে বলো যে কল্প পূর্বের মতো বাবা এসে গেছেন সবাইকে রাজযোগ শেখাতে। যাকে শিবায় নমঃ বলে থাকো। যিনি সবথেকে উঁচু পরমধামে থাকেন। আমরা সকল আত্মারাও সেখানকার নিবাসী। আত্মা হল অবিনাশী। আত্মা কখনও আগুনে জ্বলে না বা মারা যায় না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে পাঁচটি নিহিত আছে। নিজের আত্মাকে দেখো বা যিনি মুখ্য, তাকে দেখো। বৃক্ষকে যখন দেখা হয়, তখন মুখ্য ফাউন্ডেশন আর শাখা-প্রশাখাগুলিকেও দেখা হয়। পাতা তো অনেক হয়, গণনা করা যায় না। শাখা প্রশাখার সংখ্যা গণনা করা যায়। তো অবশ্যই এই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন হলাম আমরা দেবী-দেবতারা। এখন ফাউন্ডেশন-ই নষ্ট হয়ে গেছে। যেরকম বোটানিক্যাল গার্ডেনের বট গাছের ফাউন্ডেশন নষ্ট হয়ে গেছে। তথাপি শাখা-প্রশাখা কত বেরিয়েছে! শাখা থেকে পাতা বেরিয়েছে। তো এটাও হল অসীম জগতের কত বড় বৃক্ষ ! বাচ্চারা তোমরা নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তা জানো। এমন নয় যে সারাদিন কারো বুদ্ধিতে এই চিন্তন চলতে থাকবে। জ্ঞানের সব পয়েন্টস এক সাথে বুদ্ধিতে চিন্তন করা সম্ভব নয়। তথাপি যে বিচার সাগর মন্বন করে তার বুদ্ধিতে চিন্তন চলতেই থাকবে। বুদ্ধিতে কল্পবৃক্ষ থাকলে তো বীজরূপ বাবাও স্মরণে থাকবে। আমরাও হলাম সেখানকার নিবাসী, তথাপি এই বৃক্ষে আমরাই অলরাউন্ডার ভূমিকা পালন করি, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। যখন তোমরা পতিত জরাজীর্ণ অবস্থাতে আসো তখন সমগ্র বৃক্ষও এসে যায়। প্রথম দিকে যারা এসেছিল, তারা এখন পুরানো হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে আগত শাখা প্রশাখাও পুরানো হয়ে গেছে। যারা সেবানারী, তাদের এই নেশা থাকে যে সাধারণ মানুষকে পুনরায় দেবতা বানানোর জন্য আমি হলাম বাবার সহায়ক। এটা বোঝাতে হবে। তোমরাই দেবতা ছিলে, তারপর ক্ষত্রিয় হয়েছিলে। ৮৪ জন্মের জন্মপত্রিকা তোমরাই বলতে পারো। তো এসব কথা যখন বুদ্ধিতে আসতে থাকবে, তখন কাউকে বোঝাতে পারবে। চিন্তন চালিয়ে যেতে হবে - আমরা বাচ্চারা বাবার সাথে সহায়ক হয়েছি। তো বুদ্ধিতে আনতে হবে যে আমরা কাউকে ড্রামার রহস্য কীভাবে বোঝাবো? তাদের বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে কীভাবে যুক্ত করবো? মানুষ থেকে দেবতা বানানোর পুরুষার্থ করাবো অর্থাৎ বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নেওয়ার পথ বলে দেবো। যে বাবার দ্বারা এই পথ খুঁজে পেয়েছে, সে-ই বোঝাতে পারবে। বাবা-ই এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন অথবা মুক্তি-জীবন্মুক্তির গেট খুলছেন। এইরকম সারাদিন বিচার সাগর মন্বন করতে হবে আর স্বভাবও অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। কারোর ভাব-স্বভাবে স্বলবে না মরবেও না। সহ্য করতে হবে। নিজের সেবা করতে হবে। যতটা সম্ভব সেবায় সময় দিতে হবে। নিজেকে জিপ্তোস করতে হবে - আমি তো বাবা-বাবা বলি, বাবার তো অসীম জগতের সেবা করার নেশা থাকে, আমি বাবার বাচ্চা হয়ে কি করছি? আমাকে কতটা সেবা করতে হবে? সময় তো অনেক পাওয়া যায়। সকলের প্রতি করুণা করতে হবে। বেচারী সবাই বাবার থেকে দূরে চলে গেছে। ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেয়েছে। পাপ করেছে। বাবার থেকে বিমুখ হয়ে সকলকে বিষাদগ্রস্ত করেছে।

তোমাদের ব্রাহ্মণদের কাজই হল সবাইকে জ্ঞান শুনিয়ে সম্মুখে নিয়ে আসা। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই হলে ভগবানের সত্যিকারের সন্তান। তোমাদের কাছে অথোরিটি আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে গীতারই জ্ঞান আছে। যে বোঝাতে পারে না, তাদেরকে আমি ব্রাহ্মণই বলতে পারবো না। হাফ কাস্ট বা কোয়াটার কাস্ট বলা হবে। নাম হলো ব্রাহ্মণ, ধান্দা শূদ্রদের মতো। বুদ্ধিই হল শূদ্রদের মতো। আজমীরে পুষ্করনী ব্রাহ্মণ থাকে, তারা গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। তাদের ধান্দাই হল এটা। কারোর বাড়িতে যাওয়া এবং সেখানে খাবার খাওয়া, এটা তাদের কাজ নয়। তাদের শুধু কাজ হলো শাস্ত্র শুনিয়ে দক্ষিণা নেওয়া। এখন তোমরা তো হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, অসীম জগতের বাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন অসীম জগতের প্রজার বাবা তাই না! আর শিব বাবা হলেন সকল আত্মার বাবা। তাঁর নিবাস স্থান হলো পরমধাম। তিনিই পতিতদেরকে পবিত্র বানান, এইজন্য সমগ্র দুনিয়ার মানুষ তাঁকে স্মরণ করে, ও গড়! বলে ডাকে তখন নিরাকারই বুদ্ধিতে

আসে। কিন্তু সাধারণ মানুষ গুরুদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে গেছে। যে দেবতাদের পূজা করে, তাদের অক্যুপেশন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তারাও এক প্রকার পুতুল পূজা করে। অক্যুপেশন জানে না, এই জন্য পুতুল পূজা বলা যেতে পারে। তো কতোইনা পার্থক্য আছে! অসংখ্য মানুষ বিমর্ষ হয়ে গেছে। দেবতাদের চেহারা আর চরিত্র, মানুষের চেহারা আর চরিত্রের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য আছে। সাধারণ মানুষ গাইতে থাকে - তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন... আমি হলাম নীচ পাপী। যদি এইরকম বলে তাহলে তাদেরকে এইরকম কে বানিয়েছে? এখন তো অবশ্যই নরক তাহলে পুনরায় স্বর্গের মালিক কি আমরা হতে পারবো? এইরকম চিন্তা কখনও মানুষের বুদ্ধিতে আসে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এইরকম চিন্তা কখনও এসেছিল কি, যে আমরা এইরকম কবে হবো? কেবল ভক্তি করতে। এখন তোমরা জেনে গেছো যে আমাদেরকে সেই দেবতা হতে হবে। রাজধানীতে উঁচু পদ পেতে হবে এইজন্য পুরুষার্থ করতে থাকে। মনে মনে চিন্তা করতে হবে যে যদি আমি শরীর ত্যাগ করি তাহলে আমি কোন্ পদ প্রাপ্ত করবো? তোমরা জিজ্ঞেসও করতে পারো - যদি আমি মারা যাই তাহলে কোন্ পদ পাবো? তখন বাবা বলে দেবেন যে তুমি একপয়সার পদ পাবে নাকি ৮ আনার, ১২ আনার নাকি কড়ি তুল্য পদ পাবে। প্রজাকে কড়িতুল্য পদ বলা হবে। বুদ্ধিরূপী দর্পণে নিজের মুখ দেখো - কোনও বাঁদরের মতো আচরণ তো নেই? অশুদ্ধ অহংকার হলো নম্বর ওয়ান। কাম ক্রোধকে জয় করে নেয় কিন্তু দেহ অভিমান হলো প্রথম নম্বর শত্রু। দেহী-অভিমানী হলেই অন্যান্য সকল বিকার ঠান্ডা হয়ে যাবে। দেহী-অভিমানী তখন হতে পারবে, যখন বাবার সাথে লড়াই জুড়ে যাবে। দেহ-অভিমানীরা বাবার সাথে লড়াই জুড়তে পারবে না। তাই দেহ-অভিমান ত্যাগ করার জন্য অনেক পরিশ্রম চাই। দেহী-অভিমানী ব্যক্তি অত্যন্ত প্রফুল্লিত থাকে। দেহ-অভিমানীর চেহারা মৃতব্যক্তির মতো থাকে। তো প্রথম মুখ্য কথা হল দেহী-অভিমানী হওয়া, তখন বাবাও সাহায্য করবেন। নির্বিকারী তো অনেকেই থাকে কিন্তু আমি হলাম আত্মা, বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ থাকবে - একথা বারে বারে ভুলে যায়। এতে ফেল হয়ে যায়। অশরীরী না হলে বাড়ি কীভাবে ফিরে যাবে? সেবার জন্য অনেক চিন্তা করতে হবে - যার দ্বারা অনেক মানুষের কল্যাণ হবে, দেহ-অভিমানী যেখানেই যাবে, ফেল হয়ে আসবে। দেহী-অভিমানী কিছু না কিছু তীর লাগিয়েই আসবে। তারা অনুভব করবে যে অমুক ব্যক্তি কথাটা তো ঠিক বলেছিল। যোগ যুক্ত হবে, সেবার চিন্তাও থাকবে। তাদেরকে তো সবার আগে অল্ফ অর্থাৎ আল্লাহ-র বিষয়ে বোঝাতে হবে। বেশী বোঝালে বিরক্ত হয়ে যাবে। প্রথমে শিবায় নমঃ, তিন লোকও বোঝাতে হবে। এক নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা আর আত্মারা থাকে, বাদবাকি হলো স্থূল আর সূক্ষ্ম বতন। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, এখন নেই। পুনরায় হিন্দী রিপিট হবে। আগে কলিযুগ ছিল, তারপর সত্যযুগ হয়েছে এখন পুনরায় কলিযুগের হিন্দী রিপিট হচ্ছে। তো এখন পুনরায় সত্যযুগের হিন্দীও রিপিট হবে তাই না। এতেই মজা আছে। এগুলি হলো খুব ভালো ভালো পয়েন্ট। আচ্ছা!

ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ সকল বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কারোর স্বভাব-সংস্কার দেখে ক্রোধিত হবে না। নিজের স্বভাব খুব মিষ্টি বানাতে হবে। সহনশীল হতে হবে।

২) বাবার খিদমতগার (সহায়তাকারী) হওয়ার জন্য বিচার-সাগর মন্বন করতে হবে। বুদ্ধিতে জ্ঞানেরই চিন্তন করতে হবে। দেহী-অভিমানী থাকার পরিশ্রম করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব সম্বন্ধ একমাত্র বাবার সাথে জুড়ে মায়াকে বিদায় দিয়ে সহজযোগী ভব যেখানে সম্বন্ধ থাকে, সেখানে স্মরণ করা স্বতঃতই সহজ হয়ে যায়। সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সাথে রাখাই হল সহজযোগী হওয়া। সহজযোগী হলে মায়াকে সহজেই বিদায় দিতে পারবে। যখন মায়া বিদায় নেয়, তখন বাবার দেওয়া অভিনন্দন বাচ্চাদেরকে অনেক উল্লসিত দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যে আত্মা প্রত্যেক কদমে পরমাত্ম আশীর্বাদ, ব্রাহ্মণ পরিবারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে থাকে, সে সহজেই উড়তে থাকে।

স্নোগানঃ:- সদা ব্যস্ত থাকা বিজনেসম্যান হও, তাহলে কদমে কদমে পদম গুণ উপার্জন রয়েছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার, তোমাদেরকে এই দুনিয়াকে সুখ-শান্তি আর পবিত্রতার দ্বারা সম্পন্ন বানানোর জন্য নিজের তন-মন-ধন সফল করতে হবে”

- *প্রশ্নঃ - মায়ার উপরে জয় লাভ করার জন্য বাচ্চারা তোমাদের কাছে কোন্ হাতিয়ার রয়েছে? সেই অস্ত্রটি ব্যবহার করার বিধি কি?
- *উত্তরঃ - মায়ার উপরে জয় লাভ করার জন্য তোমাদের কাছে আছে "স্ব দর্শন চক্র"। এ'কোনও স্থূল অস্ত্র নয়, বরং মনে মনে মন্মনাভব হয়ে যাও। আমরা সেই - সে-ই আমরা (হম সো, সো হম) এই মন্ত্রকে স্মরণ করো, তো এই বিধির দ্বারা মায়ার মাথা কাটা পড়বে। তোমরা মায়াজিত হয়ে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে।
- *গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । তোমরা ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণরাই জানো যে এ'হল কলিযুগী পাপের দুনিয়া এবং সত্যযুগ অবশ্যই হল পুণ্যের দুনিয়া । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, যে মানুষেরা পুণ্য আত্মা হয় তাদের ভালো জন্ম প্রাপ্ত হয়। পাপ আত্মাদের খারাপ জন্ম হয়। এখন এই দুনিয়া তো হলোই পাপ আত্মাদের দুনিয়া। এই জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। শান্তিধামকেই পরমধাম বলা হয়। এ'হল দুঃখধাম। ভারত সত্যযুগে সুখ ধাম ছিল। এখন আমাদের শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে, তারপরে সুখধামে আসতে হবে। সুখধামে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি তিনটিই আছে। এই দুঃখ ধামে আছে অপবিত্রতা, দুঃখ, অশান্তি। এই তিনটি কথা বুঝে নেওয়া উচিত। যখন ভারতে এই তিনটি জিনিস বিদ্যমান থাকে তখন সুখ ধাম বলা হয়। এখন তোমরা তন-মন-ধন সব কিছু বাবার কাছে অর্পণ করো। তন-মন-ধনের দ্বারা তোমরা ভারতের সেবা করে থাকো। তন দ্বারাও সেবা তো করা হয় তাইনা। সোশ্যাল ওয়ার্কার দেহের সেবাই করে। কেউ ধনের দ্বারা সেবা করে। বাকি মনের সেবা করা এই দুনিয়ায় কেউ জানেনা। মন্মনাভবের অর্থই বাবা এসে বোঝান। আমি পরমপিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করো যাঁর কাছ থেকে তোমাদেরকে সুখের বর্ষা নেওয়ার আছে। মন্মনাভব অর্থাৎ সকলের বুদ্ধি যেন বাবার সাথে যুক্ত থাকে। এমন কথা কোনো মানুষ বলতে পারে না। সুতরাং অন্যরা তন ও ধনের দ্বারা সেবা করে, কিন্তু মনের সেবা কেউ করতে পারে না। মানুষ বলে মন শান্ত হবে কীভাবে? এখন মন ও বুদ্ধি হল আত্মার অর্গ্যান্স এবং কর্মেন্দ্রিয় গুলি হলো দেহের অর্গ্যান্স। তো বাবা বসে বোঝান স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করো। নিজের পিতা এবং সুখ ধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখ ধামকে ভুলে যাও। এ'হল মনের সেবা, যারা করবে তারাই মায়ার উপরে বিজয় লাভ করবে। মায়ার শির কাটা যাবে। এমন নয়, স্বদর্শন চক্রের দ্বারা কোনও মানুষের মাথা কাটা হয়। দেবতাদের অলঙ্কার এমন না যার দ্বারা পাপ হবে।

মানুষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ তো স্বদর্শন চক্রের দ্বারা গলা কেটেছিল। এ'তো পাপ কর্ম হয়ে গেল। দেবতারা এমন কর্ম করতে পারে না। স্বদর্শন চক্র কারো মাথা কাটার জন্য নয়। এ'হল মায়ার উপরে বিজয় লাভ করার জন্য। স্বদর্শন চক্র ঘোরালে আমরা দেবতায় পরিণত হই। মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করি। এই স্বদর্শন চক্রের দ্বারাই তোমরা মায়ার উপরে জয় লাভ করো। এ হল তোমাদের হাতিয়ার। শঙ্খ হল ধ্বনিত করার জন্য। নলেজ তো প্রাপ্ত হয়েছে তাইনা। তোমাদের শেখানো হয় যে স্ব দর্শন চক্র কীভাবে ঘোরাবে। তাহলে পুনরায় তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এখন আমরা শান্তিধামে যাচ্ছি পরে সুখধামে আসবো। এ'তো বাবা শিখিয়েছেন। স্বদর্শন চক্রধারী বাবা ব্যতীত কেউ বানাতে পারে না। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বংশের পরে হবে বিষ্ণুর বংশধর। স্বদর্শন চক্রের অলংকারও বিষ্ণুকে প্রদান করা হয়েছে। তোমরা হলে পুরুষার্থী। তোমরা জানো স্বদর্শন চক্র ঘোরালে আমরা দেবতায় পরিণত হই। এই স্বদর্শন চক্রের দ্বারাই তোমরা মায়াজিত হও। এ হল তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র। শঙ্খ হলো বাজানোর জন্য। নলেজ তো প্রাপ্ত করেছে তাইনা। শেখানো হয় স্বদর্শন চক্র ঘোরালেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এখন আমরা শান্তি ধামে যাচ্ছি পরে সুখধামে আসবো। এইসব বাবা শিখিয়েছেন। স্বদর্শন চক্রধারী বাবা ব্যতীত কেউ বানাতে পারে না। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বংশের পরে হবে বিষ্ণুর বংশধর। স্বদর্শন চক্র ঘোরালে আমরা বিষ্ণুর কুলে যাবো। এই কথা তো খুব সহজ কাউকে বোঝানোর জন্য। শান্তিধামকে স্মরণ করো, শান্তিধাম হল পিতার আলয়, যেখান থেকে আত্মারা আসে। বর্তমানে তো হল নরক, এখন ফিরে যেতে হবে স্বর্গে। বাবাকে স্মরণ করলে সব বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু বাবার সঙ্গে পূর্ণ যোগ না থাকলে ধারণাও হয় না তখন কাউকে বোঝাতেও পারে না।

তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। যারা পবিত্র থাকে তারাই হল বি.কে.। যারা পবিত্র থাকতে পারে না তাদেরকে ব্রহ্মা মুখ বংশী শিববাবার পৌত্র বলা যাবে না। ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির কথা আলাদা। কিন্তু পবিত্র না থাকলে তো তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলাই রং হবে। সে ব্রাহ্মণ কুলেরই নয়, যার মধ্যে বিকার আছে কিম্বা যে বিকারে যায়। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা তো পবিত্র থাকি কিন্তু কেউ বিকার গ্রস্ত হয়ে খারাপ হয়ে গেলে তার ব্রাহ্মণ রূপে পরিচয়ের অধিকার নেই। বিকারে যাওয়া অর্থাৎ পতিত হওয়া। এমন পতিতরা এখানে আসতে পারে না। কিন্তু কারণে অকারণে তাদেরকে আসতে দিতে হয়। এবারে দেখো যারা গৃহ নির্মাণের কার্যে নিযুক্ত তারা তো সবাই পতিত তাইনা। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তো এই কাজ করবে না। তাই তাদের দিয়ে কাজ করাতে হয়। কেউ সহযোগী হলে তাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়। বাস্তবে কোনও পতিত থাকতেই পারে না। এ'হল পবিত্র হওয়ার স্থান, পতিতরা আসবে তো নিশ্চয়ই। ভারত পবিত্র ছিল, স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পবিত্র থাকতো। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্ত্রী-পুরুষ দুইই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন তাইনা। আমি নিজেই তাদের মহিমা করি। তোমরা হলে এখন সঙ্গম যুগী। সঙ্গমে বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান। বিষয় বিকারে গমনকারীদের পতিত বলা হয়। সন্ন্যাসীরা বিষকে ত্যাগ করে তাই পতিত মানুষ তাদের পায়ে মাথা নত করে। বিকার শব্দটি খুবই খারাপ। নির্বিকারী অর্থাৎ ভাইসলেস। বিকারীকে বলা হয় ভিসস। এ'হল বেশ্যালয়। বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প সঙ্গমে আসি পতিত থেকে পবিত্র বানাই, সুযোগ্য করি। পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দেন। স্বর্গের মালিক তো স্বর্গের রচয়িতাই বানাবেন তাইনা।

বাবাকে বোঝাতে হয় দেবতারা ছিলেন সনাথ। এখন তো সবাই অনাথ। এ'হল দুঃখদায়ী দুনিয়া। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। নশ্বর ওয়ান দুঃখ হল কাম কাটারী চালানো, যার দ্বারা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই দুঃখ ধামে শান্তি প্রাপ্ত করা অসম্ভব কথা কারণ সম্পূর্ণ দুনিয়ার কোশ্চেন তো হলো এটাই তাইনা। এত এত সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তবুও ভারত তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাইনা। শুধু তারা পবিত্র হয় তাই পতিত মানুষ তাদের সেবা করে। খাবার দান করে, মহল ইত্যাদি বানিয়ে দেয়। সুতরাং যে পবিত্র হয় তার নাম সুখ্যাত হয়। বাবাও এই বিকারগুলিকে পরাজিত করিয়ে দেন। আমরা সেই পূজ্য দেবতা ছিলাম - সেসব বিস্মৃত হয়েছে। নির্বিকারী দেবী-দেবতাদের ডিনায়েস্টি চলে। অনেকে জিজ্ঞাসা করে সেখানে জন্ম হবে কীভাবে? সে তো সেখানকার নিয়ম অনুসারে হবে। প্রথমে তোমরা বাবার কাছে রাজযোগ শিখে রাজ্য-ভাগ্যের বর্ষা তো প্রাপ্ত করো। এটা জিজ্ঞাসা করার মতো প্রশ্ন যে - সন্তান কীভাবে জন্মাবে? ডিনায়েস্টি তো চলে। ওই সন্ন্যাস হল রজোপ্রধান। দেবতাদের সন্ন্যাস হল সতোপ্রধান। সন্ন্যাসীরা তো বিকার থেকে জন্ম নিয়ে নির্বিকারী হওয়ার পুরুষার্থ করে। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া, এ'হল বিকারী দুনিয়া। বিকারী মানুষের এই চিন্তা থাকে যে বিকার ব্যতীত দুনিয়া চলবে কীভাবে! যেমন তাদের দৃষ্টি, সৃষ্টিও তদনুরূপই হয়।

বাবা শ্রেষ্ঠ রূপ প্রদান করেন। লক্ষ্য তো বুদ্ধিতে থাকে, তাইনা। ভগবান আমাদের নিজ সম ভগবান ভগবতী বানিয়ে দেন। সুতরাং আমরা হলাম মাস্টার ভগবান, পরে দেবতা হবো। মাস্টার ভগবান হয়ে বাবার ঘরে (পরম ধামে) যেতে হবে। যেমন উনি হলেন পবিত্র তোমরাও স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে যাবে। পরে পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। সেখানে দুঃখের নামটুকুও থাকে না। মানুষ এমন হয়ে যায় যে পবিত্র হওয়ার জন্য তাদেরকে গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। আজকাল বিকারী পতিতকেও গুরু বানিয়ে নেয়। গৃহস্থ পতিত গুরু কীভাবে পবিত্র বানাবে? একটুও বোধ নেই। বাবাকে জানেই না। এ'হল অনাথদের দুনিয়া। সত্য যুগ হল নাথের দুনিয়া কারণ দেবী-দেবতা ধর্ম তো নাথ অর্থাৎ বাবা স্থাপন করেছেন। যখন নাথের অর্থাৎ বাবার সন্তান হবে তখন সনাথ হবে। এখন তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ এক অর্জুনের জন্য তো ছিল না, সঞ্জয়ও ছিল। অতএব এখন তোমাদেরকে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন শ্রেষ্ঠ হও। এই ডামার রহস্যও বুঝতে হবে। ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর হলেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব। উনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও ক্রিয়েট করেন পরে তাদেরকে ডায়রেকশন দেন তারপরে ব্রহ্মার মালা বদলে গিয়ে রুদ্র মালায়, পরে বিষ্ণুর মালা হবে। বাবা বলেন আমি হলাম বাবা, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো এবং স্বর্গকে স্মরণ করো তো এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে। এ হল সত্য উপার্জন। মানুষের জন্ম হয় কর্ম অনুসারে। এখন বাবা এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছেন, এখানে হল শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে শ্রেষ্ঠ হওয়ার উপার্জন জমা করা। বাকি সবই তো মাটিতে মিশে যাবে। দেহ-অভিমানও ত্যাগ করতে হবে। আমরা বাবার আপন হয়েছি, ফিরে যাই বাবার কাছে। এই কথা আত্মা বলে - বাবা আমরা তোমার স্মরণে থেকে বিকর্ম গুলিকে কাটিয়েই নেব। তারপরে তুমি আমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে তাইনা! নরকের বিনাশ, স্বর্গের স্থাপনা তো হয়েই থাকে তাইনা। মহাভারী লড়াই সামনে রয়েছে। এর দ্বারাও মুক্তি-জীবনমুক্তির গেট খুলবে। এখানে তো দেখো বসে বসে অসুখ করে। সেখানে তো সদা আরামই আরাম থাকে। এ'হল দুঃখ ধাম, তাই পুরুষার্থ করতে হয় সুখধামের জন্য। সেখানে মায়া নেই। দেহ-অভিমান থাকেই না। এই বোধ থাকে যে আমি হলাম

আত্মা, এই দেহটি বৃদ্ধ হয়েছে, অন্যটি ধারণ করতে হবে। সেখানে এই জ্ঞান থাকে না যে আমরা বাবার কাছে যাই। এই জ্ঞান তোমাদের এখন রয়েছে। আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে পরে বাবা স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে থাকো।

তোমরা যত আত্মাকারী, সৎ হয়ে থাকবে ততই উন্নতি হবে। শ্রীমতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হতে হবে। সুসন্তানদের কর্তব্য হল বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত করা। এখন নেবে তো কল্প-কল্পান্তর নিতেই থাকবে। এখন না নিলে কল্প-কল্পান্তর বর্সা প্রাপ্ত হবে না। বাচ্চারা, তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ জগৎ হলো কাঙাল। সব মাটিতে মিশে যাবে। দেউলিয়া হয়ে যাবে। তোমরা সত্য উপার্জন করছো সত্য খণ্ডের জন্য। বাবা বলেন তোমাদেরকে আমার ধামে (পরম ধামে) আসতে হবে তাই নিজের ধামকে স্মরণ করো। গৃহের মালিকই একমাত্র বলে দেন তোমরা আমার গৃহের মালিক ছিলে। এখন পুনরায় নিজ ধামকে স্মরণ করো। ড্রামা পূর্ণ হচ্ছে, কতখানি সহজ কথা। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আত্মাকারী, সৎ এবং সুসন্তান হয়ে বাবার কাছে থেকে সম্পূর্ণ বর্সা (অবিনাশী উত্তরাধিকার) নিতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে প্রকৃত সত্য উপার্জন জমা করতে হবে।

২) সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে সত্য ব্রাহ্মণ হতে হবে। পবিত্র হয়ে নিজেকে পবিত্র দুনিয়ার উপযুক্ত বানাতে হবে।

বরদানঃ- এক বাবাকে নিজের সংসার বানিয়ে সর্বদা হাসতে, গাইতে আর উড়তে পারা প্রসন্নচিত্ত ভব বলা হয় দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টির পরিবর্তন হয় তো তোমাদের রুহানী দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখন তোমাদের জন্য একমাত্র বাবা হলেন সংসার। আগের সংসার আর বর্তমানের সংস্কারে তফাৎ হয়ে গেছে। আগে সংসারে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হতো, এখন বাবা হলেন একমাত্র সংসার তো বুদ্ধির বিচরণ বন্ধ হয়ে গেছে। অসীম জগতের প্রাপ্তি করিয়ে দেন বাবা, তাঁকে কাছে পাওয়ার পরে আর কি চাই তাই হেসে, গেয়ে, উড়তে থেকে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকো। মায়া যদি কাঁদায় তবুও কাঁদবে না।

শ্লোগানঃ- হৃদয় স্বচ্ছ হলেই মনস্কামনা পূরণ হতে থাকবে, সকল প্রাপ্তি গুলি স্বতঃতই তোমাদের সামনে চলে আসবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এ'হলো ওয়ান্ডারফুল পার্শালা যেখানে জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন বাবা তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করিয়ে পবিত্র বানান, এমন পার্শালা অন্য কোথাও হয় না”

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ একটি পরামর্শ স্বীকার করলে বাবা প্রতি ক্ষণ তোমাদের সহায়ক থাকবেন?

*উত্তরঃ - বাবা রায় দেন বাচ্চারা তোমরা জিন এর মতো আমাকে স্মরণ করতে থাকো। খাওয়া দাওয়া করতে করতে, চলাফেরা করতে করতে বুদ্ধি যোগ আমার সাথে যুক্ত রাখো অন্য সব দিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নাও। তোমরা বাবাকে আর স্বর্গকে স্মরণ করার সেবা করো, এটাই হলো তোমাদের সাহায্য। এই স্মরণ-ই তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবে। এ'হল খুব সস্তা সওদা। সাহস রাখো তো বাবা প্রতিক্ষণ তোমাদের সহায়ক হয়ে আছেন। হিম্মতে মর্দা মদদে খুদা (নর এর সাহস আর ভগবানের সহায়তা)

*গীতঃ- আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। বাচ্চা বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন কে? নিশ্চয়ই বাচ্চা বলে যিনি ডাকছেন উনি বাবা-ই হবেন। যদিও দুনিয়া জানে বাচ্চা বলে সম্বোধন করছেন যিনি, তিনি হলেন একমাত্র পরম পিতা, যাঁকে পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়, তোমরা সবাই হলে বাচ্চা। তোমরা বাচ্চারা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই পার্শালায় পড়াশোনা করছো। তোমরা জানো যে আমাদেরকে অসীম জগতের পিতা পড়াচ্ছেন। তিনি বাবাও, টিচারও । মাতা-পিতার অনেক সন্তান। বাচ্চাদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। পরমপিতা পরমাত্মা বসে পড়াচ্ছেন। এ'হল ওয়ান্ডার, তাইনা। এমন ওয়ান্ডারফুল বিচিত্র পার্শালা দ্বিতীয় নেই। বাচ্চারা জানে জ্ঞান সাগর যিনি পতিত-পাবন, উনি জ্ঞান অমৃত পান করিয়ে পবিত্র করেন। গেয়েও থাকে পতিত-পাবন এসো। সুতরাং অবশ্যই এ'হল পতিত দুনিয়া এবং পবিত্র দুনিয়াও আছে, নতুন দুনিয়া নতুন ঘরকে (সৃষ্টিকে) পবিত্র বলা হবে। পরে সেই ঘর (সৃষ্টি) পুনরায় পুরানো হবে। অতএব বাচ্চারা জানে- এই হল পুরানো দুনিয়া, নতুন দুনিয়া ছিল - সেখানে অনেক সুখ ছিল। বাচ্চারা গীত শুনলো। তারা তো শুধু ভক্তিমার্গে গান করে, তোমরা তো এখন প্রাক্টিক্যালি আছো। ভক্তিমার্গের গান গুলি আমরা জ্ঞানে নিয়ে আসি। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। পতিত-পাবন উনি তো পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাবেন। এমন ভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অবশ্যই এ'হল পতিত দুনিয়া। পবিত্র দেবতাদের বা পবিত্র সন্ন্যাসীদের পতিত মানুষ নমন অর্থাৎ প্রণাম করে। কিন্তু পতিত-পাবন বাবা হলেন একজনই। সবাই পবিত্র যে বানান পিতাকেই স্মরণ করে, কারণ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে দুঃখ থেকে লিবারেট করা, একমাত্র বাবারই কাজ। দুঃখ কে দেয়? বিকার। বিকারের নাম কি? কাম বিকারের ভূত, ক্রোধের ভূত, অশুদ্ধ অহংকারের ভূত। দেহকেও ভূত বলা হয় কারণ ৫ ভূতের অর্থাৎ তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত। আত্মা তো এসব থেকে পৃথক। একটি দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। এখন তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়াও দেখছো এবং তার জন্য পড়াশোনা করছো। মানুষও বুঝতে পারে যে বিনাশ হবে, মহাভারী লড়াই লাগবে। কিন্তু তারপরে কি হবে, সে কথা জানেনা কারণ গীতার ভগবানকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এই হল বিভ্রান্তি। আমরাও এই বিভ্রান্তিতে ছিলাম, এখন সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। মানুষ তো দুর্গতিতে আছে, আমরা এখন জ্ঞানের সদগতি দিবসের দিকে যাত্রা করছি।

বাবা বলেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, অন্য কেউ এই জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। জ্ঞানের সাগর একজনকেই বলা হয় পরে তাঁর থেকে জ্ঞান গঙ্গাদের উৎপত্তি হয়। শিব শক্তি জ্ঞান গঙ্গাদের বলা হয়। ওটা হলো স্থূল গঙ্গা নদী যা প্রবাহমান আছে। এমন নয় গঙ্গা নদী যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে প্রবাহিত হতে পারে, না। তোমরা জ্ঞান গঙ্গারা যেখানে চাও সেখানে গিয়ে জ্ঞান প্রদান করতে পারো। সেখানেই জ্ঞান গঙ্গা প্রকট হতে পারে। তারা মনে করেছে অমুক স্থানে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে তখন সেখানে গৌ মুখ নির্মাণ করেছে। বাস্তবে গৌমুখ তো হলে তোমরা কুমারীরা। তোমরা গৌমুখ, তোমাদের মুখ থেকে জ্ঞান নির্গত হচ্ছে। তোমরা হলে জ্ঞানের সাগর থেকে উৎসারিত প্রকৃত সত্য গঙ্গা। তোমাদেরকে সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তের নলেজ বোঝানো হয়। শিববাবাকেই নলেজফুল বলা হয়। উনি ওয়ার্ল্ড আলমাইটি সর্বশক্তিমান। উনি হলেন সর্ব বেদ শাস্ত্রের জ্ঞাতা। সর্ব শাস্ত্রের সার অর্থ বুঝিয়ে বলেন। প্রত্যেক ধর্মের শাস্ত্র একটাই হওয়া উচিত। যেমন শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা একটি, বাইবেল একটি। ইব্রাহিম এসে ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেন, তারপর সবাই আসতে থাকে। তার দ্বারা উদ্ভারিত বাণী পরে ধর্ম শাস্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে যায় না। সেই সময় তো তাকে ধর্ম স্থাপনা

করতে হয়। তারা সব শাস্ত্র ইত্যাদি পরে নির্মাণ করে। বাবা বলেন এই বেদ শাস্ত্র জপ তপ ইত্যাদি সবই হল ভক্তির কাল্ট। এ'হল জ্ঞানের কাল্ট। ভক্তির আয়ু এখন পূর্ণ হয়েছে, পুনরায় বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করে পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেন। এখন তোমরা জানো আমরা ব্রাহ্মণরাই পরে দেবতায় পরিণত হবো। ৮৪ জন্মের সম্পূর্ণ হিসেবপত্র বুদ্ধিতে আছে। এখন আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ। প্রথমে আমরা শূদ্র কুলের ছিলাম, এখন আমরা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছি। এই কথাও তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। দেবী-দেবতা ধর্মের তো কেউ নেই। হিন্দুরা তো জানেনা আমরা আসলে দেবী-দেবতা কুলের ছিলাম। এখন আমরা শূদ্র কুলের হয়েছি। নিজের ধর্মকে ভুলে ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট কাঙাল হয়েছি। এখন বাবার দ্বারা তোমরা বাচ্চারা আমরা সেই, সে-ই আমরা (সো হম) কথাটির অর্থ বুঝেছো। আমরা আত্মারা পরমধামের নিবাসী। এখানে এসে পাট প্লে করছি। সর্ব প্রথমে আমরা সত্য যুগে দেবতা কুলে আসি তারপরে বৈশ্য শূদ্র কুলে আসি। এর পরে যাবো দেবতা কুলে। তোমরা জানো কোন কুলে কত জন্ম থাকবে। বাকি এক এক জন্মের কথা তো বাবা বসে বলবেন না। নাটশেলে (সংক্ষিপ্ত সারে) বলবেন। বীজ এবং বৃক্ষকে জানো, ব্যস্। বাবা হলেন বীজরূপ। আমরা হলাম কল্প বৃক্ষের সমান। আমরা পরমধাম থেকে এসেছি পাট প্লে করতে। সত্য যুগ থেকে চক্র আবর্তন করে এসেছি। পরে অন্য ধর্মের মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে আসে তারপরে যখন বিনাশ হয় তখন সব আত্মারা ফিরে যায়। পরে নিজ নিজ সময়ে নশ্বর ক্রমানুসারে ধর্ম স্থাপন করতে আসে। এই সব রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চারা বলে বাবা আপনি যা পড়িয়ে দেন তাতে আমরা স্বর্গের মালিক হই। আপনার মতন সুখ অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। মানুষ মাত্রই অল্পকালের সুখ প্রদান করে। অমন তো পশুরাও দেয়। মানুষের জীবন তো অমূল্য বলা হয়। মানুষই দেবী-দেবতা হতে পারে। মানুষ বিশ্বের মালিক হতে পারে। বাবা, আপনি যে সুখ দিয়েছেন তেমন সুখ কেউ প্রদান করতে পারে না। বাবা, আপনি তো আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। আপনি হলেন বিশ্বের রচয়িতা। তোমরা তো শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। অন্য কোনও হঠ যোগ ইত্যাদির কথা নেই। তোমরা বাবার আপন হয়েছো কারণ তোমরা জানো বাবা হলেন নতুন বিশ্বের রচয়িতা। বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। উনি হলেন মোস্ট বিলাভেড বাবা, সবাই তাঁকে স্মরণ করে। সে যে ধর্মেরই হোক, ও গড ফাদার, হে ভগবান বা আল্লাহ অবশ্যই বলতে থাকবে। বাবা বলেন আমি সবাইকে সুখ প্রদান করে যাই তাই তো ভক্তিমার্গে আমাকে স্মরণ করে। এখন পুনরায় সুখ দিতে এসেছি, তখন অর্ধেক কল্প আমাকে আর কেউ স্মরণ করবে না। সেখানে তো মায়া নেই যে দুঃখ দেবে। তোমরা বিশ্বের মালিক দেবী-দেবতা হয়ে যাও তাই বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে রাত দিন এই স্মৃতি থাকা উচিত। বাবা, আপনি আমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন, আমরা তার অধিকারীও। বাবা নতুন বিশ্ব স্বর্গের রচনা করেন তো অবশ্যই সন্তানদেরই মালিক বানাবেন তাইনা। গড ফাদার হেভেন রচনা করেন তাহলে আমরা সবাই হেভেনে কেন বাস করি না। সবাই যদি হেভেনে থাকবে তো হেল তো হবেই না। এ'হল হার জিত, সুখ দুঃখের খেলা। নতুন দুনিয়া পরে পুরানো দুনিয়া হয়। নতুন কে বানায়, পুরানো কে বানায়, এই সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এই নলেজ বুদ্ধিতে থাকে। সত্যযুগ ত্রেতায় সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, পরে দ্বাপরে অন্য অন্য ধর্ম ইমার্জ হয়, যা যেরকম ভাবে কল্প পূর্বে হয়েছিল, তেমনভাবেই পুনরায় রিপিট হবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো এখন আবার সত্যযুগ স্টার্ট হতে চলেছে। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নতুন আসতে চলেছে। মানুষ মনে করে এই দুনিয়া আরও পুরানো হতেই থাকবে। অনেক সময় আছে। বাবা বলেন তোমরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছো, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসে গেছি - পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে। আগে তো এখানে কেউ ছিল না। এখন ব্রহ্মার মুখ দ্বারা সন্তান জন্ম হয়েই চলেছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নিশ্চয়ই অনেক সন্তান থাকবে। যারা বসে পড়াশোনা করে, তাদেরকেই পুনরায় দেবতা হতে হবে। যারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, পবিত্র হয় এবং স্ব দর্শন চক্রধারী হয় - তারাই রাজ্য ভাগ্য নেবে। সবাই তো প্রাপ্ত করবে না। বাকিরা সবাই নিজের নিজের হিসেবপত্র পরিশোধ করে ফিরে যাবে। বাবা দেবতা ধর্মের পুনরায় স্থাপনা করছেন অন্য সব ধর্ম গুলি বিনাশ হবে। মহাতারী লডাইও সামনে রয়েছে। এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির রহস্য গীতার ভগবান বসে বোঝাচ্ছেন। ভগবানের মহিমা আলাদা, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আলাদা। শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হবে না। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি হলেন একজন ই। সূর্যবংশীদের মহিমা হল আলাদা। চন্দ্রবংশীদের মহিমা আলাদা। বৈশ্য ও শূদ্রবংশীদের মহিমা আলাদা। প্রত্যেকের নিজস্ব মহিমা আছে। চীফ মিনিস্টার হলেন চীফ মিনিস্টার, গভর্নর হলেন গভর্নর। সবাই একরকম তো হতে পারে না। এই সব কথা গুলি বুঝতে হবে। মানুষ তো জানেনা তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাও। তোমরা নিজেদের জন্য রাজ্য স্থাপন করছো গুপ্ত রীতিতে এবং নন ভায়োলেন্সের দ্বারা। না কাম কাটারীর হিংসা, না হাত পা চালানোর হিংসা, না গুলি চালানোর হিংসা। কোনও হাতিয়ার তোমাদেরকে তুলতে হয় না। তোমরা ব্রাহ্মণরা জানো আমরা বাবার সাহায্যে কল্প পূর্বের মতন ভারতকে পুনরায় হীরে তুল্য বানাচ্ছি। এই হল রুহানী সেবা অর্থাৎ আত্মাদের সেবা। আমরা বাবার শ্রীমতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছি। বাকিরা সবাই মনুষ্য মতের দ্বারা ভ্রষ্ট ই হয়ে যায়। নীচে অবশ্যই নামতে হবে। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী

হয়। ভেরি গুড ভক্তি। কেবলমাত্র একের পূজা হত তারপরে সেকেন্ড গ্রেডে দেবতাদের পূজা করেছে, তারপরে তো কুকুর বিড়াল পাথর মাটি ইত্যাদি ৫ ভূতেরও ভক্তি করতে লেগেছে। তাকেই বলে ব্যভিচারী ভক্তি। অব্যভিচারী থেকে ব্যভিচারী হয়ে যায়। এখন বাবা তোমাদের অব্যভিচারী যোগ শেখাচ্ছেন। গৃহস্থ থেকে, খাওয়া দাওয়া করতে করতেও এক বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। সম্পূর্ণ পরিশ্রম এতেই। ভালাই নিজের ঘরে যাও, এসো, শুধু গুপ্ত রীতি অনুযায়ী বুদ্ধি দ্বারা স্মরণ করো। মুখে রাম-রাম অথবা শিবায় নমঃ বলারও দরকার নেই। শুধু পিতাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন গুপ্ত, জ্ঞানের সাগর। এই সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আছে ওঁনার। তাঁকে বলা হয় পরম আত্মা। ইনিও আত্মা, ব্রহ্মাবাবাও শিববাবার কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করেন। এই সব কথা গুলি ধারণ করা এবং করানো উচিত। তারা দীনহীন পথ খুঁজছে, জানে না। তোমরা জানো শান্তিধাম হল নির্বাণধাম। যেখান থেকে আমরা আত্মারা আসি। স্বর্গ হল সুখধাম, নরক হল দুঃখধাম, মায়াপুরী। ওই স্বর্গ হল বিষ্ণুপুরী এবং এই নরক হল রাবণ পুরী। বাবা বলেন তোমরা কেবল বাবাকে আর বর্ষাকে স্মরণ করো। ব্যস্। যদি মাঝখানে বুদ্ধি অন্যত্র গমন করে তবে তাকে সরিয়ে আনো। খাওয়া দাওয়া করতু করতে, চলতে ফিরতে এক বাবাকে স্মরণ করো, খুব সহজ। যদি কেউ বিদেশে থাকে এবং তার স্ত্রী থাকে ভারতে তবুও দূরে থাকা সত্ত্বেও স্মরণ তো বুদ্ধিতে থাকবে তাইনা। আমরাও অনেক দূরে আছি কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে যাঁর কাছে থেকে সর্ব সুখ প্রাপ্ত হয়, অন্য সবার কাছে তো দুঃখই মেলে। মানুষ, মানুষকে কখনও সদা সুখ প্রদান করতে পারে না। বাবা বলেন জিনের মতন স্মরণ করতে থাকো। শুধু বাবাকে এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, আমার এই সেবা করো। আমি তোমাদের সেবা করি - স্মরণ করানোর। তোমরা স্মরণ করার সেবা করো। এই পরামর্শ স্বীকার করো। এ'হল তোমাদের সাহায্য। নর সাহস রাখলে ভগবান সাহায্য করেন (হিস্মতে মর্দা মদদে খুদা)। এই স্মরণই তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাবে। খুব সস্তা সওদা। জাগতিক গুরু তো অনেক বিভ্রান্ত করে। একমাত্র সদগুরু যখন আসেন তখন অন্য কোনও গুরু করার দরকার থাকে না। গুরুর আশা মিটে যায়। সকলেই সদগতি প্রাপ্ত করে। এক সঙ্গুরুর আগমনে অনেক গুরুর শরণে যাওয়ার নিয়ম রীতি অর্ধেক কল্পের জন্য দূর হয়ে যায়। পরে ভক্তিমার্গে সেসব নিয়ম রীতি প্রচলিত হয়। সত্যযুগে গুরু থাকে না। সেখানে অকালে মৃত্যু কখনো হয় না। হেলথ, ওয়েলথ, হ্যাপিনেস ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। এমন প্রাপ্তি আর কেউ করতে পারে না। তোমরা বাবার কাছেই হেলথ, ওয়েলথ এবং হ্যাপিনেস প্রাপ্ত কর। বাকিরা সবাই নির্বাণধামে চলে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে ভারতকে হীরে তুল্য বানানোর রূহানী সেবা করতে হবে। গুপ্ত ভাবে বাবাকে স্মরণ করে শ্রেষ্ঠ হতে হবে।

২) নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে, আত্মিক বার্তালাপ (রুহরিহান) করতে হবে বাবা তুমি যে এত সুখ দিয়েছো তা অন্য কেউ দিতে পারে না। বাবা তোমার পড়াশোনার দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হই। তুমি নতুন সৃষ্টি রচনা করো যার অধিকারী আমরা হই।

বরদানঃ:-
ব্রহ্মকুটির কুটিরে বসে অন্তর্মুখী স্থিতির রসাস্বাদনকারী সত্য তপস্বীমূর্তি ভব
যে বাচ্চারা নিজের বোল কন্ট্রোল করে এনার্জি এবং সময় জমা করে নেয়, তাদের স্বতঃতই অন্তর্মুখী স্থিতি অনুভব হয়। অন্তর্মুখীতার রস এবং কথাবার্তার রস - এতে রাত দিনের প্রভেদ রয়েছে। অন্তর্মুখী সদা ব্রহ্মকুটির কুটিরে তপস্বী মূর্তির অনুভব করে। তারা ব্যর্থ সঙ্কল্প থেকে মনের মৌনতা এবং ব্যর্থ বোল থেকে মুখের মৌনতা ধারণ করে রাখে, তাই অন্তর্মুখীতার রসের অলৌকিক অনুভূতি হয়।

স্নোগানঃ:-
সব রহস্য জেনে (রাজযুক্ত হয়ে) প্রতিটি পরিস্থিতিতে রাজী থাকে যে, সে-ই হলো জ্ঞানী (তু) আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ত্রিকালদর্শী স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসন দ্বারা সদা বিজয়ী হও আর অন্যদের শক্তির সহযোগ দাও"

আজ ত্রিকালদর্শী বাপদাদা নিজের সকল মাস্টার ত্রিকালদর্শী বাচ্চাদের দেখছেন। বাপদাদা সব বাচ্চাকে ত্রিকালদর্শী হওয়ার সাধন দিব্য বুদ্ধির বরদান এবং ব্রাহ্মণ জন্মের উপহার দিয়েছেন। কারণ, দিব্য বুদ্ধির দ্বারাই বাবাকে, নিজেকে নিজে এবং তিনকালকে স্পষ্টভাবে জানতে পারো। দিব্য বুদ্ধি তথা স্মরণ দ্বারাই সর্বশক্তি ধারণ করতে পারো। সেইজন্য প্রথম বরদান দিব্য বুদ্ধি। এই বরদান বাপদাদা সব বাচ্চাকে দিয়েছেন। কিন্তু এই বরদানকে নম্বরক্রমে প্রত্যক্ষ জীবনে প্রয়োগ করে থাকো। দিব্য বুদ্ধি ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভব করায়। চার সাবজেক্ট ধারণ করার আধারই দিব্য বুদ্ধি। চার সাবজেক্টই সব বাচ্চা ভালোভাবে জানে, বর্ণনও করে। এক্ষেত্রে, নতুন বাচ্চা হোক বা পুরানো, জানা আর বর্ণন করায় সবাই একেবারে দক্ষ, কিন্তু ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের নম্বর তৈরি হয়ে যায়। দিব্য বুদ্ধির বিশেষত্ব এটাই, দিব্য বুদ্ধির আত্মারা কোনও সঙ্কল্পকে কর্ম বা বাণীতে প্রয়োগ করার আগে প্রতিটা বোল আর প্রতিটা কর্মের তিনকাল জেনে প্র্যাকটিক্যালি আনে। সাধারণ বুদ্ধির আত্মারা অনেক চেষ্টায় বর্তমানকে স্পষ্টভাবে জানতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আর অতীতকাল সম্বন্ধে স্পষ্ট জানতে পারে না। দিব্য বুদ্ধির আত্মার পাস্ট আর ফিউচারও এতই স্পষ্ট হয় যেমন প্রেজেন্ট স্পষ্ট। তিনকালই একসাথে স্পষ্ট অনুভব হয়। সাধারণতঃ, সবাই বলেও যা ভাববে, যা বলবে, যা করবে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে করো। কর্মের আগে পরিণামকে সামনে রাখো, পরিণাম হলো ভবিষ্যৎ। তো ত্রিকালদর্শী বুদ্ধি হলো নম্বর ওয়ান। ত্রিকালদর্শী বুদ্ধি কখনো অসফলতার অনুভব করবে না। কিন্তু বাচ্চারা তিন প্রকারের বুদ্ধির। যারা সদা ত্রিকালদর্শী বুদ্ধির তারা নম্বর ওয়ান। দ্বিতীয় নম্বর কখনো ত্রিকালদর্শী আর কখনো এককালদর্শী। তৃতীয় নম্বর অমনোযোগী বুদ্ধির, যারা সদা বর্তমানকে দেখে এটাই ভাবে যে, যা এখন হচ্ছে কিংবা যা তারা পাচ্ছে অথবা যেভাবে তারা চলছে তাতেই তারা ঠিক আছে, ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা কেন ভাববে ! কিন্তু অমনোযোগী বুদ্ধি আদি-মধ্য-অন্তকে না ভাবার কারণে সদা সফলতা প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে ধোঁকা খেয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের ত্রিকালদর্শী বুদ্ধি হতে হবে।

ত্রিকালদর্শী স্থিতি এমন শ্রেষ্ঠ আসন যে, আসন অর্থাৎ স্থিতি দ্বারা নিজেও সদা বিজয়ী আর অন্যদেরও বিজয়ী হওয়ার শক্তি বা সহযোগ দেয়। দিব্য বুদ্ধি বিশাল বুদ্ধি। দিব্য বুদ্ধি অসীম জগতের বুদ্ধি। সুতরাং চেক করো যে নিজের বুদ্ধি কোন নম্বরের বানানো হয়েছে? বাপদাদা বাচ্চাদের রেজাল্টে যা দেখেছেন তাতে জ্ঞান, গুণ, শক্তির ভান্ডার সব বাচ্চার কাছে সঞ্চিত আছে। কিন্তু সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা বাচ্চারা সবাই নম্বরক্রমে কেন? এমন কাউকে দেখা যায়নি যার কাছে ভান্ডারের সঞ্চয় নেই। সবার কাছে সঞ্চিত আছে, আছে না! তারপরও কেন নম্বরক্রমে? তোমাদের যে কোনো কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার স্বয়ং-জ্ঞান, বাবার জ্ঞান, চক্রের জ্ঞান, কর্মের গতির জ্ঞান আছে? সবার কাছে সর্বশক্তি আছে? নাকি কিছু আছে কিছু নেই? জ্ঞানের ব্যাপারে সবাই তোমরা হ্যাঁ করেছ আর শক্তিগুলোর বিষয়ে কেন হ্যাঁ করনি? আচ্ছা, সব গুণ আছে? সর্বগুণ, বুদ্ধিতে আছে? বুদ্ধিতে জ্ঞানও আছে, শক্তিও আছে তাহলে নম্বরক্রমে কেন? ভিন্নতা কেন? অবিনাশী রত্নভান্ডার বিধিপূর্বক কীভাবে কার্যে ব্যবহার করতে হয় তা তোমরা জানো না, সময় চলে যায় তার পরে তোমরা ভাবো, এইভাবে যদি করতাম, এই বিধিতে যদি চলতাম তো সিদ্ধি প্রাপ্তি (সফলতা) হয়ে যেতো। সুতরাং সময়কে জানা আর সময় অনুসারে শক্তি কিংবা গুণ অথবা জ্ঞান কার্যে প্রয়োগ করার জন্য দিব্য বুদ্ধির বিশেষত্ব আবশ্যিক। সাধারণতঃ, জ্ঞানের পয়েন্টস্ অনেক ভাবে থাকে, শোনাতেও থাকে, কপিগুলোও সব ভরে থাকে, সবার কাছে কত ডায়েরী একত্রিত হয়েছে, অনেক স্টক হয়ে গেছে, তাই না, তাইতো বাবার জন্য যেমন গাওয়া হয়েছে যে আমি যেমন, যেরকম সেভাবে আমাকে জানে কোটির মধ্যে কতিপয় মাত্র। জানে তো সবাই কিন্তু 'যেমন, যেরকম'-এ যে আন্ডারলাইন আছে তাতে ফারাক হয়ে যায়। আর এই ফারাক হওয়ার কারণে নম্বর তৈরি হয়। তাহলে, কারণ বুঝেছ? এক তো সময় অনুসারে বিধিতে ভিন্নতা এসে যায়, দ্বিতীয়তঃ, কোনও কর্ম বা সঙ্কল্প ত্রিকালদর্শী হয়ে করে না, সেইজন্য নম্বর হয়ে যায়। বুদ্ধিতে কোনও সঙ্কল্প উৎপত্তি হলে সেই সঙ্কল্প হলো বীজ, বাচা আর কর্মণা হলো বীজের বিস্তার, যদি সঙ্কল্প অর্থাৎ বীজকে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে চেক করো, শক্তিশালী বানাও তবে বাণী আর কর্মে সহজ সফলতা আপনা থেকেই হয়ে আছে। সঙ্কল্পকে যদি চেক না করো অর্থাৎ বীজ শক্তিশালী না হয় তাহলে বাণী আর কর্মেও সফলতার শক্তি থাকে না। সকলের লক্ষ্য সিদ্ধিস্বরূপ হওয়ার, তাই তো না, সুতরাং সদা সিদ্ধিস্বরূপ হওয়ার বিধি যেটা তোমাদের বলেছি, সেটা চেক করো। মাঝে মাঝে তোমাদের বুদ্ধি অসতর্ক হয়ে যায়, সেইজন্য সফলতা কখনো অনুভব

করো আর কখনো পরিশ্রম অনুভব করো।

সকল বাচ্চার প্রতি বাপদাদার ভালোবাসার নিদর্শন — বাচ্চারা সবাই সহজভাবে সিদ্ধিস্বরূপ হোক। তোমাদের জড় চিত্রের দ্বারা ভক্ত আত্মারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে থাকে, কারণ তোমরা চৈতন্য রূপে সিদ্ধিস্বরূপ হয়েছ তবে তো জড় চিত্র দ্বারাও অন্যান্য আত্মারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত করতে থাকে। তোমরা ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত থাকলে সেই ত্রিকালদর্শী স্থিতিই সমর্থ স্থিতি। যারা এই সমর্থ স্থিতির তারা ব্যর্থকে এমন সহজভাবে সমাপ্ত করে দেয় যে স্বপ্নেও ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়। যদি ত্রিকালদর্শী বুদ্ধি দ্বারা কর্ম না করো তবে ব্যর্থের বোঝা বারবার উঁচু নম্বরে অধিকারী হতে দেয় না। সুতরাং দিব্য বুদ্ধির বরদান সদা সবসময় কার্যে লাগাও।

বাপদাদা আগেও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তোমরা জ্ঞানী-যোগী আত্মা হয়েছ, এখন জ্ঞান আর যোগের শক্তিকে প্রয়োগ করে প্রয়োগশালী আত্মা হও। যেমন, সায়েন্সের শক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সায়েন্সের শক্তির প্রয়োগের ভুল আধার কী? প্রয়োগের মাধ্যমে সায়েন্স আজ যে সাধনই দিয়েছে, সেই সব সাধনের আধার কী? সায়েন্সের প্রয়োগের আধার কী? মনোযোগ সহকারে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে মেজরিটিই (অধিকাংশই) লাইট। লাইট দ্বারাই প্রয়োগ করা হয়। যদি কম্পিউটারও কাজ করে তো তার আধার কী? লাইটই তো না। প্রকৃতির লাইট, সুতরাং এই এক লাইট দ্বারা অনেক রকমের প্রয়োগ প্র্যাকটিক্যালি করে দেখায়, আর তোমাদের তো অবিনাশী পরমাত্মা-লাইট, আত্মিক লাইট আর সেইসঙ্গে রয়েছে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল স্থিতি লাইট, তাহলে এইসবের দ্বারা কী না প্রয়োগ হতে পারে ! তোমাদের স্থিতিও লাইট আর মূল স্বরূপও লাইট বিদ্যমান। সুতরাং যখনই তোমরা কেউ কোনো প্রয়োগ করতে চাও, তখন প্রথমে নিজের মূল আধার চেক করো। যে কেউই, যখনই সায়েন্সের সাধন ইউজ করবে তখন প্রথমে চেক করবে তো না যে লাইট আছে কি নেই! ঠিক সেভাবেই যখন যোগের, শক্তির, গুণের প্রয়োগ করো তখন প্রথমে এটা চেক করো, মূল আধার আত্মিক শক্তি, পরমাত্মা-শক্তি তথা লাইট (হালকা) স্থিতি রয়েছে? যদি স্থিতি আর স্বরূপ ডবল লাইট থাকে তবে প্রয়োগের সফলতা খুব সহজেই করতে পারো, আর সবার আগে এই অভ্যাসকে শক্তিশালী বানানোর জন্য প্রথমে নিজের উপরে প্রয়োগ করে দেখ। প্রতি মাসে অথবা প্রতি ১৫ দিনের জন্য কোনো না কোনো বিশেষ গুণ কিংবা কোনো না কোনো বিশেষ শক্তির প্রয়োগ স্ব-এর প্রতি করে দেখ, কেননা, সংগঠনে বা সম্বন্ধ-সম্পর্কে পেপার তো আসেই, সেইজন্য প্রথমে নিজের উপরে প্রয়োগে চেক করো, কোনো পেপার এলে যে শক্তি বা যে গুণের প্রয়োগ করার লক্ষ্য রেখেছ, তাতে কতটা সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে? আর কত সময়ে সফলতা লাভ হয়েছে? সায়েন্সের প্রয়োগ দিন-দিন অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ রূপ অনুভব করানোতে যেমন এগিয়ে যাচ্ছে তেমন সময়ও কম নিচ্ছে। অল্প সময় সফলতা বেশি - সায়েন্সের লোকেরও এই লক্ষ্য। এভাবেই, যে লক্ষ্যই রেখেছ তাতে সময়কেও চেক করো আর সফলতাও চেক করো। যখন স্ব-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগে সফল হয়ে যাবে তখন অন্য আত্মাদের জন্যও প্রয়োগ করা সহজ হয়ে যাবে এবং যখন স্ব-ক্ষেত্রে সফলতা অনুভব করবে তখন তোমার হৃদয়ে অন্যদের জন্য প্রয়োগ করার উৎসাহ-উদ্দীপনা আপনা থেকেই বেড়ে যাবে। যখন তুমি অন্য আত্মাদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্কে থাকবে, তখন তোমার নিজের উপরে প্রয়োগ করায় ওই আত্মাদের উপরেও তোমার প্রয়োগের প্রভাব আপনা থেকেই পড়তে থাকবে। এক্ষেত্রে, একটা দৃষ্টান্ত নিজের সামনে রাখো যে, আমাকে সহনশক্তির প্রয়োগ করতে হবে, তো যখন নিজের মধ্যে সহনশক্তি প্রয়োগ করবে তখন যে অন্য আত্মারা তোমার সহনশক্তিকে নড়ানোর নিমিত্ত হয় তারাও রক্ষা পাবে তো না, তারাও তো এর থেকে সরে যাবে। তারপর, তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে থাকছ, সেন্টার হলে তবে সেন্টারে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে ছোট ছোট গ্রুপ রয়েছে প্রথমে নিজের উপরে ট্রায়াল করো তারপর নিজের ছোট সংগঠনে ট্রায়াল করো। সংগঠিতভাবে যে কোনও গুণ কিংবা শক্তির প্রয়োগের প্রোগ্রাম বানাও। তাতে কী হবে? সংগঠনের শক্তি দ্বারা সেই গুণ বা শক্তির বায়ুমন্ডল প্রস্তুত হয়ে যাবে, ভাইব্রেশন ছড়াবে, আর বায়ুমন্ডল তথা ভাইব্রেশনের প্রভাব অনেক আত্মার উপরে পড়েই। অতএব, এমনই প্রয়োগশালী আত্মা হও। প্রথমে নিজের মধ্যে সন্তুষ্টতার অনুভব করো, তারপর অন্যদের মধ্যেও সহজ হয়ে যাবে, কারণ বিধি জানা হয়ে যাবে। যেমন, সায়েন্সের যে কোনও সাধনকে প্রথমে স্যাম্পল হিসেবে প্রয়োগ করে, তারপরে বৃহৎ রূপে প্রয়োগ করে, ঠিক সেভাবেই তোমরা প্রথমে নিজেকে স্যাম্পল হিসেবে ইউজ করো। যত এটা প্রয়োগ করার ইচ্ছা বাড়তে থাকবে, বুদ্ধি-মন এতে বিজি থাকবে, তো তুচ্ছ যে সব বিষয়ে সময় ব্যয় করো, শক্তি ব্যয় করো তা বেঁচে যাবে। সহজেই অন্তর্মুখিতার স্থিতি নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে, কারণ কোনও জিনিসের প্রয়োগ এবং প্রয়োগের সফলতা আপনা থেকেই অন্য সব দিক থেকে সরিয়ে দেয়। এই প্রয়োগ সবাই করতে পারো তো না, নাকি কঠিন? এই বছর প্রয়োগশালী আত্মা হও। বুঝেছ, কী করতে হবে? তাছাড়া, প্রত্যেকে নিজের প্রতি প্রয়োগে যদি ব্যাপ্ত হয় তাহলে প্রয়োগশালী আত্মাদের সংগঠন কত পাওয়ারফুল হয়ে যাবে! সেই সংগঠনের কিরণ অর্থাৎ ভাইব্রেশনস অনেক কাজ করে দেখাবে। এতে শুধু দৃঢ়তা চাই - 'আমাকে করতেই হবে'। অন্যদের টিলেমি ভাবের প্রভাব পড়া উচিত

নয়। তোমার দূততার প্রভাব অন্যদের উপরে পড়বে, কারণ দূততার শক্তি শ্রেষ্ঠ, নাকি টিলেমি-র শক্তি শ্রেষ্ঠ? বাপদাদার বরদান রয়েছে, যেখানে দূততা সেখানে সফলতা আছেই। সুতরাং কী হবে তোমরা? প্রয়োগশালী, ত্রিকালদর্শী আসনধারী। আর তৃতীয়তঃ কী করবে? যেমন সময় তেমন বিধিতে সিদ্ধিস্বরূপ। সুতরাং বছরের এটা হোমওয়ার্ক। এই হোমওয়ার্ক আপনা থেকেই বাবার কাছে নিয়ে আসবে। ব্রহ্মাবাবাকে যেমনটা দেখেছ — যে কোনও কর্ম করার আগে আদি-মধ্য-অন্তকে বুঝে বুঝে কর্ম করেছেন এবং করিয়েছেন। অমনোযোগী হননি যে, যা হয়েছে ঠিক আছে, চালাতে হবে, চালিয়ে নেব। না। সুতরাং ফলো ব্রহ্মাবাবা। ফলো করা তো সহজ, তাই না! কপি করতে হবে তো না, কপি করার বুদ্ধি আছে তো তোমাদের না!

আচ্ছা, এই গ্রুপের সবাই চান্স নেয়। এক্সট্রা লটারী প্রাপ্ত হয়েছে। হঠাৎ করেই যখন লটারী লাভ হয় তখন সেই খুশি বেশিই হয়। তাহলে, এটা লাকি গ্রুপ হলো তো না, চান্স নেওয়া লাকি গ্রুপ। অন্যেরা ভাবতে থাকে, আর তোমরা পৌঁছে গেছ। এখন ডবল বিদেশিদের টার্ন শুরু হবে। ভারতবাসী নিজেদের লটারী নিয়ে নিয়েছে। চতুর্দিকের ডবল বিদেশি বাচ্চারা রিড্রিটের যে প্রোগ্রাম বানিয়েছে সেটার জন্য তারা ভালো পরিশ্রম করেছে। বিশেষতঃ নিমিত্ত আত্মাদের কাছে নিয়ে আসার বিধি ভালো। তাছাড়াও, যত সাহস বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ সফলতা ততই প্রাপ্তি হচ্ছে। এমন অনুভব হয় তো না! একটা সময় ছিল যখন নিমিত্ত বিশেষ আত্মাদের সাথে যোগাযোগ করাও কঠিন লাগত আর এখন কী মনে হয়? তোমরা যতটা ভেবেছিলে তার থেকে আরও বেশি আসে, তাই না! সুতরাং এটা সাহসেরই প্রত্যক্ষফল। ভারতেও যোগাযোগ বাড়ছে। আগে তোমরা নিমন্ত্রণ দেওয়ার পরিশ্রম করতে আর এখন তারা নিজেরা আসার অফার করে। ফারাক তো হয়েই গেল, তাই না! তারা বলে, আমরা আসব আর তোমরা বলো নম্বর নেই। এ' হলো 'সাহসী বাচ্চা, সহায় বাবা'-র প্রত্যক্ষ স্বরূপ! আচ্ছা!

চারদিকের মাস্টার ত্রিকালদর্শী আত্মাদের, যারা, সদা সময়ের মহস্বকেজেনে এবং সময় অনুসারে রত্নভান্ডারকে কার্যে প্রয়োগ করে সেই দিব্য বুদ্ধিমান আত্মাদের, যারা সদা অন্তর্মুখিতার প্রয়োগশালায় প্রয়োগ করে সেই প্রয়োগশালী আত্মাদের, যারা সদা সাহস দ্বারা বাবার সহায়তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে সেই আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎকার - তোমরা নিমিত্ত আত্মাদের কোন প্রয়োগশালায় থাকো? সারাদিন কোন ধরনের প্রয়োগশালা চলে? নতুন নতুন ইনভেনশন করছ, তাই না! নিরন্তর নতুন নতুন অনুভব করছ আর নতুন নতুন বিধিও টাচিং হতে থাকে, কেননা যারা নিমিত্ত তাদের নতুন নতুন বিশেষ বিষয় টাচিং হওয়ার বিশেষ বরদান রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাদের চিন্তন শুরু হয়, তাই না, টাচিং আসে, আসে তো না যে, এখন এটা হবে, এখন এটা হবে, এখন এটা হওয়া উচিত। তো নিমিত্ত আত্মাদের বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর কিংবা পরিবর্তন শক্তি বাড়ানোর প্ল্যানিং আবশ্যিক। এটা করা ব্যতীত তোমরা থাকতে পারো না। এই বিষয়ে তোমাদের বুদ্ধি চলতে থাকে তো না। দেখে দেখে আশ্চর্যবৎ হও না, বরং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তোমাদের প্ল্যানিং বুদ্ধি সম্প্রসারিত হয়। মায়া সংগঠনকে নড়ানোর নতুন নতুন প্ল্যান বানায়, তোমরা নতুন নতুন বিষয় শোনো, তাই না, আর তোমরা সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে প্ল্যান বানিয়ে থাকো। কখনো আশ্চর্য মনে হয়? মনে হয় না তো না? মায়াও পুরানো বিধিতে খোড়াই আপন বানাবে! সেও তো নবীনত্ব আনবে, তাই না। আচ্ছা!

বরদানঃ- শুদ্ধ মন আর দিব্য বুদ্ধির বিমান দ্বারা সেকেন্ডে সুইট হোমের যাত্রা করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব সায়েন্টিস্টরা ফাস্ট গতির যন্ত্র বের করতে সচেষ্ট হয়। তার জন্য কতো খরচ করে, কতো সময় আর এনার্জি ব্যয় করে, কিন্তু তোমাদের কাছে এত তীব্রগতির যন্ত্র আছে তা' দিয়ে তোমরা ভাবার সাথে সাথে বিনা খরচে পৌঁছে যাও, তোমাদের শুভ সঙ্কল্পের যন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে, দিব্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। এই শুদ্ধ মন আর দিব্য বুদ্ধির বিমান দ্বারা তোমরা যখন চাও তখনই চলে যেতে পারো আর যখন চাও তখন ফিরে আসতে পারো। মাস্টার সর্বশক্তিমানকে কেউ আটকাতে পারে না।

স্লোগানঃ- হৃদয় যদি প্রকৃত স্বচ্ছ হয় তাহলে হৃদয়নিধি (দিলারাম) বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent

1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সমান নির্ভীক হও, নিজের অবস্থাকে সাক্ষী রেখে সদা প্রফুল্লিত থাকো, স্মরণে থাকলেই অস্তিমে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা সদা ফ্রেশ এবং প্রফুল্লিত থাকার জন্য কোন্‌ বিধি গ্রহণ করে?

*উত্তরঃ - দিনে দুই বার জ্ঞান-স্নান করার। বড়লোকেরা ফ্রেশ থাকার জন্য দু'বার স্নান করে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদেরও দুইবার জ্ঞান স্নান করা উচিত। এতে অনেক লাভ রয়েছে -- ১) সদা প্রফুল্লিত থাকবে, ২) সৌভাগ্যশালী ভাগ্যবান হয়ে যাবে, ৩) যেকোনো প্রকারের সংশয় দূর হয়ে যাবে, ৪) মায়ায় প্রভাবিত লোকদের সঙ্গে থেকে সুরক্ষিত থাকবে, ৫) বাবা এবং টিচার খুশি হবেন, ৬) সুন্দর ফুল (গুল-গুল) হয়ে যাবে। অপার খুশিতে থাকবে।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি। শিববাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান ব্রহ্মার মুখের মাধ্যমে। এ হলো গোমুখ। ষাড়ের মুখ নন্দীগণ, তাই না ! গানও শুনেছো। প্রিয়তম বলেন প্রিয়তমাদের, এখন প্রিয়তমা কেবল নারীরা তো নয়, এই পুরুষেরাও হলো প্রিয়তমা। যারাই ভক্তি করে, তারা ভগবানকে স্মরণ করে তাহলে প্রিয়তমা হয়ে গেল। প্রিয়তম হলেন একজনই। সাধুরাও সাধনা করে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। তাহলে তারাও হয়ে গেল প্রিয়তমা। সেই এক ঈশ্বর কে ? এক তো বলা হবে গডফাদারকে। যেমন বর রাজাকে আসতে হয় বউকে (স্ত্রী) নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরা সবাই হলো পত্নী। তারা প্রিয়তমকে স্মরণ করে, তাহলে অবশ্যই আসতে হবে। একজনের জন্য তো নয়, সকলের জন্য আসতে হবে আর সব প্রিয়তমা-রাই দুঃখী। কোনো না কোনো রোগ, অসুস্থতা ইত্যাদি অবশ্যই থাকবে। তাহলে এটা হয়ে গেলো নরক। স্বর্গে হলো সুখ, নরকে রয়েছে দুঃখ। এই সময় আমরা সকলেই হলাম নরকবাসী প্রিয়তমা অর্থাৎ সকলেই মায়া রাবণের কারাগারে রয়েছে। অসীম জগতের পিতা অসীমের কথাই বোঝাবেন। সমগ্র দুনিয়াই কারাগারে বন্দী রয়েছে, একে দুঃখধাম বলা হয়। ধাম অর্থাৎ বসবাসের স্থান। কলিযুগে হয় দুঃখ। সত্যযুগে থাকে সুখ। দৈবী-সম্প্রদায়, আসুরীয় সম্প্রদায় - এ হলো গীতার ভগবান শিবের মহাবাক্য। তিনি স্বয়ং বলেন - প্রিয়তমারা, এখন নবযুগ এসেছে। এ হলো পুরানো দুনিয়া। প্রিয়তম বলেন এখন জাগো। এখন নবযুগ, সত্যযুগ আসছে। গীতার দ্বারা স্বর্গ স্থাপন করা হয়েছিল। গীতা হলো ভারতের দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র, যে দেবতা ধর্ম এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রায়ঃ অর্থাৎ বাকি আটায় নুনের মতন রয়ে গেছে। চিত্র রয়েছে কিন্তু নিজেকে কেউই দেবতা মনে করে না। এটা ভুলে গেছে যে সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যাকে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। যখন লক্ষী-নারায়ণের রাজ্য হবে তখন তারা এমন বলবে না যে এখন স্বর্গ রয়েছে। তাহলে তো এও বুঝবে যে নরক হবে। এইসব রহস্য আমরা এখন জেনে থাকি। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল, এখন নরক। দেবী দেবতা ধর্মের পা ভেঙে রয়েছে। এই কথা আর কোনো গীতার কথকেরা (পাঠ করে শোনান যারা) বলতে পারে না। সর্ব শাস্ত্রময়ী হলো গীতা। গীতার ভগবানই গীতার দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। তারপর সেখানে অর্ধেক গল্প গীতার প্রয়োজন পড়ে না। ওখানে হলো প্রালঙ্ (কর্মফল ভোগ করা)। স্বয়ং বাবা বলেন - এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন বিলুপ্ত, তাই না ! আমি প্রত্যহ নতুন নতুন কথা শোনাই। ওরা তো ১৮ অধ্যায় শুনে আসছে। একে নতুন কে বলবে ? পুরো ১৮ অধ্যায় লিখে রেখেছে। এখানে তো আমরা পড়তে থাকি। যোগ যুক্ত হতে থাকি। এতেও সময় লাগে।

জ্ঞান আর যোগ হলো দুই ভাই-বোন। বাবা বলেন ধ্যানের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কারণ তার দ্বারাই তোমরা জীবনমুক্তি পাবে। এইরকম কেউই বলতে পারবে না যে আমাদের সাক্ষাৎকার হোক তবেই পুরুষার্থ করবো। সামনে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দেখছো এইরকম প্রিন্স - প্রিন্সেস হবে, তারপর যা চাও তাই হও। প্রিন্স- প্রিন্সেস হয়, এ তো মানা উচিত তাই না ! এখন নবযুগ আসছে। যেখানে জয় সেখানে গিয়ে প্রিন্স হয়ে জন্ম নেবে। রত্নজড়িত মুরলীও (বাঁশী) থাকবে - এ হলো নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণেরও মুরলী দেখানো হয় কারণ যুবরাজ তাই না ! এছাড়া ওখানে জ্ঞানের কোনো কথা নেই। জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র শিববাবা। সেই বাবা বলেন - বাচ্চারা, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে মন্ত্র দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। অস্তিমে যেমন মতি তেমন গতির গায়ন রয়েছে, তাইনা ! অস্তিমে আমাকে স্মরণে রাখবে তাহলেই গতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা আজ না কাল করে আসছো। দু-চারটি ঘটনা দেখাতে পারি যে মানুষ আচমকা কীভাবে মারা যায়। সেইসময় মন্ত্র তো স্মরণ করতে পারবে না। মনে করো আচমকা ছাদ ভেঙে পড়ল, সেই সময় স্মরণ করতে পারবে? ধরনী

কাঁপবে, সেই সময় তো হয় হয় করতে লেগে যাবে। বহু সময়ের অভ্যাস থাকলে তখন সেইসময় অবস্থা নড়বড়ে হবে না। সাক্ষী হয়ে, প্রফুল্লিত বদনে বসে থাকবে। মানুষ তো সামান্য আওয়াজেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তোমরা কখনো পালিয়ে যাবে না। ভয়ের কোনো কথা নেই। যেমন বাবা নির্ভীক, তেমন বাচ্চাদের-কেও নির্ভীক হতে হবে।

বাবা বলেন - এখন নবযুগ আসছে। এখন নিজেকে ইনসিওর করে দাও। সমগ্র ভারতকে তোমরা ইনসিওর করো। বাবার থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা ভারতকে ইনসিওর করছো। ভারত হীরেতুল্য হয়ে যাবে। তারপর সেখানেও যতখানি যে লাইফকে ইনসিওর করবে। তন মন ধন সবই ইনসিওর হয়ে যায়। বাবা বলেন এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ ফল দেবে। যেমন সুদামার উদাহরণ রয়েছে ঝট করে মহল দেখে। তাহলে প্রত্যক্ষ ফল হয়ে গেলো, তাই না ! প্রিন্স প্রিন্সেসেরও সাক্ষাৎকার করে। আবার প্রিন্স-প্রিন্সেস তো সত্যযুগেও রয়েছে, ত্রেতাতেও রয়েছে। এ খোড়াই বুঝতে পারবে যে আমরা কোথাকার প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। সকলেই সূর্যবংশী তো হতে পারবেনা। ও'সব হলো সাক্ষাৎকার। এছাড়া আত্মা এভাবে কখনো বেরিয়ে যায় না। এই সাক্ষাৎকারের ড্রামাও নির্ধারিত রয়েছে। আত্মাকে আহ্বান করে তখন এ'ভাবে আত্মা খোড়াই কোনো শরীর থেকে বেরিয়ে যায়! তাহলে তো সেই শরীর থাকতে পারবে না। এইসব হলো সাক্ষাৎকার। বাবা বিভিন্ন রূপে সাক্ষাৎকার করিয়ে থাকেন। নির্ধারিত রয়েছে তবেই সোল আসে, ড্রামার এই রহস্যকে বুঝতে হবে। নতুন কথা (বিষয়), তাই না! সেইজন্য ক্লাসেও রেগুলার আসতে হবে। তোমাদের জানা আছে - অনেক ভালো ভালো লোকেরা দু'বার স্নান করে থাকে ফ্রেশ থাকার জন্য। এই জ্ঞান স্নানও দু'বার করলে ফ্রেশ হয়ে যাবে। দুইবার জ্ঞান স্নান করলে অনেক অনেক লাভ হয়। নাহলে শুধু শুধুই নিজের বাদশাহী (রাজত্ব) হারিয়ে ফেলবে। বাবা রেজিস্টারের দ্বারাও যাচাই করেন। সম্পূর্ণ সুখী, সৌভাগ্যশালী কে? আরে, অসীম জগতের বাবার থেকে অগাধ ধন-সম্পদ গ্রহণ করতে যায়, স্বর্গের মালিক হয়ে যায়। যদি এতখানি নিশ্চয় না থাকে তাহলে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। দুইবার স্নান করলে তোমরা অতীব প্রফুল্লিত থাকবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের গাইড হয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। কত ঘুরিয়ে থাকি। ওরা এরোপ্লেনে করে উপরে যায়, তাদের কত মহিমা হয়। বাস্তবে মহিমা তো তোমাদের হওয়া উচিত। তোমরা বৈকুণ্ঠে গিয়ে ঘুরে-ফিরে আসো। মোস্ট ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার! বাবা বলেন - সবচেয়ে দূরদেশ নিবাসী এসেছেন প্রদেশে (প্রবাসে)। তারপর এতে সর্বব্যাপীর কোনো কথাই নেই। তোমরা হলে পয়গম্বর, সংবাদ (পয়গম) প্রদানকারী, তাই না! আমি পাঠিয়ে দিই। এও ড্রামায় রয়েছে। ড্রামা অনুসারে প্রত্যেককে নিজের ভূমিকা পালন করতে আসতে হয়। তারপর আমিও আসি, এসে পড়িয়ে থাকি। এ হলো গীতা পাঠশালা। ওই সংসঙ্গে তো তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে যেতে থাকো। এক কান দিয়ে শোনো, অন্য দিয়ে বের হয়ে যায়। এইম অবজেক্ট কিছুই নেই। এখন তো ভিতরে খুশির তালি বাজতে থাকে। স্টুডেন্ট লাইফে যারা ভালোভাবে পড়ে তাদের তো খুশি থাকে, তাই না ! সেখানে সন্তান হওয়ার সম্পর্কেরও সুখ থাকবে, টিচারেরও খুশি হবে। এখানেও মা-বাবা, টিচার রয়েছে, তাই তোমরাও খুশিতে থাকো। বাচ্চাদের কর্তব্য হলো পড়াশোনা করা। এখন বাবা সম্মুখে এসেছেন তাহলে এক বাবার কাছেই শোনো। অর্ধেক কল্প ধরে অনেক বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেরিয়েছো। এখন এদিক-ওদিক বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ করো, কিন্তু সেও তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকবে।

মানুষ বলে যে কলিযুগের এখনো এত বছর পড়ে রয়েছে। তোমরা যখন তাদের বলবে, তখন তারা বলবে এ তো কল্পনা। জাদু আছে। ব্যস্, অবলারা সেখানেই বসে পড়বে। বাবা নিজের দিকে টানেন, আবার মায়াবী পুরুষ নিজের দিকে আকর্ষণ করে। মাঝখানে ঝুলতে থাকে। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, যতক্ষণ পর্যন্ত দুইবার স্নান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো লাভ নেই। কোনো এক সময় মুরলীতে এমন পয়েন্টস বেরিয়ে আসবে যার ফলে এমন তীর লেগে যাবে যে তোমাদের সংশয় দূর হয়ে যাবে। অন্য কোনো সংসঙ্গে যাওয়ার জন্য কখনও বারণ করা হয় না। এখানের জন্য বারণ করে, কারণ এখানে পবিত্র হওয়াই হলো মুখ্য কথা। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পবিত্র হতে হবে। এখানে তো স্ত্রী পতির (মৃত্যুর) পরে সতী হয়, যাতে পতিলোকে (যেখানে পতি গেছে) যায়। পতি নরকে থাকলে স্ত্রীও নরকে চলে আসে। এখন তোমরা দুজনে স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হয়। কন্যারা বলে আমরা বিবাহ করবো না, ওরা বলে অবশ্যই বিবাহ করতে হবে। বাবা বলেন -- কন্যারা, এই অন্তিম জন্মে বিবাহ করলে মোহের জাল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্বামীর প্রতি মোহ, তারপর বাচ্চায় মোহ। বাপেরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ির মোহ.... আজ বাচ্চা জন্ম নিল তো পাটি দেবে, কাল বাচ্চার মৃত্যু হলো তখন হয়-হায়, দোষারোপ করবে। সত্যযুগে তো তোমরা অত্যন্ত খুশিতে থাকবে।

বাবা বুঝিয়ে থাকেন - বাচ্চারা, প্রতিটি ঘরকে স্বর্গে পরিণত করো। চিত্র রেখে দাও। যারাই আসে, তাদের বলো - স্বর্গের মালিক হবে? এসো আমরা বুঝিয়ে দিই। বাবা অত্যন্ত ভালো ভালো স্লোগানস্ বলে থাকেন। দুইবার (জ্ঞান) স্নান করলে তোমরা ফুল (গুলগুল) হয়ে যাবে। অপার খুশি থাকবে। বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরের মহিমা অপার। তাহলে তোমাদের খুশির

মহিমাও অপার হয়ে যাবে। গীতার মহিমাও হলো অপার। তোমরা বলবে গীতার মাধ্যমে আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি।

একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত কেউ এইরকম বলবে না যে জাগো সজনীরা জাগো, এখন সত্যযুগ আসতে চলেছে.....। আমি অগ্নি শিখা (শমা), তোমাদের জ্যোতি আগ্রত করতে এসেছি। এই দাদাও এখন পুরুষার্থী। বাবা তোমাদের নতুন যুগের জন্য নতুন কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। গানটি কতো সুন্দর। এই রাস্তাই হলো নতুন। লোকেরা বলে যে শাস্ত্র থেকেই ভগবানের পথ পাওয়া যাবে তারপর বলে দেয় সব হলো ঈশ্বরই ঈশ্বর। তারই মহিমা রয়েছে। আমরা তো দুনিয়ায় এসেছি খুশি পালন করতে, যা ইচ্ছা থাকে-দাও, আনন্দ করো, আত্মায় কোনো দাগ লাগে না। নিজের খারাপ তুষ্ণা পূর্ণ করার জন্য আত্মা হলো অলিপ্ত (দাগহীন) বলে দেয়। এইরকম সঙ্গতে কখনো ফেসে যেও না। তোমরা হলে হংসা। বাবা বলেন তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। বিকারে যাওয়া তো ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট। ঠিক আছে আমার কথা এখন মান্য ক'রো না, কিন্তু এখন স্বচ্ছ না হলে, সহযোগী না হলে তখন ধর্মরাজের দ্বারা অনেক সাজাভোগ করতে হবে। মনে রাখবে, ঈশ্বর নতুন সংসার দেখিয়েছেন, তোমরা নতুন সংসারের মালিক হতে এসেছো তাহলে নিজের মনকে(হৃদয়) জিজ্ঞাসা করো -- আমরা সৎ(সন্তান) নাকি আপন? শিববাবা হলেন ঠাকুরদাদা, ব্রহ্মা বাবা হলেন বাবা, আমরা হলাম পৌত্র-পৌত্রী। এ হলো ঈশ্বরীয় আত্মীয়তা। দাদু স্মরণে না এলে তখন উত্তরাধিকার কীভাবে পাবে? সেইজন্য দাদুকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। বাবা ব্যতীত দাদু কিভাবে আসবে? ঠাকুরদা আছেন, তোমরা হলে তাঁর পৌত্র-পৌত্রী। মাঝে বাবা অবশ্যই আছেন। পৌত্রের ঠাকুরদার উপরে অধিকার রয়েছে সেইজন্য বলেন তোমরা ঠাকুরদাদার থেকে প্রপাটি নিয়েই নেবে। খুশির কথা, তাই না!

আমরা শিব ভগবানের গীতার দ্বারা ভারতের ভাগ্যকে হিরে তুল্য করে গড়ে তুলছি। একমাত্র গীতাই হিরে তুল্য বানায়। বাকি সব কড়িতুল্য বানিয়ে দেয়। ভারতের ভাগ্যে একদম দাগ লেগে গেছে। তারপর এখন বাবা ভারতেরই ভাগ্যকে জাগিয়ে তোলেন। মানুষ গীতার ছোট লকেট বানিয়েও (গলায়) পরে থাকে। কিন্তু তার (গীতার) মাহাত্ম্যকে কেউ জানে না। এখানকার নিয়মও বড়ই কড়া। পবিত্র ব্রাহ্মণ অবশ্যই হতে হবে। মিথ্যা-মিথ্যা মাম্মা-বাবা বলা উচিত নয়। সৎ হবে তবেই নেশা চড়বে। হাফ কাস্টের নেশা চড়বে না। ঈশ্বর ভারতের উপরে দিওয়ানা (প্রণয়ী) হয়ে পড়েছে যে আমি ভারতকে পুনরায় হিরে তুল্য বানাবো তাই ভারতের উপর প্রেমবিহ্বল হয়েছেন, তাই না! ভারতকে পুনরায় শীর্ষে পৌঁছে দেন। প্রিয়তম প্রিয়তমার পিছনে দিওয়ানা (পাগল) হয়ে যায়, তাই না! তাহলে ভারতবাসীদের পিছনে তিনি কতখানি দিওয়ানা। কত দূর থেকে ছুটে আসেন, তবুও কতো বড় নিরহংকারী। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অসীম জগতের বাবার থেকে অগাধ ধন নেওয়ার জন্য দুইবার স্তন স্নান করতে হবে। পড়াশোনায় রেগুলার অবশ্যই হতে হবে।

২) ফুলকাস্ট প্রকৃত পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে। বাবার সহযোগী হতে হবে। নোংরা তুষ্ণা যারা রাখে তাদের সঙ্গে কখনো ফেসে যাবে না।

বরদানঃ:- তন, মন আর হৃদয়ের স্বচ্ছতার দ্বারা সাহেবকে রাজী করানো প্রকৃত হোলিহংস ভব স্বচ্ছতা অর্থাৎ মন-বচন-কর্ম, সম্বন্ধ সবেতে পবিত্রতা। পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে সাদা রং-কে দেখানো হয়। তোমরা হোলিহংসরাও হলে শ্বেত বস্ত্রধারী, স্বচ্ছ হৃদয় অর্থাৎ স্বচ্ছতা-স্বরূপ হয়ে থাকো। তন, মন এবং হৃদয়ে সাদা দাগহীন অর্থাৎ স্বচ্ছ হয়ে থাকো। পরিস্কার মন বা পরিস্কার হৃদয়ের উপরে সাহেব রাজী হন। তাদের সকল ইচ্ছা অর্থাৎ কামনাগুলি পূর্ণ হয়। হংসের বিশেষত্বই হলো স্বচ্ছতা, সেইজন্য ব্রাহ্মণ আত্মাদের হোলিহংস বলা হয়ে থাকে।

স্লোগানঃ:- যে এইসময় সবকিছু সহন করে সেই শাহেনশাহ হয়।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে সেইজন্য এর প্রতি প্রীতি রেখো না, নতুন ঘর স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সদা সুখী হওয়ার কোন বিধি বাবা বাচ্চাদের শুনিয়ে থাকেন?

*উত্তরঃ - সদা সুখী হতে চাইলে অন্তর থেকে এক বাবার হয়ে যাও। বাবাকেই স্মরণ করো। বাবা কখনোই কোনো বাচ্চাকে দুঃখ দিতে পারে না। স্বর্গে কখনও কারো পতি (স্বামী), কারো বাচ্চা মারা যায় না। ওখানে অকাল মৃত্যুর কাজকারবার চলে না। এখানে তো মায়া রাবণ দুঃখ দিতেই থাকে। বাবা হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা।

*গীতঃ- দুঃখীদের প্রতি দয়া করো মাতা-পিতা আমার....

ওম্ শান্তি । ইনি সেই মাতা-পিতা যিনি সদা সুখী করে তোলার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যেমন কোনো ব্যারিস্টার বসে ব্যারিস্টার হওয়ার নলেজ প্রদান করেন। ইনি হলেন অসীমের মাতা-পিতা, স্বর্গের রচয়িতা। তিনি বসে বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এমন কোনো কলেজ হবে না যেখানে স্বয়ং ভগবান বসে পড়ান। এখানে স্বয়ং ভগবান বসে পড়ান ভগবান-ভগবতী করে তোলার জন্য। সত্যযুগে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। নতুন দুনিয়ার মালিক কে বানিয়েছে? ওরা সত্যযুগের মালিক ছিল। ভারতে সত্যযুগের আদিতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন হচ্ছে কলিযুগ, দেবতাদের রাজ্যই নেই। দেবতা থেকে সবাই বদলে গিয়ে কাঙাল মনুষ্য হয়ে গেছে। দেবতার অগাধ ধনবান এবং সুখী ছিল। এখন কলিযুগ শেষ হওয়ার কারণে সব মানুষ বড়ই দুঃখী হয়ে পড়েছে। লড়াই হবে, মানুষ বড় গ্রাহি-গ্রাহি(বাঁচার জন্য আর্তনাদ) করবে। গৃহহীন হয়ে পড়বে। মানুষ সম্পূর্ণ রূপে অনাথ হয়ে গেছে কেননা স্বর্গের সুখ প্রদানকারী মা-বাবাকেই জানে না। তোমরা ঐ মাতা-পিতার সন্তান হয়েছ। তোমরা মাতা-পিতার কাছ থেকে অগাধ সুখ পাও। মানুষ যারা ভক্তি করে তারা কোনো ভগবানকে স্মরণ করে না, তারা তো ভগবানকে নুড়ি-পাথর, কুকুর-বিড়ালের মধ্যে আছে বলে নিজেদেরও ভগবান মনে করে বসে আছে। ওরা বলে সবকিছুর মধ্যেই ভগবান বিরাজমান। পতিতদের মধ্যে ভগবান বিরাজমান মনে করা এটা তো গ্লানি করা হলো না! কিন্তু এটাও ড্রামায় নির্ধারিত যে মানুষকে ভুল করতেই হবে আর বাবাকে এসে নির্ভুল করতে হবে। মানুষের কিছুই জানা নেই। ভগবান তো একজনই হন, থোড়াই হাজার হবে। লৌকিক পিতা অনেক হয়। এমনকি জানোয়ারদেরও আছে। কিন্তু সবার সঙ্গতি দাতা, পতিত-পাবন একজনই। সুতরাং ঐ বাবা এসেই ভবিষ্যতের জন্য বাচ্চাদের পড়ান। ভগবান-ভগবতী করে তোলেন। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কে ভগবান-ভগবতী করে তুলতে পারে? উনি হলেন পিতা, সুতরাং মাতা ছাড়া কিভাবে সৃষ্টি রচনা করবেন! ভারতবাসীরা গায়, তোমরাও ভক্তি মার্গে চিত্তকার করতে - তুমিই মাতা-পিতা...তোমারই কুপায় সুখ পাই সেইজন্যই আমরা ভক্তি করি। কারো ভক্তি করলেই মনে করা হয় আমরা ভগবানকে স্মরণ করছি। সন্ন্যাসীরাও সাধনা করে কিন্তু কার সাধনা করছে তারা সেটা জানে না। রাবণের মতে চলে সব ভুলে গেছে। তাহলে বাবা আর কি করবেন। এতো দুঃখী কাঙাল হয়ে পড়া, এটাও ড্রামায় আছে।

বাবা এসে বাচ্চাদের আবার স্বর্গের মালিক বানান। স্বর্গের মালিক করে তোলেন পারলৌকিক মাতা-পিতা, নরকের মালিক করে তোলে রাবণ। সুতরাং ঐ রাবণের উপরেই এখন জয়ী হতে হবে। এখন তোমরা মায়াজীত জগতজীত হচ্ছে। তোমাদের পুরানো দুনিয়াতে থোড়াই রাজত্ব করতে হবে। এই কথা কোনো পতিত মানুষকে বোঝাতে পারবে না। না ওরা কাউকে পবিত্র করে তুলতে পারবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে। বিষ থেকে জন্ম নিচ্ছে। দেবী-দেবতার তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। ওখানে বিষের নামই নেই। ভগবানকে কেউ-ই জানে না। সুতরাং তাঁকে গুরু করে কি লাভ হবে? না নিজে ভগবানের সাথে মিলিত হতে পারে, না অন্য কাউকে মিলিত করতে পারে। আত্মা পরমাত্মা বহুকাল ধরে আলাদা হয়ে গেছে... সুতরাং মিলিত হওয়ার জন্যেও পরমপিতা পরমাত্মাকে প্রয়োজন। ওরা এটাও বুঝতে পারছে না যে নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এই ড্রামা, যা সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত চলে, তাকে আবার রিপিট হতে হবে। এই ড্রামার নলেজকে বুঝতে পেরে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। তোমরা জানো ৮৪ জন্ম আমরা কীভাবে নিই। এটা হলো লিপ যুগ, পুরুষোত্তম যুগ। এটাই অন্তিম জন্ম। এখন বাবার হতে হবে। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা তোমরা আমার হও। তোমরা বলেও থাকো হে পরমপিতা পরমাত্মা। লৌকিক বাবাকে তো এভাবে বলতে পারো না। এখন পারলৌকিক

বাবা বলছেন আমি এসেছি। বাদবাকি এই কাকা, চাচা ইত্যাদি যারা তোমাদের আছে সব শেষ হয়ে যাবে। এই পুরানো দুনিয়ার বদল হচ্ছে। সামনে মহাভারী (ভয়াবহ) মহাভারতের লড়াই অপেক্ষা করছে। এই অনেক ধর্মের বিনাশ হবে। এটা একটা পুরানো দুনিয়া, যেখানে অসংখ্য ধর্ম আছে। সত্যযুগে হয় একটাই ধর্ম। সুতরাং এই দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হবে তাই এর প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত নয়। লৌকিক বাবা যখন নতুন বাড়ি তৈরি করে তখন বাচ্চাদের মন তো নতুন বাড়িকেই স্মরণ করবে তাই না যে বাড়ি তৈরি হলে আমরা নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠব। পুরানোকে ভেঙে শেষ করে দেব। এখন এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে - কীভাবে আগুন লাগছে, মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সমুদ্র কীভাবে উত্তাল হচ্ছে। এ'সবই সাক্ষাৎকার করেছে।

বাবা (ব্রহ্মা) যখন বশ্বে (মুশ্বই) যেতেন বুঝতে পারতেন এই মুশ্বই প্রথমে এমন ছিল না। একটা ছোট গ্রাম ছিল, এখন সাগর শুকিয়ে গেছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে তখন আর বশ্বেই থাকবে না। সত্যযুগে বশ্বে বলে কোনো গ্রাম হয়না। এই আমেরিকা ইত্যাদি কি ! একটা বোম্বোতেই সব শেষ হয়ে যাবে। হিরোশিমাতে যখন বোম্বা বিস্ফোরণ হলো, কি হলো তখন? শহরের পর শহর শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওটা তো শুধু একটা বোম্বা ছিল। এখন তো অসংখ্য বোম্বা তৈরি করা হয়েছে। বলে থাকে বাবা এসেছেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে, একে পুরানো নরক রাবণ করে থাকে। এসব ভারতবাসীরা জানে না। মায়া সবাইকে এমন ভাবে গোদরেজের তাল লাগিয়ে দিয়েছে যে খোলেই না। মানুষ কত দুঃখী হয়ে পড়েছে। যদিও বিত্তবানরা সুখী কিন্তু রোগ ভোগেও তো ভোগে তাই না! আজ বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করল, খুশি হলো, তারপর বাচ্চা মারা গেল তো দুঃখ হলো। বিধবা হয়েও কান্নাকাটি করতে থাকে। একে বলাই হয় দুঃখধাম। ভারত সুখধাম ছিল, এখন পুরানো হয়ে দুনিয়া দুঃখধাম হয়ে গেছে। পুনরায় বাবা সুখধাম করে তোলেন। বাবা বলেন এখন উত্তরাধিকার নাও। সুতরাং অবশ্যই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। বাকি সব দেহের সম্পর্ক দুঃখই দিয়ে থাকে। এখন তোমরা বুঝেছো এক বাবা ছাড়া আর কেউ সুখ দিতে পারে না। বলেও থাকো - বাবা, আমরা তোমার সেই বাচ্চারা, যাদের তুমি স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলে। এখন আমরা দুঃখী হয়ে পড়েছি। তুমি তো দয়াময়। আমরা দুঃখী, তাইতো তোমাকে ডাকি। সত্যযুগে গিয়ে সুখী হবো তখন কেউ-ই তোমাকে আহ্বান করবে না। দুঃখে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু ভগবানকে কেউ পায় না। মনে করো, ভক্ত হনুমানকে স্মরণ করেছে, আচ্ছা হনুমান কোথায় থাকে? হনুমানের কাছে তোমাকে কোথায় যেতে হবে। মানুষ ভক্তি করে মুক্তি বা জীবনমুক্তি ধামে যাওয়ার জন্য। হনুমান বা গনেশ ইত্যাদির স্মরণ করলে তোমরা কোথায় যাবে? ওদের ঠিকানা কোথায়? ওদের কাছ থেকে তোমরা কি প্রাপ্ত করো? কিছুই জানা নেই।

বাবা বোঝান সৃষ্টিতে সুখ প্রদানকারী হলাম একমাত্র আমি। এমন নয় যে ভগবান সুখ দেন, ভগবানই দুঃখ দেনহ যে সন্তান দানে সুখ হয়, সেই সন্তান কেড়ে নিলে দুঃখ হয়। বাবা বলেন আমি সর্বদা সুখ দিয়ে থাকি। মায়া তোমাদের সুখ ছিনিয়ে নেয়। সত্যযুগে এমনটা হয়না যে বাচ্চা মারা গেল বা কারো স্বামী মারা গেল। এখানে এই মায়াবী দুনিয়াতে কখনও কারো বাচ্চা, কখনও কারো স্বামী মারা যেতেই থাকে। এ'সব কারবার স্বর্গে হয় না। এটা তো নরক। এখন বাবা বলছেন যদি সদা সুখী হতে চাও তবে বাবার হও। এখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুই-ই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, এমন নয় যে আত্মা নির্লেপ। আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে। সেইজন্য এখন গহনাও (শরীর) আইরন এজেড হয়ে গেছে। এখন পুনরায় তোমরা গোল্ডেন এজেড হওয়ার জন্য নলেজ নিচ্ছো। বাবা এসে অমর করে অমরপুরীতে নিয়ে যান। এটা তো হলো মৃত্যুলোক। গীতাতেও এই শব্দ আছে। অমরপুরীতে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ থাকে না। মৃত্যুলোকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ থাকে। এমন দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। সুখধাম আর শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে। আমরা ভায়া শান্তিধাম হয়ে সুখধামে যাব। আমরা যেখানকার নিবাসী। এটাও তো স্বদর্শন চক্র হলো তাইনা। নিজের বাবা আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। কন্যা বাবার ঘর ছেড়ে যখন শ্বশুরবাড়ি যায় তখন গান গাওয়া হয় বাবার ঘর থেকে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি..... সুতরাং তোমাদের এই ব্রহ্মার ঘর হলো বাবার ঘর। এখন তোমরা স্বর্গে শ্বশুরবাড়ি যাবে। সেখানে সুখই সুখ। এখানে আছে দুঃখ। কন্যাও ঘর ছাড়ে সুখ পাওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানে তাকে পতিত বানিয়ে দুঃখী করে তোলে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন আমি তোমাদের নয়নে বসিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। কেবল আমাকেই স্মরণ করো। ওখানে তোমাদের কেউ-ই দুঃখ দেবে না। বাচ্চারা দেখেছে যে শ্রী কৃষ্ণের জন্ম কীভাবে হয়। আগে থাকতেই সাক্ষাৎকার হয়। যখন শরীর ত্যাগ করার সময় হয় ঐ সময়েই সাক্ষাৎকার হয়। আমি এই শরীর ত্যাগ করে ওখানে গিয়ে প্রিন্স হবো। আত্মা তখন শরীর থেকে বেরিয়ে গর্ভ মহলে গিয়ে বসে। বাচ্চা জন্ম নেওয়ার সময় কোনো কষ্ট হয় না। ওখানে গর্ভ মহলে তোমাদের সুখই-সুখ থাকবে। এখানে তো গর্ভ জেলও আছে আর যে চুরি করে পাপ করে সেও গভর্ণমেন্টের জেলে চলে যায়। ওখানে এই দুই জেল হয়না। কেউ-ই পাপ করে না। তাকে বলা হয় পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। সুতরাং বাবা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যান। দেখে যে সবাই এতো পুরুষার্থ করছে তখন আমিও বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নিরন্তর সুখী

হব না কেন। কেউ তো প্রায়শ্চিত্ত করে থাকে যে এই কর্মবন্ধন থেকে কীভাবে মুক্তি পাবো? বাচ্চা না থাকলে ভালো হতো। কেউ বিয়ে করে তারপর জ্ঞানে আসে তখন বলে যে আগে যদি জানতাম তো বিয়ে করতাম না। এমন অনেকেই লেখে। যার ভাগ্য যখন খোলে, তখনই সে আসে। সেও তারা পছন্দ করলে তবেই। এক সপ্তাহ বাবার বাচ্চা হয়ে দেখো, পছন্দ হলে হবে, নয়তো লৌকিক মা-বাবার হয়ে যাবে। ফিইজ (মূল্য) তো কিছু নেই। শিববাবার ভান্ডারা। না কোনো বইপত্র ইত্যাদি কেনান। শুধুমাত্র মুরলী পাঠানো হয়। বাবার খাজানা, তিনি কি ফিইজ নেবেন ! তবে হ্যাঁ, ভালো লাগলে গরিবদের জন্য লিটারেচার ছাপিয়ে নাও।

ভারতের মতো দাতা আর কোনো দেশ নেই। বাবাও এসে ভারতে দান করেন। তোমরা বাচ্চারাও তন-মন-ধন বাবার কাছে অর্পণ করে থাকো। মহাদানী হয়ে ওঠো। এই বাবা তো হলেন মহাদানী তাই না! প্রথমে তো ইনডাইরেক্ট দান করতেন। এখন স্বয়ং ডাইরেক্ট এসেছেন, পরিবর্তে স্বর্গের বাদশাহী দিয়ে থাকেন। এটা একটা সম্ভা (ডিল) সওদা তাইনা। তারপর তিনি বলেন এখন নিজের সমান তৈরি করো, বিকারকে জয় করো, দেহী-অভিমানী হও, নিজেকে আত্মা মনে করো। গেয়েও থাকে নগ্ন এসেছিলাম, নগ্ন হয়েই যাব। প্রথম নম্বরে দেবী-দেবতাদের আত্মারা এসেছিল। ওদের পরে দ্বিতীয় নম্বরে যারা ছিল তারা এসেছিল। প্রধান হলো দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা। যে প্রথমে আসবে তাকেই প্রথমে চলে যেতে হবে। তার অলরাউন্ডার পার্ট। এ'সব বিষয় বুঝতে হবে, যার ভাগ্যে আছে সে চট করে বুঝতে পারে তাইনা। ভাগ্যে না থাকলে মনও বসে না। বাবা বলেন এখন আমাকে স্মরণ করো, আমিই তোমাদের পিতা, গডফাদার। কচ্ছপ-মংস খোড়াই গড হয়। এ'সব বিষয়ে বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি সার্ভিসেবল বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) তন-মন-ধন সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করে মহাদানী হতে হবে। নিজের সমান তৈরি করার সেবা করতে হবে আর দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়া দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। কর্মবন্ধনে কখনো ফাঁসে যাওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- আসা আর যাওয়ার অভ্যাসের দ্বারা বন্ধনমুক্ত হওয়া পৃথক, নির্লিপ্ত ভব সমগ্র পড়াশোনা বা জ্ঞানের সার হলো - আসা আর যাওয়া। বুদ্ধিতে ঘরে যাওয়া আর রাজ্যে আসার খুশি রয়েছে। কিন্তু খুশির সাথে তারাই যাবে যাদের সবসময় আসা আর যাওয়ার অভ্যাস হবে। যখনই চাও তখনই অশরীরী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও আর যখন চাও কর্মাভীত হয়ে যাও - এই অভ্যাসে পরিপক্ব হওয়া চাই। এর জন্য কোনো রকম বন্ধন যেন আকর্ষণ না করে। বন্ধনই আত্মাকে টাইট (শক্ত) করে তোলে এবং আঁটোসাটো(টাইট) বস্ত্র ছাড়তে টানাটানি করতে হয় সেইজন্যই সবসময় পৃথক, নির্লিপ্ত থাকার পাঠ পাক্কা করো।

স্লোগানঃ:- - সুখের খাতার দ্বারা সম্পন্ন থাকলে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সবার সুখের অনুভূতি হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো তোমাদের আনকমন (বিরল) স্মৃতি, যাকে তোমরা এই (চর্ম) চক্ষু দিয়ে দেখতে পাও না, তাঁকেই স্মরণ করো আর তাঁরই স্মরণের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে থাকে"

*প্রশ্ন:- কোন একটি অভ্যাসের ত্যাগ করলে সমস্ত গুণ নিয়তই আসতে থাকবে?

উত্তর:- অর্ধেক কল্পকাল ধরে দেহ অভিমানে থাকার যে অভ্যাস পাক্সা হয়ে গেছে, এখন সেই অভ্যাসের ত্যাগ করো। মোস্ট বিলাভেড (সবচেয়ে প্রিয়) শিববাবাকে স্মরণ করো। যখন মনে কোনো দেহধারীর স্মৃতি থাকবে না, তখন সমস্ত কোয়ালিফিকেশন (গুণাগুণ) এসে যাবে, আর সমস্ত ডিফেক্ট (অবগুণ) দূর হয়ে যাবে। তখন আত্মা পবিত্রতার সাগর হয়ে যাবে। খুশির পারদ সদাই উর্ধ্ব থাকবে। সমস্ত গুণ নিয়তই আসতেই থাকবে।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা নিজের অসীম জগতের পিতার মহিমা শুনলো আর এখন বাচ্চাদের সামনে সেই অসীম জগতের পিতা বসে রয়েছেন। প্রত্যেক বাচ্চার বুদ্ধিতে এটা অবশ্যই ধারণ হওয়া উচিত যে আমরা সেই শিব বাবার সামনে বসে আছি যার এত মহিমা কীর্তন হয়, সেই শিববাবার সামনে বসে, তাঁর থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখে থাকার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। শুধুমাত্র এইটুকু স্মরণে এলেই খুশিতে উচ্ছসিত হয়ে ওঠা উচিত। যখন সামনে বসে এই জ্ঞানের কথা শোনো সেই সময় শুধু মনে থাকে তারপরে আবার তা ভুলে যাও - এমনটা হওয়া উচিত নয়। না, তা কখনোই ভোলা উচিত নয়। বাচ্চারা জানে যে, তারা পুনরায় নিজেদের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করছে। সুতরাং বুদ্ধি সেই নিরাকার পিতার দিকেই ধাবিত হয়। তাঁকে শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই জানতে পারা যায়। দিব্যবুদ্ধিতে এইটুকু যেন জাগরুক হয়ে থাকে যে, আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। যখন দৃঢ় নিশ্চয় থাকে তখন তা পাক্সা হয়েই যায়। যখন কারোর নিজের লৌকিক মাতা-পিতার প্রতি দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে যায় তখন তাঁদের প্রতি তার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ হলো এক নতুন কথা যেখানে - বুদ্ধির মাধ্যমেই পিতাকে জানতে পারা যায়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা শিববাবার হয়ে গেছি আর তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। আমরা কল্প কল্প ধরে সেই বাবার থেকেই উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি। বুদ্ধিতেই তাঁর স্মৃতি ফিরে আসে - বাবা তোমার দ্বারাই আমরা পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত করছি, আমরা এর যোগ্য দাবীদার। যদি দাবীদার হয় তাহলে অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করবে। লৌকিক পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো, তাঁকে তো কখনো ভুলে যাও না, তাঁর কথা তোমাদের খুব সহজেই মনে থাকে। এখানে এটাই আনকমন (বিরল) ব্যাপার যে বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের পাপ ভস্মিভূত হয়ে যাবে, সেই কারণেই বাবাকে স্মরণ করতে হয়। লৌকিক বাবার স্মৃতি তো অটোমেটিক্যালি (স্বাভাবিকভাবেই) মনে থাকে। কারণ তাঁকে চোখে দেখা যায়। সন্তান যখন জন্ম নেয় তখন তার মাতা পিতাকে সে মা-বাবা বলে ডাকে। কিন্তু এই অসীম জগতের পিতাকে এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। তাঁকে বুদ্ধির মাধ্যমে স্মরণ করতে হবে। আমরা শিববাবার সন্তান হয়েছি ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে আর ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য শ্রীমৎ অনুযায়ী পুরুষার্থ করতে থাকি। এতে সবার আগে পবিত্রতার প্রয়োজন। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বুদ্ধি পবিত্র হতে থাকবে। কখনো যেন এটা ভেবো না যে - আরে আমরা তো তাঁর সন্তান হয়েই গেছি, তাহলে কি দরকার। বাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। এমন অনেক বাচ্চারাই ভাবে যে আমরা তো তাঁর সন্তান হয়েই গেছি আর এই ভেবে তারা আর বাবাকে স্মরণ করে না। ভক্তি মার্গে বলা হয়ে থাকে যে মুখে রাম-রাম নাম জপ করো। কিন্তু এই রামের (শিব বাবার) কোনো চিত্র নেই। সেই কারণেই মানুষের বুদ্ধিযোগ ধাবিত হয় সেই অন্য রামের দিকে। সঙ্গতি দাতা শিবকে সকলেই ভুলে গেছে।

এখন তোমরা জানো যে শিববাবা এসেছেন। প্রথমে নিশ্চয়ই রচয়িতা শিব বাবা এসেছেন এবং তবেই তো তিনি স্বর্গের রচনা করেছেন। সত্যযুগের পর পুনরায় রামচন্দ্রের রাজত্ব হবে। এখন তোমরা সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে রাজত্ব করার জন্য বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। এই সকল বিষয় বুদ্ধিতে থাকা উচিত। পরমপিতা পরমাত্মা শিব শুধুমাত্র একবারই আসেন। রাম-সীতা লক্ষ্মীনারায়ণ এরাও একবারই মাত্র আসেন। তাঁরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের নাম রূপ দেশ কাল সকলই পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাম সীতাকেও প্রালব্ধ ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। সমগ্র বুদ্ধিতে যখন এই জ্ঞান অমৃতের ধারা ঝরে পড়তে থাকবে তখন মনে সদাই খুশি বিদ্যমান থাকবে। তখন যে কাউকে বোঝানো

খুব সহজ হয়ে যাবে। স্বর্গের রচয়িতা বাবার কাছ থেকে তোমরা এই সময় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো। অসীম জগতের পিতাকে তো সকলেই স্মরণ করে। বাবা যখন নতুন সৃষ্টির রচনা করেন তখন সকলেই সুখী হয়ে যায়। এখন তো সকলেই দুঃখী হয়ে রয়েছে। এই সমগ্র ড্রামাটাই সুখে-দুঃখে ভরা। সুখে রাজত্ব কে করেন? সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ, তারপর ত্রেতাযুগে রাম সীতা... এখন তোমরা জানো যে কত বছর ধরে কোন্ বংশের রাজত্ব চলে। খ্রিস্টানরা ভাবে যে আমাদের ক্রাইস্ট এসে এই রাজত্ব স্থাপন করেছে। তারপর এডওয়ার্ড দা ফাস্ট, এডওয়ার্ড দা সেকেন্ড - এই রাজারা রাজত্ব করেছেন। সবকিছুই অতীত হতে থাকে। ভারতবাসীরা তো এ সকল কথা কিছুই জানে না। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব ছিল, যাকে হেভেন অথবা স্বর্গ বলা হয়, বাবা এসে এই স্বর্গের স্থাপনা করেন। তিনি পতিত দুনিয়াতে এলে তবেই তো একে পবিত্র করে তুলতে পারবেন - এ কথা মনে রাখা উচিত। আমরা সেই পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি আর শ্রীমৎ অনুযায়ী তা ধারণ করছি - এ কথা কখনো ভোলা উচিত নয়। নিশ্চয়ই শিববাবা পূর্বকল্পেও এসেছিলেন এখন তারই স্মরণিক রয়েছে। তিনি এখন আবার এসেছেন। প্রথমে আসেন নিরাকার শিববাবা, তিনি এসে তোমাদেরকে দেবী দেবতা করে তোলেন। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ বাস্তবিক রাজত্ব করবেন। তারপর তারাই ভক্তি মার্গে পূজারী হয়ে দেবী দেবতাদের চিত্র ইত্যাদি তৈরি করবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের এই সময় কোনো অ্যাকিউরেট (সঠিক) চিত্র নেই। তারা এরপর বাস্তবিকভাবে প্রতিভাত হবেন। এখন শিববাবা তোমাদেরকে ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল পড়াচ্ছেন। এ কত সহজ কথা। আর অন্য কোনো বিদ্যালয়ে এ কথা কখনোই বলা হয় না যে - তোমাদের আত্মা এখানে পড়াশোনা করে আর টিচারের আত্মা আমাদেরকে পড়ান। লৌকিক সমস্ত বিদ্যালয়ে, মানুষ মানুষদকেই পড়ায়। বাস্তবে আত্মা পড়ায় আর আত্মা দেহের এই অর্গান্স (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) এর সাহায্যে পড়াশোনা করে। আত্মা বলে যে - আমি ব্যারিস্টার হয়ে গেছি। সে তো জ্ঞানলাভের মাধ্যমেই ব্যারিস্টার হয়ে ওঠে। এখানে এ বড় ওয়ান্ডারফুল (সুন্দর) বিষয়। নিরাকার শিববাবা, নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। আত্মার মধ্যে সংস্কার থাকে, কিন্তু মানুষ তা ভুলে যায়। এখন আমাদের নিরাকার বাবা এসে ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে আমাদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দেন। তাঁর শুধু একটাই নাম, তা হলো - শিব। যখন তোমরা বলো শিববাবা, তখন তোমাদের বুদ্ধি উপরের দিকে ধাবিত হয়। লৌকিক পিতাকে স্মরণ করলে তাঁর শারীরিক অবয়ব মনে পড়বে। শিববাবার কোনো শরীর নেই। পরমাত্মার মন্দিরই হলো নিরাকারী রূপের। দেবতাগণ হলেন আকারী আর মানুষ হলো সাকারী। তিনি তো হলেনই নিরাকার শিব। তোমাদের আত্মা এখন নলেজফুল (জ্ঞানময়) হয়ে উঠছে। বাবা বলেন - আমি তো নিরাকার, আমার মধ্যে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে। আমি তোমাদেরকে এনার মুখ দ্বারা পড়াই। তোমরাও আমার মতো নলেজফুল হয়ে যাও। নিরাকার পিতা ছাড়া আর কেউ এই নলেজ দিতে পারে না। নিরাকার পরমাত্মাকে নলেজফুল ব্লিসফুল পতিতপাবন বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন - এই পুরাতন দুনিয়াকে পরিবর্তিত করে, আমি নতুন দুনিয়া গড়ে তুলি। যেমন ভাবে আমি নিরাকার এবং আমার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির রহস্যের নলেজ রয়েছে, তেমনভাবে আমি তোমাদেরকেও অর্থাৎ আত্মাদেরকেও করে তুলি। তোমাদের আত্মাও এমন ভাবেই নলেজ ফুল হয়ে ওঠে, আমি তোমাদেরকে নিজের সমান করে তুলি। এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান লাভ করে তোমরা চক্রবর্তী রাজা রানী হয়ে উঠবে। মানুষ, মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না।

বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। তিনি বাচ্চাদেরকে নিজের সমান করে তৈরি করেন তাই তাঁর মতো সকল গুণও ধারণ করা চাই। যখন তোমরা দেবতা হয়ে উঠবে তখন তোমাদের কোয়ালিফিকেশন (গুণাবলী) পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বাবার কোয়ালিফিকেশন আলাদা। তিনি তো জ্ঞানের সাগর - তোমাদেরকেও তাই হয়ে উঠতে হবে। বাবা পবিত্রতার সাগর। আমরা অর্ধেক কল্পকাল পবিত্র থাকি। বাবা বলেন ড্রামা অনুসারে তোমরা পতিত হও তারপর পুনরায় আমি এসে তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য পবিত্র করে তুলি। তোমরা শুধু শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে থাকো আর একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় কাউকে নয়। আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। বাবাকে ভুলে গিয়ে অন্য আর কাউকে যদি মনে রাখো তাহলে ডিফেক্টেড (খুঁত রয়ে যাবে) হয়ে যাবে। শিববাবা তো মোস্ট বিলাভেড, সবচেয়ে প্রিয় বাবা তিনি। তোমাদেরও নামের কীর্তি গায়ন আছে - বন্দে মাতরম্। এখন তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে উঠছে। তোমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গ করে তোলো। সেই কারণেই তোমাদের নামের মহিমা হিসেবে বলা হয় - শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা। তোমরা পান্ডব, কারণ পরমধামের এই যাত্রায় তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মায়ার ওপর বিজয় লাভ করার জন্য। বাচ্চারা জানে যে, আমাদেরকে আমাদের বাবার মতনই মাস্টার জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হয়ে উঠতে হবে। দেহের সকল অহংকার ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে হবে। জন্ম জন্মান্তর ধরে দেহ ধারণ করার ফলে সেই সমস্ত সংস্কার, পুরানো অভ্যাস দূত হয়ে চেপে বসেছে। এখন এই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। যেহেতু আমাদের বাবা হলেন নিরাকার তাই তাঁর দেহ-অভিমান কি করে হওয়া সম্ভব? তোমাদেরকেও এই পুরাতন দেহকে ত্যাগ করে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। বিনাশ যে হয় তার পিছনে অবশ্যই কোনো কারণ রয়েছে। যে বস্তু ওয়ার্থ নট আ পেনি হয় (যার কানা-কড়িরও মূল্য

থাকে না) তারই বিনাশ হয়ে থাকে। এখন তোমাদেরকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য করে তুলি। সেখানে সদাই সুখ বিরাজ করে। সুখধাম আর শান্তিধাম, আর এখানে হলো দুঃখধাম। রাবণ মানুষকে অশান্ত করে তুলেছে, তাদেরকে শান্তি দিতে পারেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। কেউ বলেন, মনের শান্তি চাই। তাহলে বলো - কেমন শান্তি চাও? এখন এখানে তো রয়েছে দুঃখধাম, তাহলে কি তুমি সুখ-ধাম যেতে চাও ? বাবাকে স্মরণ করলে সুখ-ধামে যেতে পারবে। মায়ারূপী রাবণ তোমাদেরকে অশান্ত করে দিয়েছে, এখন সেই মায়ারূপী রাবণ এখানে উপস্থিত রয়েছে। মুক্তিধামে এবং জীবন মুক্তিধামে অশান্তি সৃষ্টিকারী রাবণ থাকে না, তাই এখন চলো আপন ঘরে ফিরে। যদি সত্যযুগে যেতে চাও, তাহলে চলো। প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই জীবনমুক্তি পেতে চায়। সকলেই যে সত্যযুগে অর্থাৎ জীবনমুক্তিধামে যেতে পারবে, তা নয়। বাচ্চারা, সেখানে তো শুধুমাত্র তোমরাই যেতে পারবে। বাকি যে সকল আত্মারা ওপর থেকে আসে তারা প্রথমে জীবনমুক্তিতে থাকে। তখন তাদের ওপর মায়ার প্রভাব পড়ে না। তারা সতোপ্রধান হয়ে পুনরায় সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসে। মায়ী সেখানে থাকলেও আত্মা সুখ অবশ্যই ভোগ করতে পারবে। তখন সেই আত্মা কোনো দুঃখ ভোগ করে না কারণ সে তো তখন পবিত্র। তারপরে যখন আত্মা অপবিত্র হয়ে যায় তখন সে দুঃখ ভোগ করে, এমন নয় যে এই দুনিয়াতে আসা মাত্রই সে দুঃখ ভোগ করে। এই সমস্ত সুখ দুঃখের খেলা তৈরি হয়েই আছে।

বাবার মনে চিত্তন চলতে থাকে যে মানুষকে সজাগ করার জন্য বোর্ড লাগাতে হবে। কারণ শুধুমাত্র চিত্র দেখে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। ভেবে দেখো শিব বাবার চিত্র দেখানো হলো আর নিচে লেখা হলো 'ডিটি ওয়ার্ল্ড সভরেন্টি ইজ ইওর গড ফাদারলি বার্থ রাইট' (দৈবী দুনিয়া এবং সার্বভৌমত্ব হল তোমার ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার)। মানুষ এমন চিত্র দেখে বলবে, ভগবান আবার এমন হয় নাকি? ভগবানের রূপ কেমন? বোর্ডে এটাও লিখে রাখতে হবে যে - হে ভ্রাতা আর ভগিনীগণ, এসে অসীম জগতের পিতার থেকে ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হয়ে থাকার পুরুষার্থ করো। কিন্তু যখন কেউ সামনে আসবে তবে তো তাকে বোঝানো হবে। নিমন্ত্রণ দিতে থাকতে হবে। যতদিন যাবে ততো আরো সংক্ষেপে একথা বোঝাতে হবে। পরবর্তী সময়ে তা আরো সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে। মনমনাভব, বাবাকে স্মরণ করো আর তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। সুতরাং বোর্ডে লিখতে হবে যে - ভ্রাতা ভগিনীগণ, সত্যযুগের রাজত্ব আর ২১ জন্মের জন্য সুখের ভাগ্য যদি পেতে চাও এসে বাবার থেকে তা প্রাপ্ত করো, মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে। এই মহাযুদ্ধের মাধ্যমেই স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে। দুনিয়ার লোকেরা তা জানে না। তোমরা জানো যে এই যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত সুখধাম হয়ে উঠবে। অন্য সকলে চেষ্টা করতে থাকে যাতে যুদ্ধ না লেগে যায়। তোমরা এখন জানো যে এই মহা ভয়ংকর মহাভারত যুদ্ধের মাধ্যমে মহাবিনাশ হবে। সমস্ত আত্মাদেরকে পুনরায় আবার ফিরে যেতে হবে কারণ এই খেলা এখনকার মত সম্পূর্ণ হলো। আবার ফিরে গিয়ে পুনরায় পার্ট প্লে করতে আসতে হবে। তাই অত্যন্ত যুক্তিসহকারে বোর্ডে লিখতে হবে।

তোমরা হলে রুহানী (আত্মিক) পান্ডা, আর ওরা হলো লৌকিক দেহধারী পান্ডা। তোমরা নিজেদেরকে দেহ হতে পৃথক, বিদেহী আত্মা বলে জানো। তোমরা জানো যে, বাবা এসে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে নিয়ে যাবেন। সুতরাং বোর্ডে তোমাদেরকে একথা লিখতে হবে যে - অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে যাও। 'নিরাকার' - এই শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন এই কর্মক্ষেত্রে। আমরাও ওখান থেকেই আসি। যে সকল আত্মারা হলো অ্যাক্টর, তারা সকলেই ইম্পেরিশিবল (অবিনশ্বর), ইন্সট্যান্ট (অমর) আত্মা - তাদের কখনোই মৃত্যু হয় না। এই বিষয়ে খুব ভালোভাবে নিশ্চয় হওয়া উচিত। আমরা শিববাবার কাছ থেকে অনেকবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি, আবারও নেবো। তোমরা জানো যে পুরুষার্থ করার মাধ্যমে তোমরা শিববাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো, তাহলে তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও না কেন ? বাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে অগ্নি কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। নাহলে শুধুমাত্র রাম-রাম বললেই কি মুক্তি হয়ে যাবে নাকি। সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয় যে - অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী হলেন। তখন তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত যে - তোমরা স্বর্গ কাকে বলছো? এখন এ তো হল নরক সুতরাং পুনর্জন্মও তো আবার এই নরকেই নেবে। যদি এটা স্বর্গ হতো তাহলে তিনি পুনর্জন্ম স্বর্গেই নিতেন। যদি কেউ দেহত্যাগ করে নরক থেকে স্বর্গে যায় তাহলে সেখানে সে অগাধ ঐশ্বর্য-বৈভব প্রাপ্ত করবে। তাহলে নরকের বৈভব খাওয়ানোর জন্য তাঁকে স্বর্গ থেকে নরকে পুনরায় কেন আহবান করো? তাকে নরকের ভোজন খাওয়ালে তো তার বুদ্ধি সেই রকমই হয়ে যাবে। কারণ যেমন অল্প তেমনই মন প্রাপ্ত হবে। স্বর্গে দুধ-ঘি'র নদী প্রবাহিত হয়। তার তুলনায় তোমরা তো কেরোসিনের বানানো খাবার খাওয়াবে। শ্রীনাথ মন্দিরে শুদ্ধ ঘী দিয়ে তৈরি করা ভোগ অর্পণ করা হয়, কারণ সেখানে শ্রী রাধা কৃষ্ণের চিত্র রয়েছে। তাই তাঁদের স্মৃতিতে সেই রকম স্বর্গীয় সুস্বাদু ভোগ তৈরি করে অর্পণ করা হয়। এইরকম ভোগ আর অন্য কোথাও হয় না। জগন্নাথ মন্দিরে চালের ভোগ অর্পণ করা হয়। কিন্তু সেখানেও এরকম ভোগ অর্পণ করা হয় না। এখন এ তো হলো নরক, তাই দুঃখও বর্তমান। স্বর্গে অগাধ সুখ

ছিল। বাবা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন, কিন্তু সেই জ্ঞানের ধারণা হয় ক্রম অনুযায়ী - এটাও ড্রামা অনুযায়ী হয়ে থাকে। ড্রামা অনুযায়ী কেউ কেউ চাকর বাকরও হবে। থার্ড ক্লাসের টিকিটও কেউ তো অবশ্যই নেবে। ফার্স্ট ক্লাস হলো সূর্যবংশী রাজধানী, সেকেন্ড ক্লাস হলো চন্দ্রবংশী রাজধানী আর থার্ড ক্লাসে থাকবে প্রজারা। তাদের মধ্যেও ক্রম অনুযায়ী হবে। সুতরাং যার যে ক্লাসের টিকিট চাই সে সেটাই নেবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হয়ে উঠতে হবে। বিদেহী হওয়ার অভ্যেস করতে হবে।

২) বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমে বুদ্ধিকে পবিত্র করে তুলতে হবে। সর্বদা এই নেশায় থাকতে হবে যে, অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে আমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি।

বরদান:- সব কিছুর থেকে পৃথক স্থিতির অভ্যাসের মাধ্যমে পাস উইথ অনার হয়ে ব্রহ্মা বাবার সমান ভব ব্রহ্মা বাবা তাঁর সাকার জীবনে কর্মরত হওয়ার পূর্বে সব কিছুর থেকে পৃথক (ন্যারা) এবং প্রিয় হয়ে থাকার অভ্যাসের প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়েছিলেন। কখনো কোনো সেবা অথবা কোনো কর্ম ত্যাগ করেননি কিন্তু অনাসক্ত হয়ে সেবা করেছিলেন। এই অনাসক্ত ভাব প্রতিটি কর্মেই সহজেই সফলতার অনুভব করায়। সুতরাং সেবার বিস্তার যত বৃদ্ধি পাক না কেন, বিস্তারে যাওয়ার সময় সারে স্থিত থাকার অভ্যাস যেন কম না হয়ে যায়। তবেই ডবল লাইট হয়ে কর্মরত স্থিতি প্রাপ্ত করে, ডবল মুকুট ধারী, ব্রহ্মা বাবার সমান, পাস উইথ অনার হতে পারবে।

স্লোগান:- নিজেকে এমন শক্তিসম্বল করে তোলো, যার দ্বারা বহুজন নতুন জীবন গড়ে তোলার শক্তি প্রাপ্ত করতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গদোষ সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেয়, সেইজন্য সঙ্গদোষে ফেঁসে গিয়ে কখনো পড়া ছেড়ে দেবে না, বলা হয় -
সংসঙ্গে স্বর্গবাস অসং সঙ্গে সর্বনাশ”

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ শ্রীমৎ তোমাদেরকে কড়ি থেকে হীরের মতো বানিয়ে দেয়?

*উত্তরঃ - বাবার শ্রীমৎ হলো বাচ্চারা ঘর-গৃহস্থ থেকেও কমল পুষ্পের মত থাকো। যেসকল পদ্ম ফুলকে কাদা আর জল স্পর্শ করতে পারেনা, সেইসকল বিকারী দুনিয়াতে থেকেও বিকার যেন স্পর্শ না করে। এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম, নির্বিকারী দুনিয়াতে যেতে হবে, সেইজন্য পবিত্র হও। এই এক শ্রীমৎ এর আধারে তোমরা কড়ি থেকে হীরের মতো হয়ে যাবে। স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে।

*গীতঃ- আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি, মন তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চায়...

ওম্ শান্তি । বাবা বুঝিয়েছেন যে ভগবান হলেন এক, যিনি ভগবতীকে রচনা করেছেন। অবশ্যই ভগবানুবাচ রয়েছে । যেসকল ব্যারিস্টার উবাচ, সার্জন উবাচ... সেইসকলই এটা হলো ভগবান উবাচ। ভগবান বলছেন আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক রাজাদেরও রাজা বানাবো। এ হলো গীতা। কিন্তু মানুষ ভুলে গেছে যে গীতার ভগবান কে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তো ছিলেন স্বর্গের নম্বর ওয়ান প্রিন্স। এতো শ্রেষ্ঠ প্রালঙ্ক কে প্রাপ্ত করিয়েছেন? সবথেকে শ্রেষ্ঠ প্রালঙ্ক হলো রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের। এই কথা কেউ বুঝতে পারে না। রাধা-কৃষ্ণ স্বয়ংস্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। তাদেরকে এই শ্রেষ্ঠ পদ কে দিয়েছেন? শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন? শ্রীনারায়ণ কে ছিলেন? এই কথা কেবল তোমরাই জানো। শ্রীকৃষ্ণকে তো সবাই ভালোবাসে, তার জন্ম জয়ন্তীও পালন করে, যার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংস্বর হয়েছে তারও তো মহিমা থাকবে। রাধা-কৃষ্ণকে তো একত্রে দেখানো হয়। তাদেরকে এইসকল কে বানিয়েছেন? রচয়িতা এক নিরাকারকেই বলা হয়। সাকারকে কখনও ক্রিয়েটর মানা হয় না। ইনকরপোরিয়াল গড ফাদার বলে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের আদিতে ছিলেন। এখন তো হলো কলিযুগ। এখানে সব মানুষই দুঃখী এবং কাঙ্গাল হয়ে গেছে। রাজা রাণী তো এখন নেই। স্বর্গের তো অনেক মহিমা হয়। কেউ মারা গেলে তো বলে যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয়েছেন। স্বর্গের কথা স্মরণে এসে যায়, মানে স্বর্গ কোনো ভালো জিনিস ছিল। নরকে যে মারা যায়, তাকে পুনরায় এই নরকেই জন্ম নিতে হয়। যেসকল কর্ম করে, সেই অনুসারে এখানে জন্ম নিতে হয়। এখন ভগবান হলেন গিয়ে নিরাকার, জ্ঞানের সাগর, যাঁকে সবাই মানে। তাঁর স্মরণিক হল শিব মন্দির। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরের চিত্র দেখালে বলবে যে ইনি ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু। ভগবান ব্রহ্মা বা ভগবান বিষ্ণু বলবে না। ভগবান এক নিরাকারকেই বলা হবে, তিনি হলেন শিব।

বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে আমরা পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ, ভগবান-ভগবতী তৈরী হচ্ছে। কার দ্বারা? ভগবানের দ্বারা। ক্রিয়েটর বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। অবশ্যই তিনি প্রালঙ্ক দিয়েছেন তবেই এরা স্বর্গের মালিক হয়েছেন। বাচ্চারা চিত্র তো তোমাদের কাছেই আছে। সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিলেন। কেবল এটা ভুলে গেছে লক্ষ্মী-নারায়ণ শৈশবে রাধা-কৃষ্ণ ছিল। সত্যযুগে মহারাজা-মহারানী ছিলেন তো অবশ্যই তাদের শৈশব জীবন ছিল। তাদের এই প্রালঙ্ক অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতাই বানিয়েছেন। তিনি কবে এসেছিলেন - এটা কারো জানা নেই। শিবলিঙ্গ তো আছে। এটা শিবের স্থূল বড় আকার রূপ দিয়েছে। বাস্তবে তিনি তো এত বৃহদাকার নন। তিনি তো হলেন স্টারের মতো। তাঁর এতো বড় কোনও চিত্র তো হতে পারে না। কেবল পূজার জন্য এত বড় চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। তো এই দেবী-দেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছেন? নাম চাই। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকলের জানা আছে যে আমাদের ধর্ম অমুক ব্যক্তি স্থাপন করেছেন। তাদের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র আছে। সর্ব প্রথম মুখ্য কথা হল এটাই, এইজন্যই বাবা চিত্র বানিয়েছেন। বোঝানোর জন্যই তৈরী করিয়েছেন। আগেকার চিত্রে কোনও লেখা খোঁড়াই থাকতো। ইনি তো বুঝিয়েছেন যে স্বর্গের রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। স্বর্গে হলো সদা সুখ। সেখানে কি এতো অসংখ্য মানুষ থাকবে? গাছ প্রথমে ছোটো হয়, তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে। স্বর্গে খুব কম জনসংখ্যা হবে। নরকে অনেক হয়ে গেছে। স্বর্গে কেবল দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল। এটা আর কেউ জানে না। জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়? ৫ হাজার বছর পূর্বে অবশ্যই এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাকেই স্বর্গ বলা হতো। সেটা এখন অতীত হয়ে গেছে। যেটা নতুন দুনিয়া ছিল, সেটাই এখন পুরানো নরক হয়ে গেছে। আচ্ছা তারপর কি হলো? আবার স্বর্গ আসবে। ভক্তরা স্বর্গকে বা মুক্তিধামকে স্মরণ করে। কেন স্মরণ করে? কেননা এখানে দুঃখী হয়ে গেছে। স্বর্গে সর্বদাই সুখ থাকে। বাবা খোঁড়াই

বাচ্চাদেরকে রচনা করে দুঃখী বানাবেন। এটা তো হতে পারে না। তোমরা জানো যে সত্যযুগের পর ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ হবে। সত্যযুগের অন্ত আর ত্রেতার আদির অন্ত তো কল্যাণকারী নয় কেননা সত্যযুগে যারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল, সেই দেবতারাই আবার ১৪ কলা হয়ে যায়। তাহলে ত্রেতা কল্যাণকারী যুগ খোড়াই হল! তারপর ত্রেতার অন্ত, দ্বাপর যুগের আদিরও সঙ্গম আছে কিন্তু সেখানেও কলা কম হয়ে যায়। সত্যোপধান থেকে সতঃ, রজঃ তমঃ তে নামতেই হয়। তমোপধান হতেই হয়। তো এই সময় সমগ্র দুনিয়া হল দুঃখী। এটাকে বলা হয় অরফ্যান্সদের (অনাথদের) দুনিয়া। তাদের কোনো প্রভু নেই, নাথও নেই। ঘরে বাবা - মা না থাকলে সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। তখন বলা হয় - তোমরা তো হলে অনাথ। সেসব হল লৌকিক জগতের কথা। এখন এটা হল অসীম জগতের কথা। এখন সমগ্র দুনিয়ার কোনও প্রভুও নেই নাথও নেই। মানুষ, মানুষের সাথে লড়াই ঝগড়া করে। জন্তু জানোয়ারও লড়াই করে। কোনো প্রভু নেই নাথও নেই। ধনী অর্থাৎ নাথ হলেন বাবা, রচয়িতা তিনি। তিনি এলেই সব বাচ্চারা সনাথ হয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে সত্যোপধান তারপর সতঃ রজঃ তমঃ। প্রত্যেক জিনিস এইরকমই হয়। ছোটো বাচ্চাও হল সত্যোপধান এইজন্য সকলের প্রিয় হয়। সেই বাচ্চাই যদি শিক্ষা না পায় তাহলে মা বাবাকে কষ্ট দিতে থাকে। দুঃখী তো হয় তাই না। লড়াই ঝগড়া করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারো যদি ক্ষতি হয় তাহলে তো দুঃখ হয় তাই না। সত্যযুগে কেউ দুঃখী থাকে না। সেটা হলই সুখধাম। বাবা বাচ্চাদের জন্য স্বর্গ রচনা করছেন, সেখানে সর্বদাই সুখ বিরাজ করে।

তোমরা জানো যে এই অসীমের দুনিয়া নতুন ছিল, এখন পুরানো হয়ে গেছে। নতুন দিল্লী পুরানো দিল্লী আছে তাই না। পুরানো আলাদা, নতুন আলাদা। নতুন দিল্লী দেখতে খুব সুন্দর লাগে! এমন নয় যে পুরানোকে কেউ উড়িয়ে (ধ্বংস করে) দেবে, তাহলে থাকবে কোথায়? এখানে নতুন পুরানো দুটিই আছে। এই পুরানো ভেঙে নতুন হবে, যাকে স্বর্গ বলা হবে। দিল্লীকেই পরিস্থান বলা হবে। এই সময়ে হল কবরস্থান। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। দিল্লী পরিস্থান ছিল, স্বর্গ ছিল। এখন নরক হয়ে গেছে। বাবা নিজে স্বর্গের মালিক হন না, বাচ্চাদেরকে বানান। তোমরা সবাইকে বলা যে বাবা আমাদেরকে পুনরায় স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। এত এত সবাই নিশ্চিত বুদ্ধি হয়ে বলছে দেখে নিশ্চিত বুদ্ধি হওয়া চাই। কেউ লন্ডন দেখে এসে বর্ণনা করলে এমন খোড়াই কেউ বলবে যে আমি যখন স্বচক্ষে দেখবো তখন বিশ্বাস করবো। এখানে তো এত সব বাচ্চারা বলছে যে আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন তো তারা মিথ্যা তো বলবে না, তাই না। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে তো বুদ্ধিতেও বসবে না।

বাবা বলছেন যে এখানে ছাড়তে কিছুই হবে না। এটা হলো অন্তিম জন্ম। ঘর গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে। এটা হলো মৃত্যুলোক, সেটা হলো অমরলোক। গাওয়া হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে বিকার থাকে না। এ কথা মানতে হবে তাই না। দেবতাদের মহিমা করে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন... সেটা ছিলই নির্বিকারী দুনিয়া। আচ্ছা, বাচ্চা তো জন্ম নেবে! অবশ্যই তারও কোনও যুক্তি থাকবে? বিকারের দ্বারা তো বাচ্চার জন্ম হবে না। সেখানে এই বিষ থাকবে না। এখানে হল সম্পূর্ণ বিকারী, সেখানে হল সম্পূর্ণ পবিত্র। যেমন রাজারানী তেমন প্রজা। এতে তোমাদের মনে সংশয় কেন আসে? সেখানকার যা রীতিনীতি থাকবে, সেই অনুসারে বাচ্চার জন্ম হবে। সেখানে বিকার থাকবে না। এই বিকারী সংস্কার হলো এই মৃত্যুলোকের। সেখানে কেউ কাউকে দুঃখ দেবে না। জন্তু জানোয়ারেরাও কাউকে দুঃখ দেবে না। তারাও এই ভাবে জন্ম নেবে। এখন তোমাদের কি চাই? শান্তি চাই তো! নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে আমার কাছে চলে আসবে। যে স্বর্গে আসতে চাইবে সে বলবে আমি তো অবশ্যই এই জ্ঞান ধারণ করবো, অবশ্যই সুখ ভোগ করবো। বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমরা জানো যে তোমরা অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিচ্ছে। বাবার শ্রীমতে চলছো। চলতে-চলতে কখনও আবার মায়ার তুফান এসে গেলে বাবার প্রতি নিশ্চয় ভেঙে যায়। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে যায়। বাবা বলছেন তোমরা কল্প পূর্বেও এইরকম উত্তরাধিকার নেওয়ার সময় পরাজিত হয়েছিলে। বিকারে ফেঁসে গিয়েছিলে। গাওয়াও হয়, সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসং সঙ্গে সর্বনাশ। এটা হলো সংসঙ্গ। তাঁর শ্রীমতে চললে আমরা নতুন দুনিয়াতে এসে যাবো। নিশ্চয়ের মধ্যে সংশয় এসে গেলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। এইরকম অনেকেরই নিশ্চয় হতে হতে আবার সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায়। তোমরা মাতা পিতা বলে ডাকো, আবার তাঁকে ছেড়ে চলেও যাও, এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। শিববাবার হয়েও বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়। তোমরা ঈশ্বরের হবে নাকি রাবণের? লড়াই তো হবে তাই না। কেউ কেউ মনে করে, মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বাবার থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবে। শ্রীমতে চলতে থাকে। অ্যালবামও তোমাদের কাছে আছে, যেসব বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমাদেরকে ঘর-গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে। পদ্ম ফুলকে জল স্পর্শ করতে পারে না। তোমাদেরকে বিকারী দুনিয়াতে থেকেও বিকারে যাওয়া যাবে না। এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। নিজেকে

নির্বিকারী বানালে নির্বিকারী দুনিয়াতে চলে যাবে। পবিত্র থাকা তো খুব ভালো। বাবা বলছেন যে আমার দ্বারা তোমরা পবিত্র হলে স্বর্গ পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। কত সহজ করে বুঝিয়ে দেন - ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা। সেটা তো হচ্ছেই। বাদবাকি সবাই হিসেব নিকাশ মিটিয়ে দিয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। সত্যযুগে তোমাদের সত্যিকারের সুখ প্রাপ্ত হয়। বৈকুণ্ঠের নাম তো সর্বজনবিদিত। অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। সাধারণ মানুষ তো কিছুই জানে না। সন্ন্যাসীরা নিজে নির্বিকারী থাকে তাই বিকারী মানুষ তাদেরকে পূজা করে। বিকারী আত্মা হয়, পরমাত্মা নয়। তারা মনে করে - তারা নির্বিকারী হয়ে পরমাত্মা হয়ে যাবে। তবুও দুটো জিনিস তো আছে তাই না। আত্মা আর পরমাত্মা। বিকারীকে তো পরমাত্মা বলা হবে না। তারা মনে করে নির্বিকারী হয়ে পরমাত্মা হয়ে যাবে। বাবা বলছেন এইরকম তো হতে পারে না। কেউই আমার নাগাল পেতে পারে না। আমি এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। মহাযুদ্ধের প্রমাণও রয়েছে। আমি বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। মহাযুদ্ধে তো ভগবান অবশ্যই চাই, যিনি সকল ঋণাট সমাপ্ত করেন, সকল ঋণাটা সমাপ্ত করে দেন। সর্বশক্তিমান তো হলেন বাবা তাই না। তিনি বলছেন যে - যদি তোমরা আমার মত অনুসারে চলা তাহলে আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবো। কল্প-কল্প তোমরা আমার শ্রীমতে চলে এইরকম শ্রেষ্ঠ হও। অর্ধেক কল্প পরে যখন আমার মত সম্পূর্ণ হয়ে আসুরিক মত শুরু হয় তখন তোমরা কাঙ্গাল, কড়ি তুল্য হয়ে যাও। এখন পুনরায় তোমাদেরকে কড়ি থেকে হীরের মতো তৈরী করছি, তাই শ্রীমতে চলতে হবে। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনও রকম তুফানের প্রভাবে নিশ্চয় যেন কম না হয় - এর জন্য সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে।

২) এই অন্তিম জন্মে শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবশ্যই হতে হবে। বিকারী দুনিয়াতে থেকেও বিকার যেন স্পর্শ করতে না পারে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের প্রত্যেক কর্ম দ্বারা দিব্যতার অনুভব করিয়ে দিব্য-জীবনধারী ভব বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে দিব্য জীবন অর্থাৎ দিব্য সঙ্কল্প, দিব্য বাণী, দিব্য কর্ম করা দিব্য মূর্তি বানিয়েছেন। দিব্যতা হলো সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার। দিব্য-জীবনধারী আত্মা যেকোনো আত্মাকে প্রতিটি কর্মের দ্বারা সাধারণ ভাবনার থেকে উর্ধ্ব দিব্যতার অনুভূতি করাবে। দিব্য জন্মধারী ব্রাহ্মণ শরীরের দ্বারা, সাধারণ কর্মের দ্বারা আর মনের দ্বারা সাধারণ সঙ্কল্প করতেই পারবেনা। তারা ধনকেও সাধারণ রীতিতে কাজে লাগাবে না।

স্লোগানঃ:- অন্তর থেকে সর্বদা এই গীত গাইতে থাকো যে - যা পাওয়ার ছিল, তা পেয়ে গেছি... তাহলে চেহারা সদা হাসিখুশি থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের মেজাজ খুব মিষ্টি বানাও, ভুল করেও কাউকে দুঃখ দিও না, কটু কথা বলা, ক্রোধ করা, বকাবকি করা... এই সবই হলো দুঃখ দেওয়া”

*প্রশ্ন:- মায়া বাচ্চাদের পরীক্ষা কোন্ রূপে নেয়? এই পরীক্ষায় অটল থাকার বিধি কি ?

*উত্তর:- মূখ্য পরীক্ষা আসে কাম ও ক্রোধের রূপে। এই দুটি বিকারের বন্ধন থেকে অতি কষ্টে মুক্তি পাওয়া যায়। ক্রোধের ভূত ক্ষণে ক্ষণে দ্বারে এসে কড়া নাড়ে। দেখে ক্রোধের বশে রাগারাগি করবে কিনা। অনেক রকমের ঝড় দীপশিখাকে বিচলিত করার চেষ্টা করে। এই পরীক্ষা গুলিতে অটল থাকার জন্য এক সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। অন্তরে খুশীর বাদ্য যেন বাজতেই থাকে। জ্ঞান এবং যোগবলই একমাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাতে পারে।

*গীত:- দুর্বলের লড়াই বলবানের সাথে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বোঝে এবং বাবাও বোঝান যে তোমরা পুনরায় এসেছো পারলৌকিক বাবার কাছে, অন্য সবাই হলো লৌকিক পিতা। এখানে সবাই হল আসুরিক বুদ্ধি, সত্য যুগে সবাই হল দৈবী বুদ্ধি। আসুরিকের পরে দৈবী অবশ্যই হবে। আসুরিক এবং দৈবী, পতিত এবং পবিত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তোমরা জানো আমরা পবিত্র ছিলাম পরে রাবণ পতিত করেছে। এখন বাবার দ্বারা আমরা পুনরায় পবিত্র দুনিয়ার অবিনাশী অধিকার প্রাপ্ত করছি, সত্য যুগী রাজ্য-ভাগ্যের তাও ২১ জন্মের জন্য। যখন বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন তখন স্মরণ করে, পরে ভুলে যায়। যে কথা গুলি স্মরণে থাকে সেই কথা অন্যদের বোঝানোর ইচ্ছে হয়। স্মরণ না থাকলে ইচ্ছাও হবে না। তখন সেই খুশীর স্রোত অনুভব হবে না। নিস্তেজ চেহারা দেখতে পাওয়া যাবে। এখন তোমরা জানো আমরা পুনরায় হারানো সত্য যুগের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করছি। খ্রীস্টানদের কাছে যে রাজ্য হারিয়েছিল সেসব তো প্রাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মায়া যে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল, সে কথা কেউ জানে না। খ্রীস্টানদের থেকে রাজ্য প্রাপ্ত করেছে হঠ দ্বারা, অনশন করে। এখানে তো সেইরকম কোনো ব্যাপার নেই। তোমাদের হৃদয়ে আছে আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বের মতনও পুনরায় রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করি, বাবার শ্রীমং অনুসরণ করে চললে। এতে তলোয়ার ইত্যাদি কিছুই চালানোর মতামত প্রদান করা হয় না। বাবা বলেন বাচ্চারা সুইট টেম্পার হও। খুব মিষ্টি হও। সত্যযুগে বাঘে ছাগে একত্রে জল পান করতো। একে অপরের প্রতি স্নেহভাব নিয়ে বাস করতো। দুঃখের আঘাত ছিল না। এখানে দুঃখের আঘাত অনেক হয়। কাম কাটারী চালানো, এও দুঃখের আঘাত। কাউকে কটু কথা বলা বা ক্রোধ করা, বকাবকি করা সবই হল দুঃখ দেওয়া। বাবা বলেন কাউকে দুঃখ দেবে না। নিজের স্বভাব খুব মিষ্টি বানাও। ভুল করেও কাউকে দুঃখ দেওয়ার কাজ করবে না। শ্রীকৃষ্ণের নামে বলে দিয়েছে যে, এতজন রানীদের নিয়ে পালিয়েছিল। তবুও অন্তত বলে যে পালিয়েছিল সুখ প্রদান করার জন্য। এখন তোমরা বুঝেছো শ্রীকৃষ্ণের কথা নয়। ভাগবতের সঙ্গে গীতার, গীতার সঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধের কানেকশন আছে। এখন হলো সেই সঙ্গমযুগ। শ্রীকৃষ্ণের তো নামই নেই। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী হলো সত্যযুগে। শ্রীকৃষ্ণ তো পতিতদের পবিত্র করানোর জন্য কখনও রাখী বাধেননি। এ হলো পতিতকে পবিত্র করার উৎসব। উনি তো হলেন পতিত-পাবন পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ নন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তো সত্যযুগে হয়েছে। সেখানে কংস, রাবণ, সূর্যনখা ইত্যাদি থাকতে পারে না। এই সময় এখন হলো আসুরিক সম্প্রদায়। এই সব কথা তোমরা এখন বুঝেছো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা অসীম জগতের বাবার কাছে অনেক বার রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করেছি এবং ২১ জন্মের জন্য রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছি পরে মায়া রাজ্য-ভাগ্য কেড়ে নিয়েছে। যারা মাতা পিতা ঠাকুরদার প্রিয় সন্তান, তারাই সিংহাসনাসীন হবে। যারা আঙাকারী নয় তারা কি পদ পাবে। সূর্য বংশী পদ প্রাপ্ত করা উচিত। তা নাহলে পাই পয়সার দাস দাসী পদ প্রাপ্ত হবে। বাপদাদার আঙা অনুযায়ী চলে না। ব্রহ্মার মত হলো সুবিখ্যাত। শিববাবার শ্রীমতও হলো বিখ্যাত। তো ব্রহ্মা ও শিববাবার সঙ্গে তাদের সন্তানদের মতও বিখ্যাত হওয়া উচিত। তোমাদেরকে শিববাবা ও ব্রহ্মা দুইজনের মতানুসারেই চলা উচিত তবে তো শ্রেষ্ঠ হবে। মাতা-পিতাও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য ভালো ধারণা করেন, সব বাচ্চাদের পড়ান। মুরলী সব বাচ্চাদের কাছে পৌঁছে যায়। এনার হলো পড়ানোর পার্ট। অনেক বাচ্চারা এমনও আছে যারা মাতা পিতার থেকেও ভালো পড়ায়। শিববাবার কথা তো সর্বোচ্চ। কিন্তু এখন মাঝমা বাবার থেকেও বুদ্ধিমান বাচ্চারা আছে। যদিও সম্পূর্ণ তো কেউ এখনও হয়নি। কিছু কাঁটা এখনো আছে, মায়ার আক্রমণও হয়। দীপশিখার সম্মুখে ঝড় আসে। যত জ্ঞান ও যোগে যুক্ত থাকবে তো এই ঘূতের দ্বারা তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত থাকবে। কোনও প্রদীপে ঘূত কম হলে লাইটও কম হয়ে যায়। কোনও প্রদীপ খুব ভালোভাবে প্রজ্জ্বলিত থাকে। আত্মা

রুপী দীপ শিখার সামনে ঝড় আসে। ঝড় ঝঞ্ঝা তো আসবেই, বাবা বলেন নম্বর ওয়ান অনুভাবী হলাম আমি। যত বড় বীর হবে মায়াও নিশ্চয়ই ততই বীর রূপে যুদ্ধ করবে।

বাবা বোঝান হে প্রদীপশিখা এমন ঝড় তো আসবেই, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও পাপ কর্ম করবে না। কেউ কিছু বললে এক কান দিয়ে শুনে অন্যটি দিয়ে বের করে দেবে, এমন প্র্যাক্টিস করতে হবে। ক্রোধও মানুষের সম্পূর্ণ সর্বনাশ করে। এও একটি বিশাল পরীক্ষা। ক্রোধের ভূত এসে দরজায় কড়া নাড়ে, দেখি যদি কেউ রেস্পন্ড করে। যদি কেউ রেস্পন্ড করে অর্থাৎ ক্রোধের বশে চড়া আওয়াজে কথা বলে তখন দীপ নিভে যায়। মায়া সকলের পরীক্ষা নেয়। ক্রোধ তো অমূকের মধ্যে ছিলই না, এখন ক্রোধ এসে গিয়েছে। বাবার কাছে অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা ছিল, মায়ার ঝড় সহ্য করতে না পেরে পতিত হয়ে গেছে তখন বলা হয় ভাগ্য। আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবো না। বাচ্চাদের তো পরীক্ষায় অটল থাকতে হবে, অঙ্গদের মতো। এও একটি দৃষ্টান্ত।

বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে খুশীর নাগাড়া বাজতে থাকা উচিত। সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগ রাখলে সাহায্য তো স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হতে থাকে। কোনও হাতিয়ার ইত্যাদি লাগে না। বাবা সব যুক্তি শিখিয়ে দেন। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। ক্রোধেরও বিভিন্ন ধরন আছে। কাম বিকারের ভূত তো সবচেয়ে খারাপ। কাম বিকারের ভূত যেন পুনরায় প্রবেশ না করে। যোগবলের দ্বারা তাকে দূর করতে হবে। যোগের দ্বারাই ক্রোধের ভূতও দূর হয়। ক্ষণে ক্ষণে দ্বারে কড়া নাড়ে। যেখানে মার্জিন দেখে, ঢুকে পড়ে। বিকার রুপী এই ৫-টি চোর খুব ক্ষতি করে দেয়। আমরা অনেক বিত্তবান ছিলাম, ৫ বিকার আমাদের কাঙাল করেছে। তাদের বড় সর্দার হল কাম বিকার, সেকেন্ডে হল ক্রোধ। কাম হল বাচ্চু বাদশাহ (কাম বিকার হলো বিকারের রাজা আর ক্রোধ হলো তার উজির)। অতি কষ্টে পিছন ছাড়ে। খুব বড় শত্রু, খুব বিরক্ত করে। অবলা মাতারা অনেক অত্যাচার সহ্য করে। তাদের আর্তনাদ কেউ শোনে না। তাদের আর্তনাদ একমাত্র বাবা শোনেন। কিন্তু তাদের মধ্যেও যারা সৎ তাদেরই শুনবেন। অসৎদের ডাক শোনেন না। অতএব এই বিকার মানুষকে একদম ডার্টি বানিয়ে দেয়। ক্রোধের রোগ বৃদ্ধি পেলে নিজেরও ক্ষতি হয়, অন্যদেরও অনেক ক্ষতি করে। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হয়। তখন বাবার কাছে যারা শক্তি নিতে আসে তাদের শক্তি নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাদের উপরে বন্ধন এসে যায়। তখন তাদের অবিনাশী ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের আজীবিকা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও যারা পরম পিতা পরমাত্মার কাছ থেকে অবিনাশী অধিকার প্রাপ্তিতে বিশ্ব সৃষ্টি করে তাদের উপরে অনেক পাপ জমা হয়ে যায়। সে কথা বলার নয়। তারা নিজেদের উপরে কৃপার পরিবর্তে অভিশাপ নিয়ে নেয়। কেউ ট্রেটর হয়ে যায় তখন অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। ভবিষ্যতের হীরে সম জীবন নির্মাণে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই বাবা বলেন মহাপাপী, মহা-বোধহীন, মহা-অভাগা দেখতে হলে এখানে এসে দেখো। খবরের কাগজে (এই সংস্কার বিষয়ে) উল্টো পাল্টা (incorrect) কিছু ছাপলে মাতাদের অনেক বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে যখন কিছু বিকর্ম করে তখন ধর্মরাজের দন্ড ভোগ করতে হয়। বাবা বলেন এমন কাজ কখনও করবে না যে ট্রেটর হয়ে যাবে এবং অবলাদের উপরে অত্যাচার হবে। তাদেরকে গাজী (furious) বলা হয়। মাথায় রক্ত উঠে যায় তখন তলোয়ার দিয়ে মারতে থাকে। তারপর তাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এখানেও এইরকম হয়ে যায়। কারো মধ্যে ক্রোধের ভূত প্রবেশ করে তখন অনেকের আজীবিকা বন্ধ করে দেয়। বাবা বলেন এমনদের জন্য কঠিন সাজা আছে। যারা ট্রেটর রূপে বিশ্ব সৃষ্টি করে তাদের উপরে অনেক পাপ জমা হয়। চড়লে চাখবে বৈকুণ্ঠের রস, পতিত হলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে হয় বৈকুণ্ঠের মালিক হও নয়তো দাস দাসী। এমন কাজ যে করবে তারা ততই পাপ আত্মায় পরিণত হবে। অনেককে দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায়। বাবার দয়া হয়। মাতাদের রিগার্ড রাখতে হবে। বন্দে মাতরম গাওয়া হয়। বাবা এসে জ্ঞানের কলস মাতাদের উপরে রাখেন, তাদের উপরে অত্যাচারও অনেক হয়। অতএব হারানিধি বাচ্চাদের অনেক সহযোগ করা উচিত। যদি কেউ সহযোগিতা করার পরিবর্তে আরও বিকর্মে লিপ্ত হয়ে যায় তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। সুসন্তান হতে হবে। অসুরকে দেবতায় পরিণত করতে হবে।

বাবা তোমাদের জীবিত অবস্থায় নতুন চিত্র বানিয়ে দেন। আর্টিস্টরা চিত্র বানায় তাইনা। তারপরে যে ভালো চিত্র বানায় সে পুরস্কৃত হয়। শিব বাবা বলেন আমি জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা তোমাদের চিত্র এমন তৈরি করছি যে এই দেহ ত্যাগ করার পরে তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস দেহ প্রাপ্ত হবে। তখন মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়ে যাবে। জ্ঞান যোগবলের দ্বারা তোমরা গৌর বর্ণে পরিণত হও। বাবার মতন ফার্স্টক্লাস কারিগর আর কেউ নয়। মানুষ থেকে দেবতা করার এই কাজটি একমাত্র বাবার। এ হলো নম্বরওয়ান সার্ভিস, যার দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যায়। অমন মিষ্টি বাবাকে কেউ জানেনা। সর্বব্যাপী বলে দেয়। মানুষের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানও নেই যে এ'হল নরক পতিত দুনিয়া। বাচ্চারা, এই জ্ঞান শুধুমাত্র তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। বড় বড় কোটিপতি ইত্যাদি সকলের স্থূল ধন মাটিতে মিশে যাবে। খুব দুঃখ ভোগ করে মৃত্যু

হবে। আজকাল তো স্বনামধন্য মানুষদের হত্যা করা হয়। শত্রুতা বেড়ে গেলেই আর কোনো কথা নেই। সময় খুব খারাপ আসছে। এখন তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছো ভবিষ্যতের জন্য, অন্য কেউ ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করে না। পুরুষার্থ করাকালীন মায়া পুনরায় বিস্মৃত করে দেয় তো যেমনকার তেমনই থেকে যায়। মায়া একদম মুখ ঘুরিয়ে দেয়, তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যত বেশী সম্ভব খুশী মনে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমরা বাবার কাছে ২১ জন্মের সুখের অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত করছি। বাবাকে স্মরণ করলে খুশী অনুভব হবে। তারা এই চোখ দিয়ে মহল ইত্যাদি দেখে খুশী অনুভব করে। তোমরা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অথবা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা জানো যে আমরা বাবার কাছ থেকে সদা সুখের অধিকার প্রাপ্ত করি। যদি বাবার শ্রীমং অনুসরণ করে চলবে তবে। সাবধান বাণী তো দিতেই থাকেন - বাচ্চারা, শ্রীমং অনুসারে খুব মধুর হও, চুপ থাকো আর বাবাকে স্মরণ করো।

বাচ্চারা, তোমাদের মতন সৌভাগ্যশালী এই সৃষ্টিতে কেউ নেই। তোমরা স্বর্গের মালিক হও। সেখানে অনেক সুখ। এই কথাও জানো যে রাজযোগ তারাই শিখবে যারা কল্প পূর্বে শিখে থাকবে। তোমরা দেখেছো পান্ডারা সার্ভিস করে ফুল গুলিকে এবং কুঁড়ি গুলোকে বাগানের মালিকের (বাগবান) কাছে নিয়ে আসে। তখন সার্ভিস করার মূল্য প্রাপ্ত করে। জ্ঞান হল খুবই সহজ। এই জীবনকে মোস্ট ভ্যালুয়েবল বলা হয়। পাথর থেকে হীরে তুল্য, গরিব থেকে ধনী হয়ে যাই। গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখময় জীবনের কথা গোপ গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো। কারা এই গোপ গোপীকা? যেমন বাবা বলেছেন যে এ'হল বিশাল লটারী। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই বাবাকে এবং স্বর্গকে স্মরণ করা খুব সহজ। বিশ্বের মালিক হওয়া কোনও কম কথা নয়। সেখানে অন্য ধর্ম থাকে না। বাচ্চারা জেনেছে যে আমরা অর্ধেক কল্প অনেক প্রকারের দুঃখ দেখেছি। এখন খুব ভালো পুরুষার্থ করা উচিত। এই দুনিয়ায় কেউ সুখী হতে পারবে না। সেখানে তো সবাই সুখী থাকবে। এমন সুখের রাজ্যে উঁচু পদ মর্যাদা পাওয়ার মজা অনেক। বক্সিং খেলায় বারবার ঘুষি খেয়ে পড়ে যাওয়া ঠিক নয়। বিকার পতন হলেই চোট লেগে যায়। ক্রোধও খুব খারাপ। ঋণে ঋণে আঘাত লাগা উচিত নয়, তাহলে নীচে পড়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এমন কোনও কর্ম করবে না যাতে নিজের উপরে কৃপার পরিবর্তে অভিশাপ এসে যায়। কোনও ভূতের বশে বশীভূত হবে না।

২) শ্রীমং অনুসরণ করে খুব মিষ্টি হতে হবে, চুপ থাকতে হবে। খুব মধুর হয়ে কথা বলতে হবে। কখনও কাম বা ক্রোধের বশে বশীভূত হবে না।

বরদানঃ:- সরল সংস্কারের দ্বারা ভালো, খারাপের আকর্ষণ থেকে উর্ধ্ব থাকা সদা হর্ষিতমূর্ত্ত ভব নিজের সংস্কারকে এমন সরল বানাও যাতে প্রতিটি কর্ম করাকালীন ইজি থাকবে। যদি সংস্কার টাইট হয় তবে সারকামস্ট্যান্ড গুলিও টাইট হয়ে যায়, সম্বন্ধ সম্পর্কে যারা আসে তারাও টাইট ব্যবহার করে। টাইট অর্থাৎ টানাপোড়েন (tussle) তাই সরল সংস্কারের দ্বারা ড্রামার প্রতিটি দৃশ্য দেখে ভালো ও খারাপের আকর্ষণ থেকে উর্ধ্ব থাকো বিরত থাক। না ভালো না খারাপ আকৃষ্ট করবে - তখন হর্ষিত (খুশীতে) থাকতে পারবে।

স্নোগানঃ:- যারা সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন তারা হ'লো ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;